চণ্ডীদাস

(প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক)

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে ষ্টারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১০ই পৌষ, ১৩৩৩

"কবিকুলে রবি, চণ্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন॥
সরল, তরল, রচনা, প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র আত্মহারা॥
রামতারা ধনী, রাধাস্বরূপিণী, ইষ্টবস্তু যাঁর হয়।
যাহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই হেন, না হইবে পুন, হেন রস পদ ভবে।
দীন কানুদাসে, রাখ পদপাশে, নামের ঘোষণা রবে।"

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য—

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

প্রিণ্টার—শ্রীরামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গদাধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

চণ্ডীদাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নানুর

বিশালাক্ষী মন্দির সম্মুখস্থ গ্রাম্যপথ।

গ্রামের জমীদার দুর্ল্লভ রায় ও তাঁহার কর্ম্মচারী দীনু বাগচী।

দুর্ল্লভ। তুমি বেটা কোন কর্ম্মের নও! এইবার মাইনে বাড়াতে ব'ল্লে জুতো খাবি।

দীনু। হুজুরের জুতো খেয়েইতো এত বড়টা হ'য়েছি। বাপ ঠাকুরদা আপনাদের জুতো খেয়ে মানুষ; আমি তো সে হৎকে নারাজ নই যে ক'টাদিন বাঁচি, আপনার জুতো খেয়ে কাটাতে পাল্লেই হয়।

দুর্ল্লভ। ছুঁড়ীটা ভারি চপ, দুরন্ত ছিল, এদিকেও নাকে-মুখে-চোখে কথা কয়। বাড়ীতে কাপড় নিয়ে আসে, পথে যেন রূপ ছড়াতে ছড়াতে আসে। অনেক দিন এসব দিকে ঝোঁক ছিল না, কেঁচে ঝোঁক ধরালেন ভূতানন্দ ভৈরব। মহাপুরুষ বলেন, ওটাও তন্ত্রের অন্তর্গত। আমিও বরাবর দেখছি, কেমন মনের সঙ্গে ধর্ম্মের মিল! অধর্ম্মের কাজ হ'লে আমি কি আর তোকে

বলিরে ;—বিশেষ এ বয়েসে! আর তুই ছোঁড়াটা বরাবরই ভাল, তোকে বিশ্বাস করি কিনা! দেখিসনি, তাই আর কাওকে না ব'লে তোকেই এ সব কাজের ভার দিই? তা দেখছি তোকে দিয়ে এ সব আর হয় না!

দীনু। আমি কি ক'রব বলুন? এতো ঘরের পরিবার নয়, যা ব'লব মুখ বুজে তাই শুনবে। বেটী জাতে ধোপা হ'লে হবে কি? ভারি তেজ! দেমাকে মট্‌মট্‌ ক'রছে!

দুর্লভ। দেমাক নয়রে বেটা, দেমাক নয়—ও যৌবনের গরম; দুনিয়াকে দৃক্‌পাত করে না। কিন্তু ঐ তো সুলক্ষণ। ওরা যখন পড়ে, একেবারে হাত পা ছেড়ে পড়ে, দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না।

দীনু। কিন্তু আমাদের যে দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান থেকেই মাটী ক'রেছে। আঁচে ইসারায় বলা কওয়া ছাড়া জোর-জবরদস্তী ক'রে তো কিছু করতে পারি না; কি জানি, বেটী যদি ফাঁস্‌ করে দেয়? হারাধন বেটা যে ষণ্ডা!

দুর্লভ। তুমি বেটা এই ছাতি নিয়ে নায়েবী কর? নাঃ, আমায় দেখছি সীতে বেটাকে ব'লতে হবে; সে বেটা তোর চেয়ে লায়েক।

দীনু। আচ্ছা হুজুর, আমিও দেখব সীতের কেরামতি কত!

দুর্লভ। দেখিস্‌, দেখিস্‌। এখন এসব বাজে কথা থাক্‌। তুই চট্‌ ক'রে যা, দেখে আয় ভৈরবজী মন্দিরে আছেন কিনা। হাঁ, সকালে হাটে গিয়েছিলি? ছেলে পেলি?

দীনু। আজ্ঞে হুজুর, হাটে পাইনি; আজকের হাটে মনিষ বেচতে কেউ আসেনি।

দুর্লভ। বেটা সব দিকে সমান! এই জন্যেই তো মরে জুতো খেয়ে!

দীনু। আগে সবটা শুনুন, তার পরে জুতো মারবেন। হাটে পাইনি, পাশের ক্ষীরসে গাঁয়ে একটা চাঁড়াল বাড়ী একটা ছেলে পেয়েছি।

দুর্ল্লভ। তাই বল্। কত লাগল ?

দীনু। বারো গণ্ডা টাকা চেয়েছে ; আমি একেবারে রাজী হইনি। আধা আধি ব'লে এসেছি ; মাঝামাঝি একটা রফা করে নেব।

দুর্ল্লভ। তুই হাতে রেখেছিস্ কত ?

দীনু। আজ্ঞে গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত! আপনার পয়সা—ওতে কি আমি হাত দিই ?

দুর্ল্লভ। তবে যা, মন্দিরের খবরটা আমায় দিয়ে যা। আজ বড় শুভদিন ; দেখি যদি আজকের পূজোটা সিদ্ধ হয়—ভৈরবজী তো অনেক আশা দিয়েছেন।

দীনু। আমায় আর মন্দিরে যেতে হ'ল না, ঐ ভৈরবজীর চেলা আসছেন। ওঁর কাছেই খবর পাব—তিনি মন্দিরে আছেন কিনা।

দুর্ল্লভ। তবে তুই চট্ যা, চাঁড়ালের পো'টাকে যত শীগ্গির পারিস এনে মন্দিরে পোর্; সন্ধ্যের পরে আজ আর কারও মন্দিরে ঢোকবার হুকুম নেই। কেবল ভৈরবজী থাকবেন আর তাঁর ঐ চেলা, আর চণ্ডী। চ'ণ্ডেটা খুব উন্নতি ক'রেছে, কি বলিস ? ক'রবে না ? কেমন বাপের বেটা! ভবানী খুড়ো তন্ত্রসিদ্ধ, তাঁর ছেলে—বাপ্‌কো বেটা—ও কালে একটা কাণ্ড ক'রবে—কি বলিস ?

দীনু। আজ্ঞে ও সব ধর্ম্মকর্ম্মের কথা, ও আপনারাই জানেন ; আমরা হুকুমের চাকর, মনিবের হুকুম তামিল করাই আমাদের ধর্ম্ম। আমি যাই, আবার দেড় ক্রোশ রাস্তা ঠেঙ্গিয়ে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

দুর্ল্লভ। অনেক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেখলেম, কিন্তু এঁর মত ক্রিয়াবান্

আর কাওকে দেখিনি। অদ্ভুত ক্ষমতা! ক্রিয়া ক'রে রাজনগরের দরবারে দু' দু'টো মামলা জিতিয়ে দিলেন। ময়নাপুর পরগণাটা তো একরকম ফাঁকী দিয়েই আমার এলেকা ভুক্ত হ'ল। আবার তো ব'লেছেন, আজকের ক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হ'লে—মারণ, বশীকরণ, এ সকলের তো কথাই নেই—অপুত্রক আমি, আমি পুত্র মুখও দেখতে পাব; সেই জন্যেই তো পোষ্য-গ্রহণ এ বৎসর স্থগিদ্ রাখলেম। আর বশীকরণ বিদ্যেটা—ওঃ—ঐ একটার জোরেই ধর্ম্ম অর্থ কাম সব ফর্সা! রামী বেটীর দেমাক তো আগে ভাঙ্গি! তবে জাতটা অস্পৃশ্য; কিন্তু পৌল হ'লে আর নাকি জাত বিচার থাকে না, রাত্রে গোপনে সব এক জাত হয়। ধর্ম্মের কি নির্ব্বিকল্প মহিমা! এই যে আসুন—নমস্কার।

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। নমো নমঃ।

দুর্ল্লভ। ভৈরবজী কি মন্দিরে?

শিষ্য। হাঁ, আমি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলেম। তিনিই আমাকে পাঠালেন সংবাদ দিতে; আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার কি প্রয়োজন।

দুর্ল্লভ। একেই বলে যোগাযোগ! তিনিও মনে ক'রেছেন, আর আমিও বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ! বলেন, এই আকর্ষণেই সংসারটা চ'লেছে; তা ঠিক; আমরা জ্ঞানচক্ষুহীন, বুঝতে পারিনি। কোন্ আকর্ষণে যে কি হয়, সেইটুকু জানতে পারলেই তো দিব্যজ্ঞান! চলুন—চলুন, সাক্ষাৎ ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তে কুটীর

[কাল—বেলা আন্দাজ দুইটা]

একখানি খড়ের ঘর। ঘরের সংলগ্ন দাওয়া; সম্মুখে রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা পরিষ্কার আঙ্গিনা। আঙ্গিনার একপার্শ্বে একখানি দোচালা ঘর, তাহাতে ঢেঁকী পাতা আছে। উহারই একপার্শ্বে মাটীর ছোট বড় গামলা দুইটী। উঠানে একটী শিউলী ফুলের গাছ। চালাঘরের পার্শ্বে উঠানের আর একধারে বড় দুইটা উনান, তাহার উপর ভাঁটী সিদ্ধ করিবার হাড়ী বসান। দাওয়ার উপরে রামী বসিয়া কাপড়ে ভেলার দাগ দিতেছে। এক পোঁটলা সেকালের কাপড় তাহার সম্মুখে। রামী কাপড়ে দাগ দিতে দিতে আপন মনে গাহিতেছিল।

[গীত]

সাদার কোলে কালার টিপ সেজেছে ভালো,
মরি সেজেছে ভালো।
(আমার) আঁধার প্রাণে চাঁদের টিপ্ জ্বালিবে আলো,
কবে জ্বালিবে আলো ॥

(চাঁপার প্রবেশ)

[চাঁপা রামীর সমবয়সী, বয়স উনিশ কুড়ি; কালোকোলো, কিন্তু গড়ন সুঠাম। হাতে সরু শাঁখার চুড়ী, উপর হাতে রূপার তাবিজ, কোমরে রূপার গোট, মুখে পান]

চাঁপা। আ মরণ! দিনরাতই গান? রোদ্দুরে কাঠ ফাটছে, ভালোও লাগে? বাঁধে যাবি, না ব'সে ব'সে গান গাইবি?

রামী। (ঈষৎ হাসিয়া) গাইতে আর তোরা দিস্ কৈ? সুরটী ধরিছি, হয় তুই তেড়ে আসিস্, না হয় আয়ী-বুড়ী খ্যার্‌খ্যার্ ক'রে ওঠে! চিতেয় না শুলে আর মনের সাধে গাইতে পারি কৈ!

চাঁপা। আমি আবার কখন তেড়ে আসি না? তবে আয়ী-বুড়ী বকে বটে। তা তোর ভাল'র জন্যেই বকে। তোর এই সোমত্ত বয়েস, এমন রূপ! এ ঘরে জন্মেছিস্—আর জন্মের শাপভ্রষ্ট হ'য়ে। নইলে বামুন কায়েত ভদ্দর ঘরে এমনটীর তো জোড়া দেখলুম না! পাছে নিন্দে রটে, তাই বুড়ী বকে। গাঁটী কেমন তাতো জানিস্?

রামী। সবই আমার দোষ। রংটা হাঁসা, সেও আমার দোষ; বয়েস কাঁচা, সেও আমার দোষ; ক'ড়ে রাঁড়ী, সেও আমার দোষ; আর বামুন কায়েত ভদ্দর লোকদের গুণে স্বস্ত হ'য়ে পথে ঘাটে বেরোবার যো নেই, সেও আমার দোষ। বলে, কপালপোড়া কু'য়ের গোড়া। গান গাইলে মহাপাপ!

চাঁপা। তোকে কথায় কে আঁটবে বল্? পোড়ারমুখে যেন খই ভাজে। কু'য়ের গোড়াই তো! এত রূপ নিয়ে আমাদের এই ধোপার ঘরে জন্মেছিলি কেন? নে, তোর সঙ্গে ব'কে মুখে ফেকো বেটে গেল।—ও আমার দশা! তামাকের কৌটো আনতে ভুলে গেছি। [আঁচল হইতে পান খুলিয়া নিজে মুখে দিল, আর একটা রামীর গালে পুরিয়া দিল] ভাত খেয়ে উঠে পান খাবার অবসর হয়নি বুঝি? এই নাও—গেলো। পোড়ার কৌটোটা কোথায়?

রামী। ও ছাই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ঐ চালের বাতায় দেখ্ ঐখানেই তো ছিল; যদি থাকে, খা।

চাপা। এ ঢং আবার কবে থেকে হ'ল?

রামী। কাল্ থেকে আর ও ছাই মুখে দিইনি।

চাঁপা। কেন্ না?

রামী। দাঁতগুলো বড় কালো হয়, বিশ্রী! তাই মনে করিছি ও আর খাব না।

চাঁপা। বলিস্ কি! কাপড় কেচে ধব্ধবে করি, ভদ্দর লোকেরা আদর করে; তুই দাঁত সাদা রাখছিস্ কার পছন্দের জন্যে লো? খা' ব'লছি, নইলে দোব নোড়া দিয়ে দাঁতগুলো ভেঙ্গে!

রামী। কেন? তোদের সোয়ামী আছে ব'লে—তোদের সখ আছে, আমার বুঝি সখ থাকতে নেই? আমি গান গাই—আমার সখে, সাজি—আমার সখে, তামাকপোড়া ছেড়েছি—আমার সখে! কারুর পছন্দ অপছন্দের ধার আমি কি ধারি বল্?

[গীত]

আমি আপনি সাজি, আপন মনে
আপনি বিভোর হই।
আপন ঘরে আপনি থাকি
পর পিতিশী নই॥
যখন দখিণ হাওয়ার সাড়া পেয়ে
ফোটে ফুলের কলি।
আমার মনের মুখে ফোটে কথা
মনে মনেই বলি॥

কেউ শোনেনা কেউ বোঝেনা
সে নীরব রাগিণী।
আমি ঘুমিয়ে থাকি স্বপন নিয়ে
সইতে জাগিনী ॥
আমি আপনি নিয়ে আপন ভোলা
তাই একলা ঘরে রই।
দরদী দরদ বোঝে,
মরম কথা কারে কই ॥

(আয়ীর প্রবেশ)

আয়ী। হ্যাঁলা, এত ক'রে নিষেধ করি, কথা কানেই তুলিস না; তবু হাউ হাউ ক'রে গান গাইবি? রাজার নোক চারভিতে ছুটোছুটী কোরছে, গাইয়ে মেয়ে দেখছে—আর মুখে চাপা দিয়ে ধ'রে নিয়ে যেছে। মরবার বুঝি বড় সাধ হ'য়েছে,—যাবি গোল্লায়, ওমা! একটুও ভয় নাই—ডর নাই! আর হ্যাঁলা চাঁপা, তোরও বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, দু'পরবেলা ঢং ক'রে আইছিস্ পাগল খ্যাপাতে! আর আজ-কালকার ছঁড়াগুলা কেমন তাতো জানি নাই, সোমত্ত বৌ ঘরে আটকে রাখতে পারে না! দু'পর রোদকে ছেড়ে দিয়েছে ধেই ধেই ক'রে লাচতে! যাই দিকি হারাধনের কাছে।

চাঁপা। ঠান্‌দি, তোমার পায়ে পড়ি, কোথাও তোমায় যেতে হবে না ঠান্‌দি • কোথাও তোমায় যেতে হবে না। সোমত্ত বৌ নিয়ে সে-কেলে আর এ-কেলেদের কোন তফাৎ নেই ঠানদি! একটু

ঘুমিয়েছে, তাই এইছি, বাঁধকে জল আনবো ব'লে! গান গাইতে আমিও এই পোড়ারমুখীকে কত বারণ করি; হয় না হয়, ওকেই জিজ্ঞেস কর। কি লা, বল্ না? চুপ ক'রে আছিস কেন, বল্ না? হ্যাঁ ঠান্‌দি, সত্যি? রাজার লোক গাইয়ে মেয়েমানুষ দেখ্‌ছে আর ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে?

আয়ী। নয় তো আমি কি ন্যাকরা করছি? ওলো চাঁপা, বলবো কি বল, ডরেই মরি ভাই ডরেই মরি! বষ্টুমী ভিখিরীর আর গান গেয়ে ভিক্ষে করবার যোটী নাই! সুর শুনেছে কি আর পিয়াদা মিন্সেরা হুমকা দিয়ে না প'ড়ে, র—র—র ক'রতে না ক'রতে, মুখনা বেঁধে, ঘোড়ায় না চাপিয়ে—এক্কেবারে ছুট দিচ্ছে রাজনগরের বিগে! বুড়ো রাজা—মিন্সে মরে নাই, চারকাল গিয়ে এক কাল আছে, চখের মাথা খায় নাই, বন হৎকে একটা মেয়ে কুড়ুয়ে এনেছে—কেউ বলে সেটা ডাইনি—কেউ বলে রাক্ষুসী; তিনি নাকি কেত্তন গান শুন্‌তে ভালবাসেন,—রোজ রোজ নতুন কেত্তন তাঁকে শুনুতে হবে; রাজ্যিতে আর ভিখিরী নাগরী রাখলে নাই; তা হতভাগীকে ব'ল্লে তো শুনবে নাই! ওর যে গলা, যদি একবার খপর পায়, তা হ'লে আর চোখ পালুটতে দেবে নাই!

রামী। আয়ী, যদি ধ'রে নে যায়, তোর এত ভাবনা কেন ভাই? তোর এক মুটো ভাত? তা চাঁপা যদ্দিন বাঁচবে, তোকে ফেল্‌তে পারবে না। তোরও তিনকুলে কেউ নেই, আমারও তিনকুলে কেউ নেই; তুই আমার মা'র মাসী, অ-নাথ দেখে ঠাঁই দিইছিস্; কিন্তু ভাই,—বরাত তো ঘোচাতে পারিস নি! জাতে ধোবা, লোকে মুখ দেখে না, ছায়া মাড়ালে নায়; এমন শ্যাল কুকুরের

অধম হ'য়ে গাঁয়ে থাকার চেয়ে—রাজার বাড়ী ধরে নে যায়, সে হাজার গুণে ভাল।

রামী। ওমা, কথা শোন! ধ'রে লিয়ে যাবে? জাত খোয়াবি? বলিস্ কি?

রামী। বলি কি সাধে? তুই আমায় গান গাইতে বারণ করিস্ কেন?

আয়ী। আমার ঘাটটী হইছে মা, ঘাটটী হইছে। তদের যা খুসী করগা, লিয়ে যাক্ পিয়দায় ধ'রে—আমি আর রা কাড়ছি নাই। মরণও হয় না—পড়া যম যেন ভুলে আছে! ওমা ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে চায়!

[প্রস্থান।

চাঁপা। দেথ্ দেখি, বুড়িকে রাগিয়ে দিলি, মাঠে ব'সে কেঁদে ম'রবেখন।

রামী। জন্ম ভোর কাঁদছে, আমায় নিয়ে না হয় আর একটু কাঁদবে। আমি একাই কাঁদব? আচ্ছা, সত্যি বল্ দেখি চাঁপা, কি সুখ আছে আমাদের? কি সুখে বেঁচে থাকব? সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, লোকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথাও কয় না। লোকের ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াই, মুখ ফিরিয়ে নেয়। চাঁপা, তুই যদি না থাকতিস্, এদ্দিন সত্যিই পাগল হ'য়ে যেতুম।

চাঁপা। বরাত ছাড়া তো আর পথ নেই, মিছে দুঃখ্ ক'রে কি হবে বল্? ভগবান যাকে যা ক'রেছে। চল্, গতর না খাটালে তো পেট চ'লবে না। ঘাটকে চল।

রামী। দাঁড়া, আমি কাপড়গুলো বেঁধে নিই।

চাঁপা। তুই বেঁধে নিয়ে আয়, আমি ছেলেটাকে অনেকক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি, একবার দেখে [illegible]লো কি না?

রামী। ছেলেকে, না ছেলের বাপকে ?

চাঁপা। দূর কালামুখী !

[চাঁপার প্রস্থান।

রামী। যা, পো'র নামে পোয়াতী বর্ত্তায় ; কিন্তু দেরী করিস্‌নি ভাই (কাপড় বাঁধিতে বাঁধিতে) আয়ী যা ব'ল্লে তাকি সত্যি ? সত্যি কি রাজার লোক ধ'রে নিয়ে যায় ? আয়ী কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে নইলে একবার রাজবাড়ী দেখে আসতুম। সব মানুষের কি এব বিধাতাপুরুষ ? আমাদের মত অজাতের ভগবান আর ভদ্দ লোকের ভগবান কি আলাদা ? যে ভগবান বামুনকে সৃষ্টি ক'রেছেন সেই ভগবানই কি আমাদের মত ছোট জাতকেও সৃষ্টি ক'রেছেন ? আমি কেঁদে কেঁদে কি পাগল হব ? কোথা থেকে এত কান্না আসে ? আয়ী যদি না থাকত, একদিন ঘরে আগুন জ্বেলে দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চ'লে যেতুম। শুনিছি জগন্নাথে জাতবিচার নেই, সে দেশ কেমন, একবার দেখলে হয়।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তরের মধ্যে একটা বড় বাঁধ ; বাঁধের পাহাড়ের কতকাংশ রঙ্গমঞ্চের উপর
দেখা যাইতেছে, পরপারে তালগাছের সারি। মাঠে
রাখালবালকেরা খেলা করিতেছিল
ও গান গাহিতেছিল।

[গীত]

ওলো ও কুটিলে,
কত আর রাখবি ধ'রে রাইকে আগুলে ?
সে যে ছল ক'রে জল আনতে গিয়ে
কালার পায়ে প্রাণ সঁপেছে যমুনার কূলে ॥
কালার গুণের কথা ব'লব কি ?
ওলো ও রাজার ঝি,
সে বেউড় বাঁশের বাঁশীর ফুঁয়ে
যুবতীর ধরম ভরম রাখলে না আর গোকুলে ॥
মিছে তোর আটন পাটন—
কুটিলে, কুটিল প্রাণে চিন্‌লিনাক
শ্যাম যে কি রতন,
(তুই) মনের গুণে মান খোয়ালি,
হাবাৎ হ'ল লাভে মুলে ॥

[প্রস্থান।

(রামীর প্রবেশ)

[তাহার পরণে নীলশাড়ী, কক্ষে মাটীর কলসী]

রামী। চাঁপাটা কি! হতভাগী আমায় তাড়া দিলে আর নিজে এখনো দেখাটী নেই। ঘরে যদি ঢুকলো, আর বেরুতে চায় না আমার ঠিক উল্টো; যদি বেরুলাম, ঘরে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না। যাই, কাপড় কেচে জলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যেবেলা একবা মা বাশুলীর মন্দিরে যাব, আজ ক'দিন মা'র চরণামৃত খাওয়া হয়নি (কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া বাঁধের এদিক ওদিক দেখিল) ঠাকুরটী ঠিক ছিপ হাতে ক'রে বসে আছে ধন্যি সহ্য! রোদ নেই, জল নেই, ঝড় নেই, এই তেপান্তর মা বাঁধের ধারে,—আমরা ধোপার মেয়ে, আমাদেরই মাথার চাঁদি ফেটে যায়—উদয় অস্ত ব'সে থাকে কি ক'রে কে জানে!

[প্রস্থান

[অপরদিক হইতে হারাধন ও চাঁপার প্রবেশ]

[হারাধনের মাথায় কাপড়ের পোঁটলা, চাঁপার কক্ষে পিতলের কলসী]

চাঁপা। দেখ্ দেখি, তুই আট্‌কালি, দেরী হ'ল; রামী দিদি আমার আগে বাঁধ্‌কে এসেছে, আমায় কত ঠাট্টা ক'রবেখন। আমার এমনি লজ্জা করে?

হারা। আমি আট্‌কালাম, না তু ছুঁড়ী ছুতোয় লতায় দেরী ক'ল্লি; আবার বলে নজ্জা! (সুরে) তোর নাজ দেখে মুই নাজে মরি—
প্রাণরে তু কবে শিখ্‌লি চাতুরী। ওলো ও নাগরী—

চাঁপা। চুপ—চুপ, গাধাদুটো বাঁধা হয়নি, এখুনি ছুটে আসবে! মনে কর্ব্বে তার জাতভাই চেঁচাচ্ছে। চারিভিতে লোক রয়েছে, মাঠের মাঝখানায়, ঢং আর কি! যাও, তুমি থপ্ থপ্ করে এই পথ ধ'রে যাও, আমি ঘাটকে যাই।

হারা। মু যেঁছি, উগাঁয়ে কাপড় দিয়ে এস্‌তে; কিন্তুন, তুয়োর আজকে এত সোকাল সোকাল জল ল্যা কেনে বল দেখি?

জল ফেলায়ে সে জলকে যায় জল আনিতে।
ঐ ভেসে যেতে চাঁপা ফুল তুলে দেয় মাথে!
ওলো ও লাগরী—তাইতো বলি সামুলে চলিস,
ভিমরুলিতে না ঠোকর মারে
তুলতুলে ঐ লরম গালেতে!

চাঁপা। (নাজ নজ্জার মাথা কি এমনি ক'রে খেতে হয়? মাঠঘাট বাছো না? আজ সকাল সকাল জল নিতে এসেছি কেন জান? আজ সন্ধ্যেয়, ইচ্ছে করিছি—মাইরি কিছু ব'ল না,—রামী দিদির সঙ্গে একবার বাশুলীর মন্দিরে যাব ব'লে। সেখানে শুনছি একজন বড় সন্ন্যাসী আছেন।

হারা। কোথাকে বল্লি, কোথায়? বাশুলীর মন্দিরে, সন্ন্যাস দেখতে? তবে আমার আর উ গাঁয়ে কাপড় দিতে যওয়া হ'ল নাই।

চাঁপা। কেন?

হারা। আমি ঘরকে না থাকলেই তু উও সব ক'রে বেড়াস! খালি খালি মা'কে পেন্নাম ক'রতে যা, আমি মানাও করি নাই, লিষেধও করিনা কিন্তুন ঐ বড় বড় দীঘ্য জটা, সিঁদুরের ফঁটা, মড়ার খুলি

ক'রে মদ খায়, উওদিরগে দেখলে আমার ভেরম হয় যেন সাক্ষেৎ মা বেম্মদত্যি! নোকে উদিগে সাধু সন্ন্যাস বলে, আমার কিন্তুন মনে হয়—যাক্‌গো, সে কথাটি ব'লে আর পাপ বাড়াব নাই,—কাঁচা বয়েসের সোমোত্ত বৌ বিটীর উওদের বিগে না-যোই ভাল।

চাঁপা। রামীদিদি যে যাবে?

হারা। আহা! রাঁড়ী বালতি, ধম্মকম্ম করে, ওর ভয়টোই বা কি, ভীতটোই বা কি? ঠাকুর মন্দিরকে যেঁয়ে যদি একটু সোয়াস্ত পায়, পাক্‌গো—কিন্তুন উওকেও বলিস্, আমার কথাটি যঁদি শুনে, ও না-যোই ভাল।

চাঁপা। হাঁ, ও কারুর কথা শোনে কি না? ওর সব তাতেই আপন-উলা!

হারা। আর তু?

চাঁপা। দেখ, ধম্মকম্মে বাধা দিও নি বলছি; আজ বারণ ক'রছ, আজ আর যাবনা, একটা ছুতো করে কাটিয়ে দেব; কিন্তু এর পর একদিন আমি যাবই যাব, তোমার 'লিষেধ' মানবো না।

হারা। তা যাস্ একদিন, আমি সাথ ক'রে লিয়ে যাব।

চাঁপা। কেন, একলাটী ছেড়ে দিতে বিশ্বাস হয় না নাকি?

হারা। তা যদি বল্‌লি, মাইরি বলছি, ও তু কাছকে থাকলেও বিশ্বেস হয় নাই, ছেড়ে দিলেও বিশ্বেস হয় নাই। তোর মনের ভেতরটায় তো আর হারাধনের চখ দুটা পাহারা দিতে পারে নাই!

চাঁপা। তুমি ন্যাকরা কর, আমি চল্ল্যাম।

[প্রস্থান।

হারা। যা—আমুও ঘুরে এসি। আহা রামীর দুঃখু মনে ক'রলে বুকটো ফেটে যায়। অমন সোণার পিরতিমের অমন হাল! চাঁপা যখন যাবে না বলেছে, তখন ও যাকেই না; কিন্তুন্ আমার ঐ জটায়ালা সাধু দেখলে মনটোয় কু গায় কেনে? উওরা সত্যি সত্যি লষ্ট, না ভাল? কে জানে? ঠাকুর দেবতা বেহ্মদত্তির কাণ্ড! (কাপড় নামাইয়া প্রণাম করিয়া) অপরাধ লিওনি বাবা, ভালই হও আর মন্দই হও, এই গড়টী করি।

[প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে গাহিতে গাহিতে চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

[দীর্ঘ আয়তন বপু, গৌরকান্তি, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, মাথার চুল বড়, দীর্ঘ ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় সরু রুদ্রাক্ষের মালা; একখানি আধময়লা কাদামাখান কাপড় পরণে, কাঁধে গামছা, কোমরে উত্তরীয় বাঁধা, রৌদ্রে মুখ পুড়িয়া তামাটে হইয়া গিয়াছে; দক্ষিণ হস্তে ছিপ, বাম হস্তে একটা ছোট পুটলী, পুঁটলীর উপরে একটী ছোট হুঁকা বাঁধা।]

[গীত]

সজনী, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
প'ড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর ॥

চণ্ডী। গুরুদেব ব'ল্লেন, আজ চতুর্দ্দশী সংযুক্ত অমাবস্যা, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে সিদ্ধান্ত দেবেন। তাঁর উপদেশ মত উপবাস ক'রে আছি; কিন্তু কৈ, মনঃ-সংযম তো ক'রতে পাল্লেম না! নিত্য বাঁধে মাছ ধ'রতে আসি, আজ মনে ক'রেছিলেম বাড়ী থেকে আর বেরুব না; কিন্তু কৈ—চিত্তবৃত্তিকে তো দমন ক'রতে পাল্লেম না। আজও সেই ছিপ হাতে, সেই বাঁধের ধারে। ধর্ম্মের অপেক্ষা কি রূপের আকর্ষণ অধিক? মানুষ কি সত্যই পতঙ্গ? রমণীর রূপ জ্বলন্ত বহ্নি? এ বহ্নির জাতি বিচার নেই; পতঙ্গেরও আত্মকর্তৃত্ব

নেই।) যার জন্য আসি, সেতো ফিরেও চায় না। স্বপ্নে যেন কে রামীকে দেখিয়ে বলেছিল, 'চণ্ডীদাস, এই তোমার প্রিয়।' প্রিয়! কেন প্রিয়?—ঐ আসছে! চলে যাব? অত ব্যস্তই বা কেন? ঐ চলে যাক্, আমি না হয় পরেই যাব।

(রামীর পুনঃ প্রবেশ)

রামী। কি ঠাকুর, যেতে যেতে অমন থম্‌কে দাঁড়ালে কেন?

চণ্ডী। (সলজ্জভাবে) না, এই যাচ্ছি।

রামী। (ঈষৎ হাসিয়া) বলি ঠাকুর, শীত নেই, গ্রীষ্মি নেই, ঝড় নেই, বাদল নেই, রোজই তো দেখি—আমি ধোপার মেয়ে, ও ঘাটে কাপড় কাচি, আর তুমি সাম্‌নের ঘাটে ছিপ হাতে ক'রে ব'সে থাক। বলি, চারে মাছ টাছ কোনদিন কিছু বলে, না রোজই খালি হাতে ফিরে যাও?

চণ্ডী। এদ্দিন খালি হাতেই ফিরিছি,—কিছু বলেনি, আজ সবে ঠোক্‌রাল।

রামী। তাহ'লে চারে মাছ এসে?

চণ্ডী। হাঁ, জল ঘোলায়—টোপ নেয়না।

রামী। (লজ্জা-রক্ত গণ্ড, ওষ্ঠে মৃদু হাসি) আচ্ছা ঠাকুর, লোকে তো তোমায় বলে 'চ'ণ্ডে মাতাল', কেবল সন্ন্যিসীদের সঙ্গে ঘোরো, মা বাশুলীর পূজো কর আর নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাক—তুমি ফাৎনার দিকে নজর ঠিক রাখতে পারতো, না নেশার ঝোঁকে ঝিমোও?

চণ্ডী। এ নেশায় তো ঝিমুনি আসে না, লক্ষ্য ঠিকই থাকে, ঠিকই আছে। লোকে যা বলে সব কি সত্য ?

রামী। কতকতো বটে।

চণ্ডী। তা—তা——

রামী। লোকে তোমার কুচ্ছো করে, আমরা অজাতের মেয়ে, তোমরা বামুন, দেবতা—তোমাদের নামে কিছু শুনলে আমাদের কষ্ট হয়, তাই বল্লুম, কিছু মনে কোরো না ঠাকুর! (ওলো চাঁপা, তোর হ'ল ? ভ্যালা মেয়ে বাপু! তোর জন্যে আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়াব ?)

চাঁপা। (নেপথ্যে) এই যাচ্ছি দিদি, হ'য়েছে।

রামী। (ঠাকুর, কিছু মনে কোরোনা, আমরা ছোটলোক, মনে যা আসে ব'লে ফেলি।) (হাসিয়া) ওকি! হাত থেকে যে পুঁটলীটা প'ড়ে গেল!

চণ্ডী। (লজ্জিত হইয়া) এঁ্যা—তাইতো ?

রামী। (হাসিয়া) এখনো নেশার ঝোঁক কাটেনি বুঝি ?

চণ্ডী। (পুঁটলীটি কুড়াইয়া লইয়া) আমি—আমি, আমার একটু কাজ আছে, আমি আসি।

রামী। আসবেই তো, আমি কি তোমায় ধ'রে রেখেছি ? তবে একটু দাঁড়িয়ে যাও ; আমি যে তোমায় এখনও পেন্নাম করিনি ঠাকুর!

চণ্ডী। প্রণাম ? প্রণাম কর।

রামী। (মাটীতে কলসী নামাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, স্বরগাঢ়) তোমায় দূর থেকেই গড় করি ; তোমায় পায়ের ধুলো নিলে তোমায় যে আবার নাইতে হবে! আমি যে অজাত—ধোপার মেয়ে!

চণ্ডী। তুমি পায়ের ধুলো নিলে আমার ব্রাহ্মণত্বের মহিমা উজ্জ্বল না হ'ক, ক্ষুণ্ণ হবে না। এই নাও, যদি ইচ্ছা হয়, আমার চরণ স্পর্শ কর।

[চণ্ডীদাস পা বাড়াইয়া দিলেন, রামী পদধূলি লইল। রামী উঠিতে না উঠিতেই চণ্ডীদাস ত্রস্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। চণ্ডীদাস চলিয়া গেলে রামী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, একবার উদাসনেত্রে যেদিকে চণ্ডীদাস চলিয়া গেলেন সেইদিকে চাহিল। ধারার পর ধারা তাহার গণ্ডদেশ বাহিয়া পড়িতেছিল; সে করপুটে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

পা-৭২
Acc 22863
২৪/৯/২০০৬

৩।

চতুর্থ দৃশ্য

বিশালাক্ষী মন্দির সংলগ্ন দালান

[কাল—রাত্রি]

ভূতানন্দ ও শিষ্য।

ভূতা। সাধু সাধু! তোমার কার্য্য-তৎপরতা দেখে আমি পরম সন্তুষ্ট হ'য়েছি; তোমায় আমি সিদ্ধি প্রদান করব। তুমি কালে আমার ন্যায় শক্তিমান্ হবে।

শিষ্য। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ।

ভূতা। রমণী কি একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হ'য়েছে?

শিষ্য। আপনার আদেশমত রমণীকে মায়ের চরণামৃত ব'লে সেই কর্পূরগন্ধযুক্ত উগ্র কারণবারি পান ক'রতে দিই। রমণী ভক্তি ভরে তা পান করে; এবং পান করবার অল্পক্ষণ পরেই তার স্বর বিকৃত হয়; তার পর ধীরে ধীরে সে শয়ন করে। আমি আপনার উপদেশ মত তাকে এই পাশের ঘরেই রেখেছি।

ভূতা। উত্তম। ঐই রমণী নায়িকার লক্ষণযুক্তা। আমি পর্য্যটনকালে এই গ্রামে ঐ রমণীকে প্রথম দেখি। তন্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণই ঐ রমণীতে বিদ্যমান। এইরূপ লক্ষণযুক্ত রমণীর অভাবেই আমি এতদিন অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'রতে পারিনি। ঐ রমণীর জন্যই এই গ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দিরে কয়েকমাস অবস্থান করছি। আজ শুভদিন; নরবলির আয়োজন করে রেখেছি; তুমি আর চণ্ডীদাস

আমার দু'জন প্রধান সহায়। তোমায় দীক্ষা দিয়েছি, চণ্ডীদাসকে আজ দীক্ষা দেব সংকল্প করেছি। সে মন্দিরে মহামায়ার ধ্যান ক'রছে, তুমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। গ্রাম হ'তে মন্দির-প্রবেশের যে দ্বার, পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি সেইখানেই থাকবে, আজ রাত্রে মন্দির মধ্যে কাওকে প্রবেশ করতে দেবে না।

শিষ্য। যথা আজ্ঞা।

ভূতা। আমি পূজাস্থানেই যাচ্ছি; তুমি চণ্ডীদাসকে একবার আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। হোমাদির সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে?

শিষ্য। সমস্তই প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

ভূতা। সাধনের সমস্ত আয়োজনই দেবী কৃপায় সুসম্পন্ন হ'য়েছে। রমণীকে স্নান ক'রিয়ে পূজাস্থানে ল'য়ে যেতে হবে। রমণী সংজ্ঞাহীনা; প্রথমে তাকে চৈতন্যদান ক'রতে হবে। এত সহজে যে কার্য্য সম্পন্ন হবে তা মনে করিনি।

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। প্রভু, (প্রণাম করিয়া) আমায় স্মরণ ক'রেছেন?

ভূতা। হাঁ। আজ তোমায় দীক্ষা দেব। আজ তুমি তন্ত্রের শক্তি স্বয়ং উপলব্ধি ক'রতে পারবে। আজ হ'তে তুমি বীরাচারী সন্ন্যাসী হবে। বীরভূম তন্ত্রোক্ত সিদ্ধির স্থান। তারাপুর, বক্রেশ্বর, লাভপুর প্রভৃতি পীঠস্থানের ন্যায় নানুরও আজ হ'তে পীঠস্থানে পরিণত হবে। তুমি উত্তম আধার; অদ্যকার কার্য্যাবলী দেখে ভীত হ'য়ো না; মায়াসঞ্জাত যে সংস্কার তা পরিত্যাগ কর। নায়িকা লক্ষণযুক্তা

একটী রমণী এই পার্শ্বের গৃহে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে। এই পাত্রস্থ ঔষধ রমণীকে সেবন করাইলেই তার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে আসবে। ঐ ঘরেই কলসীতে মন্ত্রপূত বারি আছে, একখানি নববস্ত্র আছে। রমণীর চৈতন্য হ'লে তাকে সেই বারি দিয়ে স্নান করাবে, নববস্ত্র পরিধান করাবে; আমি পূজাস্থানে চ'ল্লেম। স্নানান্তে রমণীকে তুমি সেখানে ল'য়ে এস। তুমি আমার নির্দ্দেশমত সংযম ক'রে আছ? সংযমে কোন ব্যাঘাত হয়নি?

চণ্ডী। (একটু ইতস্তত করিয়া) আমি উপবাস ক'রে আছি।

ভূতা। ভাল। অসংযমীর পক্ষে এ কার্য্য বিষবৎ ত্যাজ্য; ফল তাতে বিপরীত হয়—ভীষণ হয়। তুমি বিলম্ব কোরোনা, সত্বর এস।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। তন্ত্রোক্ত অনেক প্রকার সাধন দেখেছি, কিন্তু এ সাধনপদ্ধতি এতদিন আমার জানা ছিল না। ক্রমশই কৌতুহল জন্মাচ্ছে। দীক্ষা অন্তে গুরুর অনুমতি নিয়ে আমিও প্রব্রজ্যা ক'রব, এদেশে আর থাকবো না। (মন দিন দিন চঞ্চল হ'চ্ছে। কি জানি যদি পদস্খলন হয়, যদি ব্রতভঙ্গ হয়! ধর্ম্মের জন্যই জীবনধারণ; যদি ধর্ম্মই গেল, জীবন নিষ্প্রয়োজন।) গুরুদেব জিজ্ঞাসা ক'রলেন সংযমে ব্যাঘাত হ'য়েছে কিনা? আজই তো পরস্ত্রী আমায় স্পর্শ ক'রেছে, (মনের চাঞ্চল্য তো অস্বীকার ক'রতে পারি না।) কিন্তু এ সাধনায় তো দেখ্‌ছি রমণীই প্রধান অঙ্গ; এখনি তো রমণীকে স্পর্শ ক'রতে হবে। এতে বোধ হয় সংযমের ব্যাঘাত হয় না। ((দ্বার খুলিয়া) গৃহাভ্যন্তর অন্ধকার। কিন্তু মধ্যস্থলে একটা আলোকপিণ্ড প'ড়ে রয়েছে ব'লে

মনে হ'চ্ছে। ঐ কি সেই রমণী? প্রদীপ না আনলে তো রমণীকে স্নান করাতে পারব না।)

[আলো লইয়া আসিলেন এবং ধীরে ধীরে রমণীর নিকটে দাঁড়াইলেন
একখানি তক্তপোষের উপর বিস্রস্ত বসনা আলুলায়িতকেশা
একটী রমণী নিদ্রিতা]

চণ্ডী। একি! সন্ন্যাসী কি যাদুকর? আমি কি সত্যই তাকে দেখছি, না এ আমার চক্ষের ভ্রম?

[ধীরে ধীরে আলো রমণীর মুখের দিকে লইয়া গেলেন,
ভাল করিয়া তাহাকে দেখিলেন; তাঁহার
হাত কাঁপিতে লাগিল]

না না—এ যে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি, গলিত স্বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট বর্ণ, নিমীলিত আয়তলোচন—আজই অপরাহ্নে যার চম্পক অঙ্গুলি স্পর্শে আমার দেহ কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছিল, আমার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য তার স্পন্দন ভুলে গিয়েছিল; এ যে সেই সুতন্বী—নির্ব্বাতদেশে ছিন্নলতার ন্যায় প'ড়ে র'য়েছে! এতো চক্ষের ভ্রম নয়! কি সর্ব্বনাশ! গুরুদেব কি মন্ত্রবলে একে আকর্ষণ ক'রে এখানে এনেছেন, না এ স্বেচ্ছায় এসেছে? কিছুই তো বুঝতে পারছিনি। এই রমণী সাধনের যন্ত্রস্বরূপ হবে? আর এ কার্য্যে নিয়োগ করবার ভার আমারই উপর? এ কি কঠোর পরীক্ষা! রমণী কি অবিশ্বাসিনী? যাই হ'ক গুরু আজ্ঞা পালন করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ঔষধ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন ক'রে দেখি আমার সন্দেহ সত্য কি মিথ্যা।

[চণ্ডীদাস আলো রাখিয়া রমণীর পার্শ্বে বসিলেন এবং পাত্রস্থ
ঔষধ লইয়া একটী পানপাত্রে ঢালিলেন]

কিন্তু রমণী যে জ্ঞানশূন্যা, একে খাওয়াব কি ক'রে? কিন্ত খাওয়াতে তো আমাকে হবেই, নচেৎ এর জ্ঞানলাভের আর কোন উপায় নেই।

[চণ্ডীদাস পাত্র ভূমিতে রাখিলেন এবং রমণীর মস্তক নিজ উরুপরে
রাখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার ওষ্ঠ বিস্ফারিত
করিবার চেষ্টা করিলেন]

(হাত সরাইয়া) আমার অসাধ্য! একি বিদ্যুৎ সঞ্চিত ছিল রমণীর এই ক্ষুদ্র ওষ্ঠপ্রান্তে! জ্ঞান ও অজ্ঞানের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, আজ আমার ব্রাহ্মণত্ব, আমার ধর্ম্ম, আমার ইহকাল পরকাল,—সমস্তই কি এই রজকিনীর রূপবহ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়ে যাব? কিন্তু গুরুর আদেশ,—শুধু আদেশ, না আমার অন্তর্নিহিত বাসনার অপরিহার্য্য প্রভাব? যাই হ'ক্, বিচারের শক্তি নেই, সময় নেই। হে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! আমি চিরকাল তোমার পূজা ক'রে এসেছি, তুমি আমায় বল দাও।

[পানপাত্রস্থ ঔষধ রমণীর ঈষৎভিন্ন মুখগহ্বরে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিলেন।
রমণী প্রথমে একটু চঞ্চল হইল, একবার চক্ষু মেলিবার চেষ্টা
করিল, পারিল না—অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আমি
বাড়ী যাব—আমি বাড়ী যাব।"]

চণ্ডী। আশ্চর্য্য ঔষধের শক্তি, জ্ঞান ফিরে আসছে।

[(পুনরায় ঔষধ পান করাইলেন;) রমণী আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে প্রথমে আলোকের দিকে চাহিল, পরে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করিল। স্মৃতি ও বিস্মৃতির দ্বন্দ্বসঞ্জাত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চণ্ডীদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।]

রামী। তুমি! তুমিও এর মধ্যে?

চণ্ডী। তা না জেনে এসেছিলে, নইলে আসতে না; না?

রামী। আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। তুমি এত হীন? এত নীচ? ষড়যন্ত্র ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে দেবীর চরণামৃত ব'লে আমায় মদ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছ!

[রামী বস্ত্র সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

কতখানি রাত্রি হ'য়েছে?

চণ্ডী। রাত্রি অনেক হ'য়েছে, কিন্তু তুমি কি ব'লছ? কে তোমায় চরণামৃত ব'লে মদ দিয়েছে?

রামী। যে সন্ন্যাসী মন্দিরে আজ ক'মাস ধ'রে আছে, তারই একজন চেলা আমায় চরণামৃত দিলে; আমি খেয়েই অজ্ঞান হ'য়ে গেলেম। তুমিও তো ঐ সন্নিসীর একজন চেলা। ওঃ—এই জন্যেই বুঝি তুমি রোজ ছিপ হাতে ক'রে বাঁধে মাছ ধ'রতে যাও? আজ তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছি, তুমি ভরসা পেয়ে—যা চাঁড়ালেও ক'রতে সাহস করে না—সেই কাজ ক'রেছ! ছি ছি! মানুষ দেখছি সবই সমান। পুরুষ পশু—কি তার চেয়েও অধম। আমি

ছোট জাতের মেয়ে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম কি ছোট জাত আর ব জাতের আলাদা? পথ ছেড়ে দাও, নইলে আমি স্পষ্ট বলছি তোমাদের মান রাখতে পারব না।

চণ্ডী। চুপ্ চেঁচিয়ে কথা ক'য়োনা, আমার কথা শোন।

রামী। তোমার কিসের কথা? চেঁচিয়ে কথা কব না কেন? আমি কাকে ভয়? এই জ্বালাতেই নিজের দেশ ছেড়ে এসে এই গাঁ বাস করি; কিন্তু সব দেশই নরক, সব দেশের পুরুষই কুকুরের ম লোভী। মেয়েমানুষের রূপ—যেন কসাইখানার মাংস! ছি:—দাও পথ ছেড়ে দাও!'

চণ্ডী। তুমি যা ব'লছ, হয়তো তাই। রূপের আকর্ষণের চেয়ে ব আকর্ষণ হয়তো পুরুষের কাছে আর কিছু নেই; কিন্তু তবু আ বলছি—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। এ হীন ষড়যন্ত্রের মধ্যে আ নেই, তুমি আমায় বিশ্বাস কর। আমি তোমায় দেখে পর্য্যন্ত জ্ঞা হারিয়েছি সত্য, এ কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু দোহাই তোমার এ কথা তুমি মনেও কোরোনা যে, আমি তোমায় ভালবাসি ব'ে নিজেকে এতদূর হীন ক'রেছি যে, আজ তোমায় কৌশলে, সুরা সাহায্যে, এই দেবী-মন্দিরে, যাঁকে মা বলি সেই বিশলাক্ষীর চোখে উপরে,—

[চণ্ডীদাসের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল; আর কিছু বলিতে পারিলেন না]

রামী। তবে—তবে—

চণ্ডী। তুমি আমার কথা শোন, আমায় বিশ্বাস কর—আমি যাঁে গুরু বলি, এই বীরাচারী সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের জন্য তোমায় মদ

খাইয়ে এখানে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিলেম—আমি তা জানতেম না। তাঁর মনে মনে যে এ কল্পনা ছিল, আমার নিকট একদিনও প্রকাশ করেননি। এরা এদের সাধনের কথা এমনি গোপন করেই রাখেন, মাতৃজারবৎ গোপ্য এঁদের সাধন পদ্ধতি। সন্ন্যাসী মন্দির প্রাঙ্গণে পূজা ক'রছেন, আমার উপর ভার ছিল তোমায় স্নান করিয়ে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য।

রামী। বটে? সত্যই তুমি জান না? তুমি এমনি বোকা, এমনি সরল? আর একেই তুমি গুরু ক'রেছ?

চণ্ডী। এখনো সম্পূর্ণ করিনি, আজ রাত্রে দীক্ষা নেব এই কথাই আছে।

রামী। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট ক'রে ধর্ম্ম ক'রবে? ধর্ম্ম যদি এত সোজায় হ'ত, তা হ'লে শিয়াল ও কুকুরও এতদিনে ধর্ম্মের গুরু হ'য়ে সকলকে ধর্ম্ম শেখাত। আমি ছোট লোক, ধোপার মেয়ে, আমি ধর্ম্মের বড় বড় কথা জানিনা; আমি জানি আমার গুরুকে; আমার গুরু সহজ মানুষ, তাঁর ঘর কেঁদুলীতে। তিনি আমায় মন্ত্র দিয়ে বলেছিলেন, 'মা! কৃষ্ণের প্রীতির জন্য প্রেমের ভজনা কোরো, নিজের সুখের জন্য কখনো কামের সেবা কোরোনা।' যাক্, সেকথা তোমাদের ব'লে কোন লাভ নেই, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তোমার গুরুর কাছে মন্ত্র নাও; আমায় এখন বাড়ী যেতে দাও।

চণ্ডী। দেব'; মন্দিরের সম্মুখদ্বারে সতর্ক প্রহরী, সেদিক দিয়ে তুমি যেতে পারবে না। এরা জানতে পারলেই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রবে; কিন্তু আমি তা ক'রতে দেব না। তুমি যেই হও, এই মন্দিরের দেবী সাক্ষ্য করে ব'লছি, আজ থেকে তুমিই আমার গুরু—কামের নয়—প্রেমের! আজ থেকে আমার বীরাচারে

জলাঞ্জলি। সত্যই তো, যদি মানুষে পশুতে প্রভেদ না থাকে, তবে কিসের মানুষ? এস, এই মন্দিরের পেছনের দ্বার আমি খুলে দিচ্ছি, তুমি সেই দিক দিয়ে পালাও; এস—আর বিলম্ব কোরো না।

রামী। আর তুমি?

চণ্ডী। আমি চোরের মত পালাব না, আমি পরে যাব, তুমি আর দেরী কোরোনা, যদি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে চাও এখনি এস্থান পরিত্যাগ কর। শুধু রমণীর ধর্ম্ম নয়, এখানে আজ নরবলিরও ব্যবস্থা আছে। আমি উত্তর সাধক, আমায় শেষ পর্য্যন্ত থাকতেই হবে।

রামী। নরবলি!

চণ্ডী। হাঁ। একটি চণ্ডাল বালককে বলি দেওয়া হবে।

রামী। আমায় শীগ্‌গির পেছনের দরজা দেখিয়ে দাও।

চণ্ডী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বিশালাক্ষীর মন্দির প্রাঙ্গণ

[তন্ত্রোক্তসাধনের সমস্ত উপচার সজ্জিত ; গর্ভ-মন্দিরের সম্মুখস্থ দ্বার উন্মুক্ত, দেবীমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, ; দেবীর দুইপার্শ্বে আলোকাধারে উজ্জ্বল আলোক। প্রাঙ্গণের বামে ও দক্ষিণে কলাগাছ কাটিয়া বসানো, তাহার উপর সরায় আলো জ্বলিতেছে। হোমকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে, ধুপ-ধুনার গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে যুপকাষ্ঠ, তাহাতে একখানি সিঁদুর মাখানো খড়্গ রহিয়াছে।]

(শিষ্য গান গাহিতেছিল)

[গীত]

বরদে শুভদে কালী !
রক্ত রসনা রুধির দশনা জয় নৃমুণ্ড মালী !
জয় যোগিনী সঙ্গিনী
রণ-তরঙ্গ রঙ্গিণী
ধক্ ধক্ ধক্ ত্রিনয়ন জ্বালা—
লক্ লক্ শিখা-ভালী !
তরুণ মেঘ বরণে
তরুণ অরুণ চরণে
থর থর থর সুরাসুর নর
কম্পিত নত শরণে—
পলকে পলকে প্রলয় ঝলকে
চণ্ডিকে কপালী !

(ভূতানন্দের প্রবেশ)

ভূতা। বৎস, এইবার রমণীকে ল’য়ে এস।

শিষ্য। বলির পশুকে এখন্ প্রয়োজন হবে না?

ভূতা। না, পূজার শেষভাগে বলি। তুমি যাও, দেখ, চণ্ডীদাস সে রমণীকে স্নান করিয়ে এখনো আনছে না কেন? যাও, তৎপর হ’তে আদেশ দাও।

[শিষ্যের প্রস্থান।

ভূতা। বহুদিনের বাঞ্ছিত সাধনায় আজ সিদ্ধ হব। লৌকিক মায়া—হীন মায়া! কে কার নারী? কে কাকে বধ করে? স্তর ভেদে এই মানুষই পশু, এই মানুষই দেবতা।

(শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

শিষ্য। (ব্যস্তভাবে) গুরুদেব, চণ্ডীদাস ও রমণী দু’জনের কাওকে দেখতে পাচ্ছিনি। ঘরে আলো র’য়েছে, মন্ত্রঃপূত জল তেমনি র’য়েছে, কিন্তু গৃহ শূন্য।

ভূতা। সেকি! চণ্ডীদাস কি বিশ্বাস ভঙ্গ ক’রলে? না, আজ ছয় মাস হ’তে দেখছি, তার মত অনুরাগী, তার মত সত্যবাদী, তার মত গুরুভক্ত আমি অল্পই দেখেছি, কিম্বা আর দেখিনি ব’ল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সে কি আততায়ীর মত কাজ ক’রবে? আমার বিশ্বাস হয় না; তুমি পুনরায় অনুসন্ধান ক’রে দেখ।

শিষ্য। গুরুদেব, এ মন্দির অভ্যন্তরে তারা নাই। মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বার খোলা, আমার বোধ হয় তারা সেইদিক দিয়ে পালিয়েছে।

ভূতা। পালিয়েছে! তবে কি আমার সাধনা পণ্ড হবে?

বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ সেই রমণীর রূপে উন্মত্ত হ'য়ে কি আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রলে? চণ্ডীদাস পালিয়েছে?

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। না সন্ন্যাসী, আমি পালাইনি।

ভূতা। (সানন্দে) তাইতো বলি, আমার শিষ্য, সে পালাবে না! বৎস, সে রমণী কোথায়?

চণ্ডী। (দৃঢ়স্বরে) আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি।

ভূতা। (উন্মত্তবৎ চীৎকারে) কি? কি?

চণ্ডী। আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি।

ভূতা। (উচ্চ কঠোর স্বরে) মুক্ত ক'রে দিয়েছ? মুক্ত ক'রে দিয়েছ? নরাধম, কার আদেশে তুই তাকে মুক্ত ক'রে দিলি?

চণ্ডী। আমার বিবেকের আদেশে।

ভূতা। তপোবিঘ্নকারী দুরাচার! আমার বহুদিনের ঈপ্সিত সিদ্ধি, করতলগত মোক্ষ—রমণীর মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে—নরাধম, তুই তাকে পদদলিত ক'রলি?

চণ্ডী। কিসের মোহে জানিনা, কিন্তু সন্ন্যাসী, আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি। ধর্ম্ম ক'রেছি কি অধর্ম্ম করেছি জানিনা, কিন্তু তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি; মুক্ত ক'রে দিয়েছি, আর মুক্তকণ্ঠে ব'লছি তোমার এ সাধনায় সিদ্ধি বা মোক্ষ কি তা ব'লতে পারিনা—কিন্তু তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, মোক্ষ লাভে সে আনন্দ আছে কি না তা আর জানতে চাই না। তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে যদি তোমার তপস্যার বিঘ্ন ক'রে থাকি, সন্ন্যাসী, তোমার যজ্ঞবিঘ্নকারীকে

যে শাস্তি ইচ্ছা হয় দাও, আমি তোমার শাস্তি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রব ব'লেই এখান থেকে পালাইনি—তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

ভূতা। মা বিশালাক্ষী! তোর কি ইচ্ছা জানিনা; আজ আমার সাধনার বিঘ্ন ক'রেছে এই হীনকুলজাত আততায়ী ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণকে তোর সম্মুখে বলি দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। চণ্ডীদাস, যদি শাস্তি গ্রহণের জন্যই এসে থাক, এই যূপকাষ্ঠে মস্তক দাও; যার নিকট অপরাধ ক'রেছ, তোমার রক্তে মা প্রীতা হ'ন্!

চণ্ডী। তাই হ'ক্। যদি মাতৃকার্য্যে সত্যই বিঘ্ন ক'রে থাকি তার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। দাও সন্ন্যাসী, আমার মাতৃচরণে বলি দিয়ে তোমার ধর্ম্মপালন কর।

[চণ্ডীদাস যূপকাষ্ঠের নিকট গেলেন]

ভূতা। (শিষ্যের প্রতি) উৎসর্গ করবার জন্য পুষ্প ও সিন্দুর দাও।

[শিষ্য পুষ্পাদি আনিয়া দিল।]

ভূতা। (উৎসর্গান্তে খড়্গ লইয়া) চণ্ডীদাস, একদিন শিষ্য ব'লে তোমায় গ্রহণ ক'রেছি; যদি কিছু কামনা থাকে, মৃত্যুকালে মা'র নিকট ব্যক্ত কর। শক্তির প্রীত্যর্থে বলি তুমি, পরজন্মে তোমার সে কামনা পূর্ণ হবে।

চণ্ডী। আজ যে আলোক দেখেছি,—যদি তোমার কথা সত্য হয়,—যেন জন্মে জন্মে সে আলোক দর্শণের ভাগ্য হ'তে কখনো বঞ্চিত না হই!

ভূতা। সাধনার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হ'ল। নরাধম, তুই আমার আদেশানুযায়ী সংযমে নিশ্চয় অবহেলা ক'রেছিলি। এ সাধনা

কামীর নয়, ভোগীর নয়—রিপুজয়ী নির্ম্মম সাধকের অধিকার এ পূজায়। কামমুগ্ধ নর পশু; পশুবধে কোন পাপ নাই। (খড়্গ উত্তোলন করিয়া)—জয় মা!

(দ্রুতবেগে হারাধন ও রামীর প্রবেশ)

হারা। (ভূতানন্দকে পশ্চাৎ হইতে জড়াইয়া ধরিয়া) ধপার ছেলে, তোমায় একবার পাটায় ফেলে কাছড়াব তার পর যা থাকে বরাতে। চোর কথাকার—! খুনে—!

রামী। (চণ্ডীদাসকে ধরিয়া) ওঠ ঠাকুর, গুরুর কৃপায় তুমি মুক্ত।

———o———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজনগর ভাণ্ডীর বনে

নব বৃন্দাবন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও
মন্দির প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত।

[ভক্ত ও দেবদাসীগণের গীত]

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল।
জয় জয়, দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিমানসচরহংস।
জয় জয়, দেব হরে॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ।
জয় জয়, দেব হরে॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
স্বরকুলকেলিনিদান।
জয় জয়, দেব হরে॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান।
জয় জয়, দেব হরে॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরসমিতদশকণ্ঠ।
জয় জয়, দেব হরে॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর।
জয় জয়, দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতা বয় মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয়, দেব হরে॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।
জয় জয় দেব হরে॥

[প্রস্থান।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেম ; কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় শুভকার্য্য খুব আনন্দের সঙ্গেই সুসম্পন্ন হ'য়েছে। আজ সেদিনের কথা মনে প'ড়ছে,—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যে দিন মল্লভূমির অরণ্যে শীকার ক'রতে গিয়ে, নিষাদের পর্ণকুটীরে মায়ের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। ঘন বনানীর অন্তরালে আলুলায়িত-কুন্তলা মা আমার,—আমার উদ্যতভল্লের সম্মুখে দাঁড়িয়ে! মৃদু কম্পিত ম্লান ওষ্ঠ, চ'ক্ষে করুণার ধারা! পশুর হৃদয় বিদ্ধ ক'রতে যে ভল্ল তুলেছিলেম, আমার অজ্ঞাতে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ভল্লের তীক্ষ্ণধারে আমার চিরজীবনের পোষিত পাশব হিংসা কখন্ যে শবে পরিণত হ'য়েছে তা বুঝতে পারিনি! সেইদিন হ'তে জীবনের গতি ফিরে গেল, আনন্দের আস্বাদ পেলেম। পুত্রহীন হ'লেও মন্ত্রী, আর আমার আক্ষেপ নেই। শ্রীগোপালের নামে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে আমি এখন শান্তিতে এ সংসার ত্যাগ ক'রতে পারব।

মন্ত্রী। বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি দেশ হ'তে যে সব বৈষ্ণব সাধুরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার ক'রে গেছেন আপনার প্রতিষ্ঠিত এ নববৃন্দাবনের নাম সার্থক হ'য়েছে। এ নগর এখন ঠিক বৃন্দাবনেরই অনুরূপ।

রাজা। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ [redacted]মার কথনো বৃন্দাবন দেখেন নি ; তাঁর কল্পনায় বৃন্দাবনের চিত্র যেমন ফুটেছে, আমি এই বৃন্দাবনের সেইরূপ আকারই দিয়েছি। আমি প্রথম যখন ব'লতেম যে, মা আমার মানবী ন'ন, দেবী,—তোমরা কেও বিশ্বাস ক'রতে না। কিন্তু এখন মিলিয়ে পাচ্ছ? সামান্য মানবীর কল্পনায় কি এ দেবচিত্র ফুটে ওঠে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ইনি যে অলৌকিক শক্তি সম্পন্না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ সেই দিনই গিয়েছিল, যে দিন মহারাজ কুলপ্রথানুযায়ী শক্তিপূজা ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

রাজা। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছি বটে, কিন্তু রাজ্যে এখনো প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব লুপ্ত ক'রতে পারিনি। এখনো দেশে গোপনে ধর্ম্মের নামে মদ্যপান, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রচলিত র'য়েছে। সমগ্র রাঢ় এখনও শক্তিপূজায় উন্মত্ত। গুপ্তচরের মুখে শুনলে তো সেদিনও নানুরে ভূতানন্দ ভৈরব ব'লে এক বৌদ্ধ তান্ত্রিক নরবলির আয়োজন ক'রেছিল। বিশালাক্ষীর পূজারী চণ্ডীদাসের জন্য সে কৃতকার্য্য হয় নি। তবে মা ব'লেছেন, অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নাই সেই আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস ক'রেই নিশ্চিন্ত আছি।

মন্ত্রী। সাধারণ ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে মহারাজের এই বৈষ্ণবপ্রীতিতে প্রজাদের মধ্যে কিন্তু দিন দিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'চ্ছে। মহারাজকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ক'রেছি, অনেক ক্ষমতাশালী ভূস্বামী এই জন্য দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে গোপনে পরামর্শ ক'রছে— রাজনগরের উচ্ছেদের জন্য।

রাজা। আমি সে কথা জানি; আমি কোন ধর্ম্মমতের বিরোধী নই আমি অধর্ম্মের বিরোধী। আমি শক্তিকে অস্বীকার করি না তাঁকে অশ্রদ্ধা করি না; আমার রাধারাণীও শক্তি—মহাশক্তি হ্লাদিনী শক্তি! হিংসা-দ্বেষ-কাম-ক্রোধ-বর্জ্জিতা! শক্তিপূজার নামে এই সব হীন রিপুর পূজা আমি কোনমতেই সমর্থন ক'রতে পারি না;—এতে রাজনগর ধ্বংস হয়, বুঝব' ভগবানের ইচ্ছাই তার কারণ তুমি আমি এখানে নিমিত্ত মাত্র!

(নিত্যার প্রবেশ)

রাজা। হাঁ মা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

নিত্যা। গোপাল বড় দুষ্টু, রোদ্দুরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে ; একটুও থির নয়, দু'দণ্ড ঘরে ব'সবে না ! আমি একলা আর কত সামলাই বল দেখি ? রোদ্দুর লেগে যদি অসুখ করে, ভুগতে তো হবে আমাকেই ?

মন্ত্রী। হাঁ মা, তোমার গোপালের কি অসুখ হয় ? গোপালজীতো ভগবান !

নিত্যা। তুমি বড্ড জান, অসুখ হয় না ! ছেলেবেলায় যশোদা মাগীকে কত ভুগিয়েছে ! এখন বড় হ'য়েছিস, এখন তো একটু বুদ্ধি ক'রতে হয় ?

রাজা। এখন কি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলে মা ?

নিত্যা। হাঁ, ঘুমোবে ! দস্যি ছেলে ! রাখাল ছোঁড়ারা এসে ইসারা ক'রে ডাকলে, বায়না নিলে গরু চরাতে যাবে ; সেকি আমি ভুলিয়ে রাখতে পারি ? কি ক'রব ? কোমরে কাপড়খানা জড়িয়ে দিই, পাঁচনবাড়ী খুঁজে এনে দিই ; আবার বলে বাঁশী না হ'লে যাব না। ওমা ! গরু চরাতে যাবি, তা আবার বাঁশী কেন ? বাঁশী বা'র ক'রে দিই। চ'ললো এখন ধেই-ধেই ক'রে নাচতে নাচতে মাঠে। তার পর, রোদ লেগে যদি মাথা ধরে, তুই মাগী মর, বাতাস কর্, চন্দন ঘ'ষে দে !

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি জনান্তিকে) মন্ত্রী, দেখছ, এ সব দিব্যভাবের লক্ষণ। এঁকে বলে উন্মাদ, এঁকে বলে মানবী !

মন্ত্রী। হাঁ মা, তোমার গোপাল ফিরবে কখন্ ?

নিত্যা। দাঁড়াও, সন্ধ্যে হ'ক্, সূর্যি পাটে ব'সুক্! তারা তো খেয়াল! নূপুর বাজাতে বাজাতে আসবে, আমি দূর থেকে তার শব্দ পাব; পাখী আনন্দে গান গেয়ে উঠবে, আঙ্গিনায় ফুল ফুটবে, হাম্বারবে আকাশ ভ'রে যাবে, পশ্চিমের রাঙা মেঘ গোখুর ধূলায় ধূসর হবে— আমার কালো আসবে—আমার কালো আসবে!

[গীত]

রুণু ঝুনু রুণু নূপুর বাজে—
আসে যশোদা দুলাল ঐ রাখাল সাজে।
তোরা দেখ্‌লো দেখ্‌লো দেখ—
উদিত কালশশী ব্রজপুর মাঝে ॥
কটী বেড়ি' পীতধটী লুটে,
বো'লে মা মা মা—
আকুল গোপাল ছুটে,
আথালি বিথালি' ধায় পাগলিনী রাণী
ছাড়ি' লোকলাজে ॥

শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? ঐ সে আসছে—ঐ সে আসছে! ঐ আনন্দে করতালি দিতে দিতে গোপাল আমার আসছে! বিন্দু বিন্দু ঘাম—অধরে মুক্তার সারি! মরি মরি, ধূলায় ধূসর ঐ আমার নন্দ-কিশোর মা মা ব'লতে ব'লতে ছুটে ছুটে আসছে! যাই বাবা যাই। ওরে কাঙালীর নিধি—আমার বুক-জুড়োন ধন, বুকে আয় বাপ—আমার বুকে আয়! [প্রস্থান।

রাজা। আনন্দ-সাগরে ডুবে আছি—মা'র কৃপায় আনন্দ-সাগরে ডুবে আছি! মন্ত্রী, এস, এস, কৃষ্ণলীলামৃত পান ক'রে ধন্য হও!

[রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

[দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত]

রাখাল সাজে কে সাজালে মদন মোহনে।
যার রূপের ফাঁদে ভুবন বাঁধা—
রাখালধড়া জড়িয়ে দিলে তার পরণে ॥
খুলে নেছে মণির হার,
গলার দোলে বন্ ফুলের সার,
পাঁচনবাড়ী হাতে দিয়ে পাঠালে বনে।
বিন্দু বিন্দু ঝরে ঘাম,
চরায় ধেনু ব্রজের শ্যাম,
গোঠে গোঠে খেলে কালো
নূপুর বাজে রাঙা চরণে ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাশুলীর মন্দিরের উঠান।

রামী

রামী। সেই থেকে কি হ'ল! এ পাগলকে না দেখলে যেন বাঁচিনা; —ঘর আর বা'র, ঘর আর বা'র! কেন আমি এমন হলুম? হে মা বাশুলি, (আমি বড় গরীব, গতর খাটিয়ে খাই, মুখ চাইবার কেউ নেই) এ আমার তুই কি ক'ল্লি মা! লোকে কি বুঝতে পারে আমি কি হ'ইছি? দশবার ঘর ছেড়ে মন্দিরে আসি, কাপড় কাচা ফেলে মন্দিরে আসি, তার সঙ্গে কথা কই, তার গান শুনি, (মাথার ভেতর ঝিম্‌ঝিম্ করে!) সত্যিই কি পাগল হব? (সামলাতে কি পারব না?)

[গীত]

কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন।
বিষ মিশাইলে যেন এ ঘর করণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
পীরিতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে॥

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু। (স্বগত) উঃ! বেটী যেন ভক্তিতে গদগদ! ছোঁড়াটার মাথা একেবারে চিবিয়ে খেলে! মহিষানী! নধর ব্রাহ্মণের ছেলে পেয়েছে, কচি গাছ, বেটী মুড়িয়ে খাচ্ছে! বুড়ো রায় মশায়—ও বাব্লাগাছের কচা—ও বেটীর কি ভাল লাগে? (প্রকাশ্যে) রামী! তোরা দেখছি নানুরটাকেও একেবারে শ্রীপাট বৃন্দাবন ক'রে তুল্লি! তা বেশ হ'য়েছে, রাজনগরের বুড়ো রাজা একটা ডাইনীর পাল্লায় প'ড়ে রাজ্যিটা ছারেখারে দিলে! যত নেড়ানেড়ীর কেত্তন! চ'ণ্ডেটা কোথায়? একা ব'সে বিরহ হ'চ্ছে বুঝি?

রামী। দাদাঠাকুর, পীরিতই হ'লনা, বিরহ আর হয় কোত্থেকে বল? ফুল হ'লে তবে তো ফল? এই মা'র কাছে কত কেঁদে বলি যে মা, একটু ভক্তি দাও,—পীরিত দাও, তা মা আমার পাথর হ'য়েই আছেন, কথা কাণেই তোলেন না। তোমরা ব্রাহ্মণ সজ্জন পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর যেন ভক্তি হয়, পীরিত হয়, বিরহে কাঁদতে পারি।

দীনু। যা হ'ক, খুব কথা শিখিছিলি মাইরি! যে রকম ঘন ঘন বাশুলির মন্দিরে আসছিস্,—চ'ণ্ডেটা তো ছেলেবেলা থেকেই দলে দলে গান গেয়ে বেড়ায়, আজকাল শুনিছি আবার পালা বাঁধে—তোরা দু'জনে যদি একটা দল ক'রিস, দু'দিনে পসার জমে! ছিল তান্ত্রিকের, চেলা, সিদ্ধ কাপালিকটাকে কি জানি কি ক'রে তাড়িয়ে দিলে! এখন সিঁদুরের ফোঁটা মুছে—চাঁচর-চিকুর, চন্দনের লেখা, গলায় তুলসীর মালা! রাতারাতি ভোল বদলালে। ভবানী খুড়োর নেহাত বয়েস হ'য়েছে, বাশুলির পূজো ক'রতে পারে না, তাই চ'ণ্ডেটা এখনো পৈতৃক পেশাটা বজায় রেখেছে, মার চরণে ফুল বিল্বিপত্তরটা

দেয় ; কিন্তু ক্রমশঃ দেখছি কৃষ্ণবুলি তার মুখে ফুটছে ভাল ! তারপর তো দেখি তুই দিনের মধ্যে ছত্রিশবার এসে রসান দিস্—বলি, ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি ?

রামী। ব্যাপার আমি তো কিছু বুঝতে পারিনে দাদা-ঠাকুর ! ব্যাপার তো সব দেখ্ছি তোমাদেরই কাছে ! বাশুলির মন্দিরে আসি, মাকে পেন্নাম করি, পাগলা ঠাকুরের কাছে দুটো কৃষ্ণকথা শুনি ; তার গানগুলি মিষ্টি লাগে, শিখি, গাই ; ব্যাপার তো এই পর্য্যন্ত। আমিতো দেখছি রসান তুমিই দিয়ে যাচ্ছ, আমার জন্যে আর বাকী রাখছ কৈ ? আর চণ্ডীঠাকুর যে রসের রসিক, তাতে রসান আমাকেও দিতে হয় না ; মা বাশুলিই তাকে রসান দিয়ে তৈরী করেছে। তোমরা চোখ থাকতে কাণা, তাই দেখতে পাওনা। আমি ধোপার মেয়ে হ'লেও, আমার ভাগ্যি ভাল, দেখতে পাই ; মানুষ চিনি। তোমাদের বাতাসে মনটাতে চিটে ধরে কিনা ! তাই দেখে শুনে এখানে একটু কেচে নিতে আসি। ভাবি, এ জন্মতো পরের কাপড় কাচতেই গেল, যদি মনটাকে কেচে সাফ্ শুদ্‌রো ক'রতে পারি, পরজন্মে কাজে লাগবে —এ জন্মতো কোন কাজে লাগল না !

দীনু। জন্ম আর কাজে লাগতে দিলি কৈ ? তোর অমন রূপ, অমন কথার বাঁধন, অমন মিষ্টি গলা ; গাঁয়ের জমীদার থেকে নগ্‌দী পাক পর্য্যন্ত তোর ধোপার পাটে গড়াগড়ি দিত, যদি তুই একটু এদিকে মন দিতিস্। নাঃ—তোর ইহকালও নেই, পরকালও নেই। গাঁয়ের ভাল ভাল বামুনদের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি আর পরকাল থাকেরে ? উদ্ধার হ'য়ে যেতিস্, ধোপার মেয়ে, উদ্ধার হ'য়ে যেতিস্। রায় মশায়ের যে নেক নজরে প'ড়েছিলি—বাবু কাছারীতে

বাঘ, কিন্তু এদিকে রামছাগল; আমরা নায়েব গোমস্তা, আমাদের কাছেতো আর কিছু অছাপি নেই, তোকে এত ক'রে বল্লুম, তা তুই কথা কাণেই তুল্লিনি; দেব্‌তার নৈবিদ্যি হ'য়ে থাকাতিস, দু'খানা ক'রে নিতে পারতিস।

রামী। দাদাঠাকুর, তোমাদের পুঁথিতে লেখে কলিকালে দেবতারা বুঝি সব ঘুমিয়ে থাকে? না?

দীনু। কেন বল্ দেখি?

রামী। নইলে, এই মন নিয়ে তোমরা দেবালয়ে আস—পাষাণ যদি জেগে থাকতেন, তা'হলে তোমাদের মাথায় আকাশের বাজ ভেঙ্গে প'ড়ত না? এঁকে বল মা, আর মা'র সাম্‌নে এই সব কথা! (আমি অনাথা, বিধবা, তোমরা তো অজাত ব'লে কেউ ছায়াও মাড়াও না) আসি দেব্‌তার ঠাঁই একটু জুড়ুতে, তাও কি তোমাদের সয় না?

দীনু। আহা—হা! ব্যাজার হ'স্ কেন, ব্যাজার হ'স্ কেন? নিরিবিধি, কেও কোথাও নেই, তোর ভালর জন্যেই বল্লুম, তোর ভালর জন্যেই বল্লুম। (ও নাকে-কাঁদুনীতে কি আমরা ভুলিরে? আমরা কি আর বুঝিনি? তা এদিকে তোমার চণ্ডীদাসেরও মুণ্ডুপাতের যোগাড় হ'চ্ছে। একটু একটু ক'রে সুর অনেক দূর উঠেছে। ক্রমে সেও টের পাবে তুইও টের পাবি। ওটা নেহাত পাগলাটে,) তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাই তোকে বল্লুম। যেখানে গলাগলি, সেখানেই ঢলাঢলি! বুঝে দেখিস্—আমি এখন চল্লাম, বুঝে দেখিস—যাতে ইহকাল পরকাল বজায় থাকে, বুঝে দেখিস্। [illegible] প্রস্থান।

রামী। এরা কি? মানুষ, না আর কিছু? রাধারাণীকেও কলঙ্ক সইতে হ'য়েছিল ভগবানকে ভজনা ক'রে। সে তুলনায় আমি কি? আমার

কতটুকু কলঙ্ক? কতটুকু দুঃখ? তবু চোখে জল আসে কেন? মা! মা! আমায় কলঙ্ক সাগরে ডোবাও তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার মনকে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নাও: আমায় কৃষ্ণভক্তি দাও, কৃষ্ণভক্তি দাও!

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

[গীত]

সুধা ছানিয়া কেবা ওসুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে—
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মু'খানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
আদনি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলী উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥

চণ্ডী। (এই যে, মন্দিরে আর কেউ নেই, কেবল তুমি আছ।) কতক্ষণ এসেছ? এখনো চরণামৃত পাওনি বুঝি, (তাই ব'সে আছ?) একটু অপেক্ষা কর, আমি এনে দিচ্ছি।

(মন্দিরাভ্যন্তর হইতে চরণামৃত আনিয়া রামীকে দিলেন)

রামী। (চরণামৃত খাইয়া) একটু জল দিতে হবে যে ঠাকুর, হাঁতটা ধুয়ে ফেলি; আমি তো ও কুয়োর ঘটী ছোঁব না।

চণ্ডী। তুমি আমায় ছুঁলে আমি পবিত্র হ'য়ে যাই, পিতলের তৈজস ছুঁতে দোষ? (হাত ধুইবার জল দিলেন)

রামী। (প্রণাম করিয়া) তোমরাই শাস্তর ক'রেছ দেব্‌তা, তোমাদের শাস্তর তোমরাই জান, আমি কি ব'লব বল?

চণ্ডী। তুমি অনেকক্ষণ ব'সে আছ না? তোমার বড় কষ্ট হ'য়েছে। বোসো, বোসো, আমি কিছু মায়ের প্রসাদ এনে দিই।

[প্রস্থান।

রামী। এমনি ক'রেই আমায় পাগল ক'রেছে! এতখানি বয়েস হ'ল, এমন আদর কেও করেনি। প্রাণে খল নেই, কপট নেই, গঙ্গাজলে ধোয়া মন। আমি না এলে, ছুতোয় নতায় আমার বাড়ী যায়; জানে গরীব, দিন চলে না, কত আত্তি ক'রে মায়ের প্রসাদ দেয়, নৈবিদ্যির চা'ল দেয়। এমন আপনার জন আর কখনো দেখিনি। এ শুধু ভালবাসতে জানে, আর কিছু জানে না!

(চণ্ডীদাসের পুনঃপ্রবেশ)

চণ্ডী। এই নাও, ধর, এই গামছাখানা ক'রে বেঁধে আনলুম; অনেক নৈবিদ্যির চাল জ'মেছে কিনা, তুমি কিছু নিয়ে যাও। বড়

রোদ, তুমি একটু ছায়ায় উঠে বোসো, এই ঘরটায় ; মা'র বাড়ী —দোষ নেই।) দেখ, আমি গাঁয়ের মুরুব্বীদের ব'লেছিলুম ; বলেছিলুম, তেমন ভক্তি ক'রে কেউ মন্দিরের কাজ করে না, অনেক সময় লোকজনের অভাবে কষ্টও পেতে হয়, তুমি যদি বাইরের কাজকর্ম্মগুলো কর, কি দোষ? তা—তা——

রামী। কেউ রাজী হয়নি? রাজী হবে না আমি জানতুম। তুমি ক-দিন আমায় ব'লেছিলে, আমি তোমায় মানা ক'রেছিলুম, তুমি বুঝলে না, শুনলে না ; মানুষ চেন না? আমার জন্যে মিছিমিছি অপমানটা হ'লে? (দেখ দেখি ; ছি!)

চণ্ডী। না—না আমার আবার মানই বা কি, অপমানই বা কি! কিসের মানুষ আমি! তা নয়—তা নয়—তবে হ'লে বেশ হ'ত। (আহা,) অভাবের যে কি কষ্ট তাতো নিজে জানি। তোমার একটু স্বচ্ছল হ'ত। রোদ্দুরে কাপড় কাচার যে কি কষ্ট,——

রামী। সেটা ঠাকুর, তুমি মাছ ধ'রে ধ'রে কিছু বুঝেছ। দুঃখ হয়, কষ্ট হয় ; কিন্তু সে দুঃখ কষ্ট স'য়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে যে পাথর ভাঙে, তার পাথর ভাঙায় কষ্ট কি? (তার হাতে নতুন ক'রে ফোস্কা হয় না, ব্যথা হয় না ; বরং হাত কামাই গেলে গা ভাঙে। আমারও ঠাকুর সেই দশা। দুঃখু কষ্ট স'য়ে স'য়ে এমনি হ'য়েছে, দুদিন একটু সুখের বাতস বইলে কেমন আন্‌কা ঠেকে। সেও এক অস্বাস্ত! এই দেখনা, সকলে ঘেন্না করে, মনেও হয় না, কেমন স'য়ে গেছে। কিন্তু তোমার মত কেও যদি আদর যত্ন করে,——

চণ্ডী। থাক্ থাক্, ওসব কথা তুলে কাজ নেই ; কি বা আদর যত্ন করি! তুমি গরীব, আমিও গরীব। যে ক'টা দিন এমনি ক'রে যায়! তুমিই তো আমার চোখ খুলে দিলে! তোমার ঋণ—

রামী। আর আমার পাপ বাড়িও না ঠাকুর; আর জন্মে কত পাপ ক'রেছিলুম, এ জন্মে ভুগতে হ'চ্ছে। আমার ভয় হয় কি জান? এই যে তোমার কাছে আসি যাই, তোমার সঙ্গে কথা কই, গান গাই,—এর জন্যে তোমায় না লাঞ্ছনা স'ইতে হয়। আমার স'য়ে গেছে, কিন্তু তোমার কি স'ইবে? আর কেনই বা তুমি স'ইবে? আমি কে? পাঁচদুয়োরের কুকুর, হাড়ীডোমেরও অধম! আমারই বা এত লালচ কেন?

চণ্ডী। (না না, তুমি ঠিক উল্টো ব'লছ। তুমি নিজেকে চেননা, তাই এ কথা ব'লছ। তোমার কি দোষ? আমি তোমার মন দেখে ম'জেছি।) রামমণি, তোমার ঐ মন আমায় দিতে পার? তোমার ঐ অনুরাগ, তোমার কৃষ্ণভক্তি!—যখন তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনি, তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন কর, তোমার সুরে, তোমার গানে, তোমার অন্তরের অনুরাগ তরঙ্গ তুলে নেচে বেড়ায়! আমি শুনি, চৈতন্য হারাই। আমার গান তোমার কণ্ঠের আশ্রয় পেয়ে যেন প্রাণ পায়।

(রামী। দেখ, সব সময় ক্ষ্যাপামি নয়; বেলা হ'য়েছে, আমি ঘরে চ'ল্লুম; সব সময় কি বেহুঁস হ'লে চলে; ধার ক'রেও একটু হুঁস রাখ্‌তে হয়। তোমার কিছু হ'ক্ না হ'ক্, তোমার নিন্দে শুনলে মনে হয় বাঁধে গিয়ে ডুবে মারিনা কেন? তোমার কলঙ্কের জন্যে জন্মেছিলেম কেন?

চণ্ডী। তুমিও ইচ্ছে ক'রে জন্মাও নি, আমিও ইচ্ছে ক'রে জন্মাইনি। মন তোমারও বশে নয়, আমারও বশে নয়। জন্মমৃত্যুর মালিক শ্রীকৃষ্ণ, মনের মালিকও তিনি। তুমি আমায় সাবধান কর বটে, কিন্তু মনকে বাঁধতে পারি কৈ? সত্য কথা বলতে কি, মায়ের

পূজা ক'রতেও আর ভাল লাগেনা। মা'র ধ্যান করি, চোখের সামনে তোমার রূপ ভেসে ওঠে! হয় সত্য কি পাগল হব, না পাগল হয়েছি!)

রামী। ((স্বগত) আর এখানে থাকব না, আর এখানে থাকব না। মা! মা! আমি যে ধোপার মেয়ে, সেকথা আমায় ভুলিয়ে দিস্‌নে মা! চণ্ডীদাস! দুজনে একসঙ্গে বিষ খেয়েছি, তোমারও উপায় নেই, আমারও উপায় নেই। (প্রকাশ্যে)) ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত আমার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়। আমি ধোপার মেয়ে, আমাকে মণি দেখিয়ে জ্ঞান হারা কোরো না।

চণ্ডী। যাও, তোমায় আর ধ'রে রাখব না; (কিন্তু) যাবার আগে মাকে একখানি গান শুনিয়ে যাও, আমি সেই সুরে ডুবে থাকি!

রামী।

[গীত]

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে॥
সই, এ কথা কহিব কারে!
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া, কখন্ কি জানি করে॥
হইতে হইতে অধিক হইল, সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জরজর, পাগলী হইয়া গেনু॥
এমন পীরিতি না জানি এ রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি পরম দুখময় হয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

---o---

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্ল্লভ রায়ের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ

দুর্ল্লভ রায় ও দীনু বাগ্চী।

দীনু। খুব চা'ল চে'লেছেন—এক ঢিলে দুই পাখী ম'র্বে। ভারি আটাকাটি! দু'হু একপ্রাণ! আপনিই ব'লেছিলেন না, চ'ণ্ডে কালে একটা হবে? ও ছেলেবেলা থেকে ত্রিপণ্ড, নোটো! ঐ হ'ল? এখন ধোপানীর ভাঁটী সম্বল!

দুর্ল্লভ। তোরা কাজের ন'স ব'লেইতো ঐ ছোটলোক(মাগী)বাগে এলনা, হাত পিছলে গেল; নইলে পয়সায় কি না হয়? এ গাঁয়ে যখন যাকে মনে ক'রিছি, তাকেইতো গোলাবাড়ীতে এনিছি; মাঠের ধারে গোলাবাড়ীতে ঘর করাতো ঐ জন্যেই।

দীনু। আজ্ঞে হাঁ, দিনে ধানের বাড়ী দেওয়া, আর রাত্রে মানের পাষাণ ভাঙ্গা! কিন্তু কি ক'রব, ঐ মাগীটা যে বড় বেরোয়া; কথা কাণেই তোলে না? নইলে টাকা কবলাতে আমি কি কসুর ক'রিছি?

দুর্ল্লভ। অমন সিদ্ধ মহাপুরুষ, বেটাচ্ছেলে তাকে তাড়ালে? আমাদের রাজনগরের মহারাজেরও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের উপর ভারি রাগ। নিজে বৃদ্ধ বয়সে বৈষ্ণব হ'য়েছেন। মাথা খারাপের লক্ষণ! ভয় হয়, কালে চ'ণ্ডেটা ঐ দলে গিয়ে না ভেড়ে! নেড়া নেড়ীর কেত্তন হ'লেতো দেশে তিষ্ঠুতে দেবে না!

দীনু। আমিও তো খবর নিয়ে জানলাম, ঐ রামী বেটীও তার ভিতরে ছিল; আর ঐ বেটা হারাধন!

দুর্ল্লভ। কোথা থেকে কি হ'ল ভাল ক'রেতো জানতেই পারলাম না ; ও রামীবেটী সেখানে গেল কি ক'রে ?

দীনু। আজ্ঞে বশীকরণ! তিনি আপনাকেই কি রকম বশ ক'রে ফেলেছিলেন দেখলেন তো! ও বেটী ধোপার মেয়েকে হাত ক'রতে তাঁর কতক্ষণ? তারপর একবার ওদিক থেকে উচ্ছুগ্‌গু হ'য়ে এলে আপনার গোলাবাড়ীতে চক্রসাৎ ক'রে ফেলতেন। তা দিলে পাকা ধানে মই!

দুর্ল্লভ। আচ্ছা, আমিও মই দেওয়াচ্ছি, ব'ড়ের চালে কিস্তী উল্‌টে দেব! তবে লোক জানিয়ে প্রকাশ্যেতো কিছু ক'রতে পারি না, —বয়েস হ'য়েছে যে,—তাই এই চাপা চালে চ'লতে হল। দেখি কি হয়? যো-সো ক'রে একবার বিয়েটা দিতে পারলে হয়? আর মেয়েটাও দেখে এসেছি ডাগর ডোগর ; চ'ণ্ডেটা লুকিয়ে চুরিয়ে যাই করুক, এখনো ভবানীখুড়ো বেঁচে, আমরা মরিনি,—ফস্ ক'রে 'না' ক'রতে পারবে না। হাজার হ'ক, সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেতো বটে, আর ধরা পড়বার ভয়ও আছে ; সমাজে বাস ক'রতে গেলে—

দীনু। আজ্ঞে হাঁ, সমাজপতি আপনি, আপনার কথা ঠে'লে এ গাঁয়ে বাস ক'রতে—ও চ'ণ্ডে তো চ'ণ্ডে—আপনার ভবানী খুড়োরও সাহস হবে না।

(সনাতন, নফর, তারিনী প্রভৃতি গ্রামবাসীগণের প্রবেশ)

সনা। এই যে ভায়া, এখনও আর কাওকে যে দেখছিনে? ভবানী খুড়ো কোথায়? এদিকে কন্যাপক্ষীয়দেরও তো আসবার সময় হ'ল।

দুর্ল্লভ। ভবানী খুড়ো এই এতক্ষণ এখানেই ছিলেন ; ব্যবস্থা সবই ঠিক হ'য়ে আছে। আহারাদির আয়োজন সব এখানেই করা

গেল ; কিন্তু সবই গোপনে ; চ'ণ্ডেটাকে সব লুকিয়ে ক'রতে হ'চ্ছে কিনা। ছোঁড়াটা বেগড়াতে সুরু ক'রেছে, এ সময়ে থামা না দিলে সমাজে খুড়ো মশাইকে বড়ই হীন হ'য়ে থাকতে হবে। তাতে তো আমাদেরই মাথা হেঁট! ব্রাহ্মণের ছেলে, ধোপানী অপবাদ —আঃ ছি ছি ছি ছি! ব্রাহ্মণের জাতি ধর্ম্ম যদি আমরা রক্ষা না ক'রব—কি বল নফরমামা? তা হ'লে এই সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবে কে?

নফর। ঠিক, ঠিক; মনু স্পষ্টাক্ষরেই ব'লেছেন শৌচ আচারই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল; এর মর্ম্ম—তুমি হ'লে সমাজপতি—তুমি যদি না বুঝবে তাহ'লে এ গভীর তত্ত্ব বুঝবে কে বাবা?

সনা। আর তোমার কৌশল! এতে সাপও ম'রবে, লাঠীও ভাঙ্গবে না; এই তো চাই! তোমার সব কূটনীতির ব্যাপার দেখলে চাণক্যপণ্ডিতকে মনে পড়ে। তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ ক'রেছিলেন, আর এ দুরাচার রজকবংশ উচ্ছেদ হবে। বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা—ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, অঙ্গিরা, দক্ষের সন্তান আমরা—আমাদের কুল মজাতে যায়, ঘর মজাতে যায়!

দুর্ল্লভ। থাক্ থাক্, আজ আর ও সব কথায় কাজ নেই; ঐ যে খুড়ো মশায় আসছেন, ওঁর সামনে এ সব অপ্রিয় কথা ব'লে ওঁকে আর কষ্ট দিওনা সনাতন।

নফর। আহা বাবাজী আছেন কেবল পরোপকারের জন্য; কি দয়ার শরীর! এমন না হ'লে আমার পিতামহ, কেশরের সন্তান—এমন ঘরে পালটী করেন?

(ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ)

দুর্লভ। আসুন আসুন, খুড়োমশায় আসুন। ওরে পরাণে, তামাক নিয়ে আয়। খুড়োমশায়, আপনি চিন্তিত হবেন না; দেখবেন, ও বিয়ে দিলেই সব সেরে যাবে। উঠ্‌তি বয়েসে অমন একটু আধটু দোষ, ও সকলেরই হয়; তার পর বাপ খুড়ো আত্মীয় স্বজন জোর ক'রে বিয়ে দিলে সব শুধরে যায়।

ভবানী। যা ভাল বোঝ, কর বাবা। আমার আর ক'দিন! ব্রাহ্মণী ছেলে দুটীকে রেখে চ'লে গেলেন, এই যন্ত্রণা ভোগ করাতে! লেখাপড়া শেখালেম, বড় ক'রলেম, কিন্তু মানুষ হ'লনা; নইলে এতদিন অধ্যাপক হ'য়ে টোল খুলতে পারত। অসাধারণ মেধাবী! মনে ক'রেছিলেম এই পুত্র হতেই কুল উজ্জ্বল হবে, কিন্তু বাবা, প্রাক্তনতো কেও খণ্ডাতে পারে না!

দুর্লভ। আহা! আপনার কথা মনে হ'লে চোখে জল রাখতে পারি না। আপনার মুখ চেয়েই তো এই সব আঁটা আটি, এই সব কৌশল কলাপ; নইলে আমার কি বলুন? তা দেখুন, যদি দেব-দ্বিজের আশীর্ব্বাদে আমা হ'তে আপনার সংসারটা বজায় থাকে তাতে আমারই পিতৃপুরুষের গৌরব। এক ঘর ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা—কথাটা কি কম!

নফর। আহা! বাবাজীর কথা শুনলে মনে হয় যেন নৈমিষারণ্যে সঞ্জয় ভারত পাঠ ক'রছেন! পরোপকারের জন্যই বাবাজী আছেন। —আমি কেশবের সন্তান—আমার মুখে বেফাঁস কথা পাবে না।

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। কুলুই গ্রামের চক্রবর্ত্তী মশাইরা আসছেন।

দুর্ল্লভ। বটে বটে! দীনু, যা, এগিয়ে নিয়ে আয়, এগিয়ে নিয়ে আয়।

দীনু। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

দুর্ল্লভ। নকুল, ভায়া, তুমি দেখ চণ্ডীভায়া বাড়ী আছে তো?

নকুল। হাঁ, দাদা পুঁথী লিখছেন।

সনা। ঐ পুঁথী লেখাই ওর কাল হ'য়েছে! ভট্টাচায্যি মশাই ছেলে বেলা থেকে ওকে ঐ পুঁথী পাড়িয়ে পড়িয়ে মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছেন; পালা বাঁধেন—কীর্ত্তনিয়াদের সঙ্গে গা'ন গান! তাই তো হব্বি দীর্ঘি জ্ঞান নেই; নইলে কি ব্রাহ্মণবংশে জ'ন্মে ধোপানীর——

দুর্ল্লভ। সনাতনদা, কি কর! থাম, থাম।

ভবানী। (স্বগত) মেদিনী, দ্বিধা হও! কুলাঙ্গার পুত্রের পিতা; কত শুনতে হবে! কত শুনতে হবে!

নফর। সনাতন ঠিকই ব'লেছে। ও বেশী পুঁথী ঘাঁটলে নাস্তিক হ'তেই হবে। আমি কেশবের সন্তান, আমার পিতামহ আঙ্গিরস ক'রেছিলেন; আমাদের বংশে ওসব পুঁথী ঘাঁটাঘাটি নেই। তবু পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত, এঁদের এক একজনের দুপোণ তিন পোণ ক'রে বিবাহ।

দুর্ল্লভ। নকুল, দাঁড়িও না দাদা, চণ্ডীকে ডেকে নিয়ে এস।

[নকুলের প্রস্থান।

ওরে পরাণে, আরও গোটাকতক ক'ল্‌কে ধরিয়ে দিয়ে যা।

(দীনুর সহিত কন্যাকর্ত্তা ঘটক প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোকের প্রবেশ)

দুর্ল্লভ। (উঠিয়া) আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়; গরীবের কুটীর আজ ধন্য হ'ল! নমস্কার, নমস্কার।

রামরাম। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। আসতে একটু বিলম্ব হ'য়েছে, চার ক্রোশ পথ, আবার কালবেলা না কাটিয়ে তো আর বেরোতে পারি না?

ঘটক। সকল কষ্টের লাঘব হবে কন্যাসম্প্রদানের পর।

দুর্ল্লভ। আমাদের সবই স্থির। আজ আপনারা আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন, পরশু গয়ে হলুদ দিয়ে, সামনের শুক্রবারেই বিবাহের দিন ঠিক ক'রতে পারেন।

রামরাম। আপনার কথায় আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি; আমি একটী হরীতকী দিয়ে সম্প্রদান ক'রব।

দুর্ল্লভ। পরাণ, দেখ্, নকুল দেরী ক'রছে কেন। আর মেয়েদের ব'লে যা—চণ্ডী ভায়া এলেই যেন শাঁখটা বাজায়।

নফর। চক্রবর্ত্তী মশায়ের কন্যা দেখে আমরা সকলেই খুসী হ'য়েছি। কেশবের সন্তান—আমি মত করাতেই তো আর বে'ইমশায় কথাটী ক'ইতে পার্‌লেন না।

সনা। চণ্ডীদাস যেমন সুরূপ, তেমনি আপনার কন্যা! মিলবে ভাল।

নফর। এই যে বাবাজী আসছেন—এস বাবা, এস।

(নকুল ও চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

ঘটক। আহা! যেন কন্দর্প, মন্মথো দুর্নিবারঃ!

দুর্ল্লভ। (চণ্ডীদাসের প্রতি, রামরামকে দেখাইয়া) এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমার ভাবী শ্বশুর।

[চণ্ডিদাস একটু ইতস্তত: করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতাকে প্রণাম করিলেন, পরে কন্যাকর্ত্তা রামরামকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।]

রামরাম। ব'স বাবা ব'স, দাঁড়িয়ে কেন?

[ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা শাঁক বাজাইলেন]

চণ্ডী। (স্বগত) আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি! একি আমার বিবাহের উদ্যোগ? কৈ, এ পর্য্যন্ততো কিছু শুনিনি!

দুর্ল্লভ। ভায়া, তুমি বোধ হয় একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছে। আশ্চর্য্য হবারই কথা। তোমার পিতা এবং আমরা সকলে স্থির ক'রেছি এঁর কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব। আমরা পাত্রী দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছি, পরমা সুন্দরী কন্যা! আজ এঁরা তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন; এই শুক্রবারেই তোমার বিবাহ।

চণ্ডী। (দুর্ল্লভের প্রতি) তা আমায় কি একবার বলা উচিত ছিল না?

দুর্ল্লভ। উচিত অনুচিত বুঝব' আমরা। তোমার পিতা, আমি, আর এঁরা দাঁড়িয়ে থেকে যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছি, তখন তোমার মতামতের আর অপেক্ষা কি?

চণ্ডী। আমাকে একটু ভাব্‌বার অবসর না দিয়ে, আমাকে না ব'লে—

ঘটক। বিবাহের পূর্ব্বে আর ভাবনা কি বাবাজী? যত ভাবনা বিবাহের পর। এর পর আজীবন ভাববে। এখন কেবল আনন্দ!

নফর। কেশবের সন্তান—এই আনন্দ নিয়েই আছি।

চণ্ডী।, কিন্তু—

ভবানী। এতে আর 'কিন্তু' নেই, আমি আর কোন কথা শুনব না। এঁর কন্যাকেই তোমার বিবাহ ক'রতে হবে, এই আমার আদেশ! আমাকে যদি অপমানিত করবার তোমার ইচ্ছা না থাকে— চণ্ডীদাস, তুমি দ্বিরুক্তি না ক'রে আমাদের কথায় সম্মত হও।

দুর্ল্লভ। আমি অত বুঝি না; চণ্ডীদাস, আমি স্থির করেছি, আমি এঁদের কথা দিয়েছি, এঁরা আশীর্ব্বাদ করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন—এখন কোন কথা নয়—এখনও নয়, এর পরেও নয়। নকুল, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও, ধান দুর্ব্বা চন্দন আশীর্ব্বাদের উপকরণ সব নিয়ে এস। (কন্যাকর্ত্তার প্রতি) চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনি এ সব কথায় কাণ দেবেন না; বিবাহের পূর্ব্বে নবীনেরা একটু বেগড়ায়।

ঘটক। হাঁ হাঁ, এ অসম্মতি মানেই সম্মতি।

নফর। কেশবের সন্তানের নিকট কিন্তু ওটী হবার যো নেই। বুঝলেন ঘটক মশায়, আমরা ওকার্য্যে সদাই সম্মত। যদি কারও জাতরক্ষার প্রয়োজন হয়, এই চৌষট্টি বছর বয়েসেও——

চণ্ডী। আমার একটী নিবেদন আছে, আপনারা দয়া ক'রে শুনুন। পিতা, আমি কখনও আপনার অবাধ্য হইনি, আজও অবাধ্য হই এরূপ দুর্ম্মতি আমার নেই। আপনারা সকলেই আমার পূজ্য, আপনাদের আদেশ পালন করাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনারা তো জানেন, আমি এ বয়েস পর্য্যন্ত সংসারের কোন কাজেই থাকি না। আপনাদের অনুগ্রহে আমি বাশুলীর পূজা করবার অধিকার পেয়েছি। সেই বাশুলীই আমায় স্বপ্নে আদেশ দেন, তাঁর গুরু—জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণের ভজনা ক'রতে; সেই ভজনই আমার একমাত্র ব্রত। আমি রাধাকৃষ্ণের গান গাই, তাঁদের

যুগল-লীলার রসে ডুবে থাকি। আমার গুরুর আদেশ, প্রকৃতি মাত্রেই রাধা—ব্রজেশ্বরী! আমি বিবাহ ক'রব কাকে?

দুর্লভ। দেখ, ওসব লম্বা লম্বা কথা ঢের শুনেছি। সংসারী হ'লে কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না? ভজনপূজন হয় না? আমরা যা ব'লছি তোমাকে শুনতেই হবে।

[একদিক হইতে নকুল আশীর্ব্বাদের উপকরণ লইয়া আসিল, অন্যদিকে আঙ্গিনায় খানকতক কাচা কাপড় লইয়া রামীর প্রবেশ।]

পরাণ। আরে এই খেলে—খেলে! আরে ই-বিগে লয়। খিড়কী দিয়ে বাড়ীর ভিতরকে যা কেন্নেই, লাচদুয়ারে কেনে? এখন ইখানে শুভকর্ম্মটী হ'চ্চ্যান্ যে!

সনা। দুর্গা! দুর্গা! এমন সময় বেটী অযাত্রা! নাঃ পণ্ড ক'রলে সব!

[রামী থতমত খাইয়া আঙ্গিনার মাঝখানে দাঁড়াইল, চণ্ডীমণ্ডপস্থ সকলের দৃষ্টি সেইদিকে।]

দুর্লভ। (স্বগত) হারামজাদী বেটী যত নষ্টের গোড়া! বেটী তক্কে তক্কে ছিল, ঠিক সময় বুঝে এসেছে! দাঁড়াও, আমিও এর জড় মারছি। (প্রকাশ্যে) পরাণে, জুতো মেরে মাগীকে তাড়িয়ে দে তো। শুভ অশুভ ক্ষণ বোঝে না, কাপড় মাথায় এলেই হ'ল! (এলি, তা সদরে কেন, অন্দরের পথ ছিল না?)

ভবানী। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া) চণ্ডীদাস, আমার শেষ কথা—তুমি বিবাহ ক'রবে কিনা?

চণ্ডী। (পিতার পদধারণ করিয়া) পিতা, আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন, আমি সংসার ক'রব না।

ভবানী। তুমি দূর হও, তুমি আমার ত্যজ্যপুত্র! আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, আমার বংশের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই! আমার অভিশাপে তোমার পিতৃপরিচয় লোপ পাবে! পিতৃ-অবমাননাকারী অবাধ্য সন্তান তুমি, হীনসংসর্গে তোমার মতিভ্রম হ'য়েছে; আজ হ'তে এই হীনতাই তোমার অবলম্বন হ'ক; আজ হ'তে তুমি সংসারে সর্ব্বপরিচয়শূন্য হ'য়ে, হীনেরই অবলম্বন হ'য়ে বাস কর!

সনা। (ভবানীপ্রসাদকে ধরিয়া) খুড়োমশাই, আপনি স্থির হ'ন আপনি স্থির হ'ন্।

রামরাম। এরূপ গোলযোগ জান্‌লে আমরা তো আসতেম না!

দুর্লভ। চণ্ডীদাস, এখনও বুঝে উত্তর দাও। তোমার পিতা তোমায় ত্যজ্যপুত্র ক'রবেন, তাতেই তোমার শাস্তির শেষ হবে না, ব্রাহ্মণ-সমাজে তুমি পতিত ব'লে গণ্য হবে, ঐ অস্পৃশ জাতির মত তোমার ছায়া মাড়ালে লোকে নাইবে। এখনও বুঝে বল। এ সব সামাজিক ব্যাপার, সোজা কথা নয়।

চণ্ডী। আপনারা যখন আমার কোন কথাই শুনবেন না, তখন এখানে থেকে আপনাদের চক্ষুপীড়ার কারণ না হওয়াই ভাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জাত অজাত নেই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নেই। আপনারা সকলে আমায় ত্যাগ ক'রলেও তিনি আমায় ত্যাগ ক'রবেন না— এই বিশ্বাস অবলম্বন ক'রে আজ আমি গৃহত্যাগী হ'লেম।

[প্রস্থান।

দুর্ল্লভ। এতদূর স্পর্দ্ধা পাজীর। আমার মুখের উপর—আর সকল নষ্টের গোড়া—পরাণে! জুতো মেরে ঐ বেশ্যা মাগীকে এখনও তাড়িয়ে দিস্‌নি? বেটীর এত বড় সাহস, এখনও আমার বাড়ী দাঁড়িয়ে!

রামী। জুতো আর মা'রতে হবে না ঠাকুর মশাই! যখন জুতো মা'রতে ব'লেছেন, তখনই জুতো মারা হ'য়েছে। আপনারা বড় লোক, আপনারা ইচ্ছে ক'রলে বাড়ী থেকে ধ'রে এনে জুতো মা'রতে পারেন, ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারেন, খুন ক'রতে পারেন! আমরা ছোট লোক, আমাদের মা'রলে কাটলে কথা কবার কেও নেই—আমরা চিরদিনই আপনাদের জুতো খেয়ে আসছি! কিন্তু দুঃখ এই, আমাদের মত ছোট লোক, অজাতের মেয়ের ঘরের আনাচে কানাচে, যদি বামুন কায়েত ভদ্দরলোক জমীদার রাত্রে লুকিয়ে, কুকুর শেয়ালের মত হ্যাং হ্যাং ক'রে ঘোরে, সে কথা আমাদের মুখ ফুটে বলবার যো নেই; তা হ'লেই আপনারা জুতো মেরে আমাদের সেই মুখ ভেঙ্গে দেবেন!

[প্রস্থান।

(সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল)

দুর্ল্লভ। কুকুরকে নাই দিতে নেই! হতভাগা চ'ণ্ডের আস্কারাতেই বেটী মাথায় উঠেছে। গ্রামের কলঙ্ক—সমাজের কলঙ্ক! আজই আমি সায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি।

নফর। কেশবের সন্তান আমি, তার ভাগ্‌নে—তার' মুখের উপর কিনা—একটা বেশ্যা—

দুর্ল্লভ। পরাণে, তুই যা, একজন পাক সঙ্গে ক'রে হারাধন বেটাকে

বেঁধে আন্‌; আজ বেটাকে জুতিয়ে লাস ক'রব। সেই বেটাইতো ঐ বেশ্যা মাগীকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে রেখেছে। বেটার বাস তুল্‌ব' তবে আমি দুর্লভ রায়।

[পরাণের প্রস্থান।

ভবানী। আর আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি না, আমি বাড়ী যাই, আমার মাথা ঘুরছে, বুকের ভেতর কেমন ক'রছে! নকুল! ওঃ— যদি অপুত্রক হ'তেম, এ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হ'ত না!

[নকুলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রামরাম। রায়মশাই, এ সব ব্যাপার কি বলুন দেখি? তাহ'লে আমরা যা শুনেছিলেম—

সনাতন
তারিনী প্রভৃতি } কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!

(নেপথ্যে হারাধন)। চুরীও করি নাই, খুনও করি নাই, খাম্‌কা খাম্‌কা মারিস্‌ কেনে? কর্ত্তামুশাইয়ের কাছে লিয়ে চ,' জুতা খেতে হয়, সেইখানকেই খাব। হারাধন জুতা খেতে ডরাই নাই, কিন্তন্‌ নগদী পিয়াদার লয়, হুজুরের জুতা মাথায় কো'রে লেব।

দুর্লভ। পরাণে, বেটাকে চুণের ঘরে নিয়ে চল্‌, এখানে নয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রামীব বাটীর উঠানের একাংশ

[কাল—সন্ধ্যা]

চাঁপা।— [গীত]

পীরিতি নগরে, বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি পড়শী, পীরিতি প্রেয়সী,
অন্য সকলি পর ॥
পীরিতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পীরিতি বালিস মাথে।
পীরিতি বালিসে, আলিস করিব,
রহিব পীরিতি সাথে ॥
পীরিতি সায়রে, সিনান করিব,
পীরিতি জল যে খাব।
পীরিতি দুখের, দুখিনী যে জন,
পীরিতি বাঁটিয়া দিব ॥
পীরিতি বেসর, নাসাতে পরিব,
রহিব বঁধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে, পীরিতি থুইব,
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভনে ॥

চাঁপা। রামীদাদার মুখে এ গান কেমন মিষ্টি লাগে। তাইতো! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, রামীদিদি কখন্ সেই বামুনপাড়ায় কাপড় দিতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন? বাড়ীর এরাও তো কাপড় কেচে রোজ এম্‌নি সময় বাঁধ থেকে ফেরে, তাদেরই বা এত দেরী হ'চ্ছে কেন? রামীদিদি একদণ্ড কাছ-ছাড়া হ'লে প্রাণটা কেমন করে। ভিন্ গাঁয়ে বাড়ী, এখানে এসে বাস ক'রছে, কিন্তু মনে হয় আরজন্মে আমরা যেন দুই বোন্ ছিলুম। ঐ যে আসছে।

(রামীর প্রবেশ)

কি লো পোড়ারমুখ, আমি কি তোর ঘর চৌকী দেবার মনিষ? সেই কখন গিয়েছিলি, ঘরে আসবার কি নামটী নেই? বলি মুখে কি আমড়া পুরে আছিস নাকি? রা' কাড়ছিস্‌নি যে? (নিকটে গিয়া বিস্মিতভাবে) এ কি! তোর এমন মুখের ছিরি কেন? তুই কাঁদছিস্?

রামী। (সংযত হইয়া) না, কাঁদিনি, তুই কোস্, তোকে একটা কথা বলি।

চাঁপা। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) কি হ'য়েছে তোর? মাথা খাস্, লুকোস্‌নি; কেও তোকে কিছু ব'লেছে? এইতো খানিক আগে হাসিমুখে গেলি, এর মধ্যে তোর হ'ল কি?

রামী। আয়ীবুড়ি কোথায়?

চাঁপা। বাসুলীর মন্দিরে গেছে, ঠাকুর পেন্নাম ক'রতে।

রামী। চাঁপা, যে কটা দিন বাঁচে, আয়ীবুড়ীকে দেখিস্।

চাঁপা। কেন, তুমি আজই কি যমের বাড়ী যাচ্ছ নাকি? তোর হ'য়েছে কি বল্‌তো? মাইরি দিদি, লুকোস্‌নি।

রামী। চাঁপা, আমি আর এখানে থাক্‌ব না।

চাঁপা। ও—বিবাগী হবি?

রামী। না, ঠাট্টা নয়; আমি এ গাঁয়ের কে? ভিন্ গাঁয়ে আমার বাড়ী, ছেলেবেলা আমার মা বাপ ম'রে গেছল, আপনার জন কেও ছিল না, তাই এখানে এসেছিলুম। সম্পর্কে আয়ী, সেই এতদিন বুকে ক'রে রেখেছে; কিন্তু চাঁপা, এখানকার অন্ন আমার বরাতে আর সইল না।

চাঁপা। কেন বল্ দেখি? কে তোকে কি ব'লেছে? কারো সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হ'য়েছে? কেও অকথা কুকথা বলেছে?

রামী। আমার জন্যে আয়ী বুড়ীর বাস উঠবে। তুই তো জানিস, কি কষ্টে এ গাঁয়ে বাস করি। বামুন নেই, কায়েত নেই, ভদ্দর নেই, লুকিয়ে জ্বালাতন ক'রতে কেও কম করে না, কিন্তু সদরে জুতো দেখায়, জুতো মারে। আমি জানি সকলের আমার উপর কি আড়ি, কিন্তু এতদিন কেও ছুতোয়নতায় একটা উচু কথা কইতে পারেনি;—এখন, চণ্ডীঠাকুরের সঙ্গে মিছিমিছি একটা দুর্নাম রটিয়ে গাঁয়ের পাঁচজন কাণাকাণি করে। ধর্ম্মের মুখ চেয়ে, কোন দোষে দুষী নই জেনে, এতদিন মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে ছিলুম; কিন্তু আজ বুঝ্‌ছি অনেকদিন আগেই এ গাঁ ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল।

চাঁপা। কেন, কি হ'য়েছে আজ?

রামী। (উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সহিত) মনিব বাড়ী কাপড় দিতে গিয়েছিলুম, রায় মশাই চাকর দিয়ে জুতো মা'রলে।

চাঁপা। মে'রেছে! মেয়েলোকের গায়ে হাত দিলে?

রামী। এক চণ্ডীমণ্ডপ লোক—জুতো মা'রতে ব'ললে, বেশ্যা ব'ল্‌লে, আর বাকী রইল কি?

চাঁপা। শুধু শুধু? কেন, অপরাধ কি?

রামী। আমার কপাল! আমি বাশুলীর মন্দিরে চণ্ডীঠাকুরের কাছে যাই, সেও কখন' সখন' আমার এখানে আসে, সাধন ভজনের কথা কয়। সেও লুকিয়ে আসে না, আমিও লুকিয়ে যাই না। সে কৃষ্ণলীলার গান করে, আমার ভাল লাগে। আমি তাকে গুরুর মত দেখি; 'মত' কেন? সে আমার গুরু, ইষ্ট, আমি তার পূজো করি. তাকে ভালবাসি। যদি দোষ মনে ক'রতুম, লুকিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রলে কে জানত? এমন তো কত ঘরে করে; কত ঘরের কথা তুইও জানিস, আমিও জানি। সে পাপ করিনি ব'লে কি আমার এই শাস্তি?

চাঁপা। (গম্ভীর ভাবে) কথা যখন তুল্লি, তখন আমিও বলি। কাণাঘুসো অনেকের মুখেই শুনিছি। লোকের চ'খে এটা যে দেখতে খারাপ, তাও অনেক সময় মনে হ'য়েছে। আমাদের ঘরেও যে এ নিয়ে কথা হয়নি, তাও নয়, কিন্তু তোকে কিছু বলিনি পাছে তুই দুঃখু পাস। আর আমার বিশ্বাস, খারাপ কাজ, কি পাপের কাজ তুই কখনও করবি না। আর ও ঠাকুরটীও তো পাগল; ওর কথা কি ব'লব, ওকে দেখে সময়ে সময়ে মনে হয় একটা পাঁচ বছরের ছেলে। কি বলে, কি করে, তার মাথাও, নেই মুণ্ডুও নেই; হাসিও পায়, আবার পাগল ব'লে দুঃখুও হয়। ওর চোখে কোন দিন কিছু কু দেখিনি, দেখলে মিন্সেকে ব'লে ওর এ বাড়ী আসা বন্ধ ক'রে দিতুম। কিন্তু ভাই, তবু লোক মেনেতো চ'লতে হয়। যা হ'য়ে গিয়েছে গিয়েছে, এখন থেকে সাবধান হ'।

রামী। সাবধান হব, একেবারেই সাবধান হব। শুধু আমার জন্যে নয়—কেন তার কলঙ্কের জন্যে এখানে থাকব?

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। বড় রস! দুজনা জট বেঁধে ব'সে আছে; আর জুতা খেয়ে মলাম আমি! তোরে ক'দ্দিন নিষেধ করিছি এ বাড়ী আসিস্ নাই, খালি আমার মুখ থাবুড়ি দেয়! বলে—'না, ও কিছু লয়, ও খুব ভাল!' আজ উওরই জন্যেতো মুনীব বাড়ী গিয়ে জুতা খেয়ে ম'লাম; নইলে পাঁচখান গাঁয়ের মধ্যে আম্মায় একটা উঁচু কথা কয় ইমন ক্ষেম্‌তা কার?

চাঁপা। সে কি গো! তোমায় মা'ল্লে! (নিকটে গিয়া) আহা, এ যে গা ফুলে উঠেছে, দেহে কিছু রাখেনি! হেঁই মা বাশুলী, কি সর্ব্বনাশ করলি মা! হায়—হায়!

হারা। যা যা, আর আদর কাঁড়াতে হবে নাই। তু কেনে হিথকে আসিস্? কেনে উওর সঙ্গে আলাপ রাখিস্? নষ্ট ছিনেল মাগীদের বাতাস খারাপ। তু আমার নিষেধ মানিস্ নাই কেনে? উও যদি ভাল হবেক, তাহ'লে আমি জুতা খাই?

চাপা। হেঁই গো, তুমি এখন রেগেছ, তোমার পায়ে ধরি, এখন এখানে নয়, ঘরকে গিয়ে আমায় মারো কাটো আম রা কাড়ব না; এখানে কিছু বোলো না, তোমায় গড় করি, ব্যাগত্তা করি, ঘরকে এস।

হারা। যাব, ঘরকে যাব, আগে ইএর একটা বিহিত ক'রে তবে ঘরকে যাব। কোথা আয়ী বুড়ি? তারে ডাক্। ও ভিন্ গাঁয়ের পাপ, আগুনের খাপরা, গাঁ-জ্বালানে, দেশ জ্বালানে! বাপের ঘর জ্বালায়ে হিথ্‌কে আসছে আমাদিগে দগ্ধতে!

চাঁপা। তুমি কাকে কি ব'লছ? তোমার বড্ড লেগেছে, রাগে তোমার

মাথার ঠিক নেই। ছি ছি, নইলে দিদিকে তুমি অকথা-কুকথা বল ?

হারা। কে তোর দিদি ? ঐ নষ্ট ছুঁড়ী ? তুই এখনি এখান থেকে যা, যে কদিন উ ইখানে থাকে, উর ছায়া মাড়াসনি—যা ব'লছি, যা।

চাঁপা। আগে তুমি এখান থেকে চল, নইলে আমি যাব না। তুমি যা ব'লছ সবই মিছে, ওর কোন দোষ নেই। আমরা মেয়েলোক, মেয়েছেলের মুখ দেখলে বুঝতে পারি, কে নষ্ট কে ভাল। যদি ওকে এতটুকু মন্দ ব'লে সন্দ হ'ত, আমি ওর সঙ্গে কথা কইতুম না, ওর ছায়া মাড়াতুম না। তুমি রাগ ক'রে ওরে কু কথা বলো না, তোমার পাপ হবে, ঘাট হবে। ও ঠাকুরদেবতা নিয়ে আছে, ও সামান্যি নয়। (রামীর প্রতি) দিদি, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ওর কথা ধোরো না, রাগ কোরো না, তোমার নিঃশ্বেস প'ড়লে আমার খোকার অকল্যেণ হবে।

হারা। খুন করলেও রাগ যায় না! হারামজাদীকে যত বলছি ইখান থেকে চলে যা, তত ঘেনিয়ে ঘেনিয়ে পালা গেঁইছে, বেরা বলছি, ইখান্ থেকে বেরা, যা—চলে যা!

চাঁপা। কি! তুমি আমায় বাপ তুললে ? গাল দিলে ? হারামজাদী বল্লে ? আমি এখান থেকে যাবনা, দেখি তুমি কি ক'রতে পার ?

হারা। যা ক'রতে পারি তা দেখাচ্ছি- ছিনাল, খানকী! (চুলের মুঠি ধরিল) তোর হাড় একবিগে মাস একবিগে ক'রবো যদি ইখানে আসবি ?

রামী। (উঠিয়া স্থিরকণ্ঠে) হারাধনদা, ছেড়ে দাও, ছিঃ! পরিবারের গায়ে হাত তুলতে নেই। (চাঁপার প্রতি) চাঁপা, দুঃখু করিসনি, তুই আমার বাড়ী থেকে যা। ও মার তুই খাসনি, মার খেয়েছি আমি।

হারা। গায়ে হাত দিই সাধ ক'রে? কথা বাড়াবে, যাবে না, কিসের খাতির তোর এই মেয়েটার সাথে? উ যদি ভাল, তো গাঁয়ের নোক উকে মন্দ বলে কেনে? কেনে উ ঠাকুরটোর সঙ্গে মেশে? কিসের লেগে? ধম্ম! গান গেয়ে নাট কোরে ধম্ম? (রামীর প্রতি) তু ই গাঁয়ের কে? কেন তোর সাথে আমার ইস্ত্রী আলাপ রাখবে? (চাঁপার প্রতি) তোর হাড় একবিগে মাস একবিগে ক'রব যদি ফের ইবিগে আসবি!

রামী। হারাধনদা', যদি মারতে হয় কাটতে হয়, আমাকে মার' কাট'; ওর কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। ওকে যদি কিছু বল, আমি তোমার সামনে আত্মহত্যা ক'রব।

হারা। তু আপ্তহত্যে কোরতে হয়, মো'রতে হয়, মর্‌গা! তুকে আমি মারতে গেলাম কেনে? তু আম্মার কে বটে, যে তোর গায়ে হাত দিব? তু যদি সত্যি আমাদের কেউ হতীস্, তোকে কি আস্ত রাখতাম?

চাঁপা। (রামীর প্রতি) দিদি, তোমায় ব্যাগত্তা করি, আজকের কথা নিয়ে যদি কিছু মনে কর, আমি গলায় দড়ী দেব। (হারাধনের প্রতি) তোমার বড় বিদ্ধি হ'য়েছে, মুখের আট-ঘাট নেই, যাকে যা না বলবার তাই বল! ধোপার ঘরের ধোপা,—জুতো মেরেছে বেশ ক'রেছে! বাপ্ তুলবে, জুতো মারবে,—কেন্ গা? কিসের এত তেজ? যাচ্ছি ঘরকে, কিন্তু ফের যদি দিদিকে নিয়ে কোন কথা কও—তোমার ঘরে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে আমি বাপের ঘরে চলে যাব, তবে আমি বাপের বিটী—হ্যাঁ!

[প্রস্থান।

হারা। (রামীর প্রতি নিম্নস্বরে) তোর শেখনাতেইতো ইস্ত্রী হ'য়ে মাথায়

উঠেছে, নইলে আম্মার মুখের উপর রা-কাড়ে, ইমন বুকের পাটা হয়!

[প্রস্থান।

রামী। লাঞ্ছনার যা বাকী ছিল, সবই হ'ল—এখানে আর থাকব না। আমার ভালই বা কি, মন্দই বা কি ; যেদিকে দু'চোখ যায় সেইদিকেই চ'লে যাব। ঠাকুর! তুমি তো জান মনের কোথাও এতটুকু মলা আছে কিনা! চ'লে যাব, কিন্তু মনে হচ্ছে যার জন্যে এ কলঙ্ক, তার কি হবে? সে ক্ষেপা, সে আমা বই যে জানেনা। ঠাকুর! একি ক'রলে? কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলে দিয়ে ঘরের বা'র ক'রলে?

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। (ব্যাথিত স্বরে) রামী!

রামী। (বিস্ময়ে) একি! তুমি এমন সময় এখানে কেন?

চণ্ডী। আমার আর স্থান কৈ? তুমি তো দে'খলে আমার দয়াল ঠাকুর সকল বাঁধন থেকে আমায় মুক্তি দিয়ে তোমার চরণ সার করালেন! লোকে সংসার ত্যাগ করে, সংসার আমায় ত্যাগ ক'রলে! আমার চেয়ে ভাগ্যবান্ কে? আমার বাপ নেই, ভাই নেই, আত্মীয় বান্ধব, কেউ নেই—কেবল আছ তুমি—আমার সকল সাধনার সার—আমার ইষ্টের আরোপ—অপরূপ রূপমাধুরী নিয়ে কিশোরী রজকঝিয়ারী! তুমিই তো রাধাপ্রেমে ঘর ছাড়ালে ; এখন তুমিই আশ্রয় দাও।

রামী। কি সর্ব্বনাশ! কি ব'লছ? আমি তোমায় আশ্রয় দেব?

আমার আশ্রয় কৈ? আমি যে এখনি এ ঘর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি; আমার যে আর এখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই!

চণ্ডী। বাঃ! বাঃ! কি আনন্দ! কি আনন্দ! ছোট ঘর, মাটীর পাঁচীল—তোমারও ভেঙেছে, আমারও ভেঙেছে। সীমাশূন্য ধরণী, সীমাশূন্য নীলাকাশ,—বাশুলীর আদেশে এই সীমাশূন্য বিশ্বপ্রাঙ্গণে তুমিইতো আমার উপযুক্ত আশ্রয়! আমায় ফেলে কোথায় যাবে?

রামী। (স্বগত) এম্নি ক'রেই আমায় পাগল ক'রেছে। কি ক'রব? এ সাধের বেড়ী ভাঙ্তে যে প্রাণ চায় না! হে হরি! হে ঠাকুর! আমি যে নীচ ধোপার মেয়ে, আমায় এ কি ধাঁধায় ফেলছ? আমার বুকে বল দাও, ভরসা দাও! আমার জন্যে একটা সংসার ম'জবে? না—না, আমি কখনও মুখ ফুটে ব'লব না, কখনও ধরা দেব না। আমার ভাগ্যে যাই থাক্, পুড়তে হয় নিজে পুড়ব, কাওকে সাথী ক'রব না।

চণ্ডী। তুমি কথা কও, বল আমায় আশ্রয় দিলে? আমি কি ছিলাম? একটা মাতাল, একটা উন্মাদ! অন্ধকারে ঘুরিছি—পথ খুঁজে পাইনি; শান্তি চেয়েছি—আগুনে পুড়িছি; প্রাণের জ্বালা কেও বোঝেনি, মনের কথা খুলে বলি এমন দোসর পাইনি; তোমায় দেখলুম। যেন কতদিনের পরিচিত! এ কাদামাটীর জগতের মাঝে একটা নুতন জগৎ চোখের সামনে ভেসে 'উঠ্ল'! তার রূপে সৌন্দর্য্যে, সঙ্গীতে মাধুর্য্যে, ছন্দে গন্ধে, আমি সকল ভুলে, সকল তুচ্ছ ফেলে রেখে তোমার কাছে ছুটে এসেছি; তুমি আমায় পায়ে ঠেলনা, আশ্রয় দাও!

চণ্ডী। [গীত]

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

রামী। (স্বগত) বাঁশীর ডাকে সব ভুলে যাই। কিসের অভিমান, কিসের দুঃখ, কিসের কলঙ্ক! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, আমায় পায়ের ধূলো দাও, আমি পতিত, তুমি আমায় উদ্ধার ক'রতে এসেছ, আমার দেবতা তুমি! কি ব'লব, চোখের জল যে রোধ ক'রতে পারছি না, কথা যে ফুটছে না!

[গীত]

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

(দীনু ও কতিপয় লাঠিয়ালের প্রবেশ)

দীনু। এই যে চণ্ডীদাস, (এসে জুটেছ!) গলাধরাধরি ক'রে গান গাওয়া হ'চ্ছে—একটু হায়াও নেই, লজ্জাও নেই! (লাঠিয়ালদের প্রতি) দেখ, এই সেই বেশ্যা মাগী। বাবুর হুকুম, একে বেঁধে কাছারী বাড়ীতে নিয়ে আয়।

চণ্ডী। বেঁধে নিয়ে যাবে! কাকে? কি ব'লছ তুমি?

দীনু। তুমি আর কথা ক'য়ো না বামুনের ঘরের ভূত! ধোপার ভাত খেয়ে তোমার গাধার মত বুদ্ধি হ'য়েছে। তোমারও হ'য়ে গেছে, সমাজে তুমি পতিত। নেহাত ভবানীখুড়োর ছেলে, তাই এর

উপর দিয়েই গেল, নইলে তোমারও কি হাল হ'ত দেখতে! এখন হুকুম হ'য়েছে, একে বেঁধে নিয়ে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে গাঁ থেকে বা'র ক'রে দিতে হবে। ছোট লোক বেটীর এতবড় আস্পর্দ্ধা, পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে বাবুর মুখের উপর যা-না তাই ব'লে আসে!

রামী। বেঁধে নিয়ে যেতে হবে না, চ'ল আমি আপনিই যাচ্ছি।

দীনু। আঃ ম'রে গেলুম আর কি! আর আপনি যেতে হবে না, সে পথ বন্ধ হ'য়েছে। বাবুর হুকুম, তোকে বেঁধেই নিয়ে যাব। (লাঠিয়ালদের প্রতি) এই, তোরা হাঁ ক'রে কি শুনছিস? নে চল্, বাঁধ্ বেটীকে!

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

হারা। বাড়ীতে এত গোল কিসের গা? এই যে নায়েব মশাই, পেন্নাম। নায়েব মশাই, ব্যাপার টো কি? এত লোকজন কেনে?

দীনু। যা বেটা আপনার চরকায় তেল দিগে যা, একবার জুতো খেয়ে মরিছিস্, আর এর মধ্যে মাথা গলাস্‌নি। বাবুর হুকুম, এই বেশ্যা মাগীকে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে।

হারা। কি? কি? বলি কাণ্ডটো কি? হারাধনের ঘর হোৎকে, তার মেয়েনোককে বেঁধে নিয়ে যায় এতবড় নেঠেল তো এ মুলুকে দেখিনাই।

দীনু। ব'লছিস কি বেটা পাজী ছোটলোক? সাপের পাঁচ পা দেখেছিস বটে? জানিস্ কা'র সামনে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছিস্? এ

মাগী আবার তোর ঘরের মেয়েলোক হ'ল কি ক'রে রে বেটা? নষ্ট মাগী, নিজের দেশ মজিয়ে এসেছে এখানে!

হারা। খপরদার, মুখ সামুলে কথা ক'বেন! বাড়ী দাঁড়িয়ে বদ্‌জবান ব'লবেন না। হ'লই বা ভিন্ গাঁয়ে বাড়ী, আমার জাত কুটম তো বটে! আমার আছ্‌য়ে আছে, দোষ করে, ঘাট করে, আমি তার বিলি-বিহিত ক'রব; তোমরা নেঠেল দিয়ে ধ'রে লিয়ে যাবার কে বটে! গাঁয়ে কি আর মানুষ লাই? একি রাবণ রাজার রাজত্বি নাকি?

দীনু। হারাণে, কেন বেটা মা'র খেয়ে ম'রবি; জমীদারের হুকুম, ভাল চা'স্ তো কথা ক'স্‌নে বেটা!

হারা। হারাধন তোমার জমীদারকেও ডরায় নাই, মারখেতেও ডরায় নাই! তুমি বেরাম্ভণ, মানে মানে স'রে পড়। হারাধন বেঁচে থাকৃতে তার ঘরের মেয়েনোককে বেঁধে লিয়ে যায় ইমন ক্ষেমতা (এ ক'বেটা নেঠেলের নাই।)

(চাঁপার পুনঃপ্রবেশ)

চাঁপা। দিদি, তুমি আর এখানে দাঁড়িও না, ঘরকে এস।

[রামীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

চণ্ডী। দীনুদা, চল, আমি রায় ম'শায়ের কাছে যাচ্ছি, তিনি যে শাস্তি দেন, মাথা পেতে নিচ্ছি। দে'খছ তো, সকল দোষ আমার, এখানে আর গোল ক'রোনা, চল।)

হারা। কি আর ব'লব, সব বেরাম্ভন, ত্থাব্‌তা, গায়ের ঝাল গায়েই

মা'রলাম্। চল লায়েব মশাই, আম্মুও যেঁছি, আর একবার মনিবের জুতা খেঁয়ে আসি। কিন্তুন্ গাঁয়ের পাঁচজনাকে বলি, মেয়েছেলেকে বেঁধে লিয়ে যেতে চায় ; কেনে ? আমাদের কি ধম্ম লাই, ইজ্জত লাই ? চ'ল।

দীনু। হারাধন, কাজটা ভাল ক'ল্লিনি, এর পরে বুঝ্‌বি।

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। দাদা, দাদা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! বাবা কেমন ক'রছেন ! তিনি বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে যান্। তোমার নাম ক'রে কেবল কাঁদছেন। শিগ্‌গির এস দাদা, শিগ্‌গির এস। আমি সারা গাঁ তোমায় খুঁজে বেড়িইছি !

চণ্ডী। বলিস কি ? নকুল, নকুল কি সর্ব্বনাস হোল'।

দীনু। এ্যাঁ, ভট্‌চায্যি মশায়ের নিদেন্। চল। চল। যাঃ—হারাধ'নে, এ যাত্রা বেঁচে গেলি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

চণ্ডীদাসের গৃহ।

(ভবানীপ্রসাদ ও গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ)

ভবানী। চণ্ডী এখনো এল না, এখনো এল না? নকুল!

দুর্ল্লভ। ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না, নকুল তাকে খুঁজতে গেছে, এল ব'লে।

ভবানী। আর খুঁজতে গেছে! আমিই তাকে তাড়িয়েছি, লাথি মেরে তাড়িয়েছি! নির্ভীক পুত্র আমার, বীরপুত্র আমার! সত্যবাদী, সত্য কথা ব'লেছিল, ত্যাজ্যপুত্র করেছি! বুকের ভিতর কেমন ক'রছে, বুকের ভিতর কেমন ক'রছে! এখনো এল না?

দুর্ল্লভ। (জনান্তিকে অপরের প্রতি প্রলাপ ব'কছেন, আর দেরী নেই।

(কবিরাজ লইয়া বেচারামের প্রবেশ)

বেচারাম। (ব্যস্তভাবে) কবিরাজ মশায়কে পেয়েছি।

দুর্ল্লভ। মশায় এসেছেন, ভালই হ'য়েছে। অবস্থা তো সুবিধে ব'লে বোধ হচ্ছে না।

নফর। সামনে রাত্রি—বড়ই অসুবিধে। কবিরাজ মশাই, কালকের

সকাল পর্য্যন্ত টেঁকিয়ে রাখতে পারেন না? নিদেন শেষ রাত্তির পর্য্যন্ত। আমাদেরই তো ভুগতে হবে!

কবি। স্থির হ'ন্, আগে দেখতে দিন্। (হাত দেখিলেন) হঠাৎ কি কোন উত্তেজনার কারণ হ'য়েছিল? আজ মধ্যাহ্নেও তো এঁকে উঠে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি। পূর্ব্ব হ'তে কোন ব্যাধিও তো প্রকাশ পায়নি।

দুর্ল্লভ। অপরাহ্নে কোন বিশেষ কারণে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন, তারপর সন্ধ্যা থেকেই অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হ'চ্ছে।

কবি। বয়স প্রাচীন, অবস্থা বড়ই মন্দ; তবে আমাদের কি জানেন, যতক্ষণ প্রাণ আছে চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ঔষধ দিচ্ছি, মধু দিয়ে মেড়ে জিহ্বায় প্রলেপ দিন, আশু উপকার হ'লেও হতে পারে। আর শাস্ত্রেই আছে—বিনা ঔষধে মৃত্যু, সে অপঘাতেরই তুল্য। চরম কালেও ঔষধ ব্যবস্থা! (পুঁটলী হইতে ঔষধ বাহির করিয়া দিলেন)।

ভবানী। আর ঔষধ নয়, কুলদেবীর চরণামৃত, মা বাশুলির চরণামৃত। চণ্ডীদাস!

কবি। এঁর পুত্রদের কাওকে দেখছি না যে, বাবাজীরা কোথায়?

দুর্ল্লভ। আসছে।

ভবানী। আর আসছে! ব্রাহ্মণী ছেলে দুটীকে রেখে স্বর্গে গেলেন, বাছারা মায়ের অভাব বুঝতে পারেনি, বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছি, কখনো কোন কাজে বাধা দিইনি। আমার বড় আদরের চণ্ডীদাস—বড় আদরের নকুল—হরিহর! কোথায় তারা? চণ্ডী, এখনো এলিনি, এখনো এলিনি? আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ?

(চণ্ডীদাস ও নকুলের প্রবেশ)

চণ্ডী। বাবা! বাবা! (পিতার পায়ের উপর পড়িলেন)

[ইতিমধ্যে একজন ঔষধ মাড়িয়া আনিয়াছে ; রায় মহাশয় খলটা লইয়া নকুলকে দিলেন।]

দুর্ল্লভ। নকুল, এই অষুধটা ওঁর জিভে বেশ ক'রে লাগিয়ে দাও।

ভবানী। ও অষুধ নয়, ও অষুধ নয়, পরম অষুধ আমার পায়ের উপর। বাবা চণ্ডী, একবার এই বুকের উপর আয় বাপ!

[চণ্ডীদাস কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার বক্ষের উপর পড়িলেন।]

চণ্ডী। বাবা, আমায় ক্ষমা করুন; আর কখনো আপনার অবাধ্য হব না, আমায় ক্ষমা করুন।

[ভবানীপ্রসাদ চণ্ডীদাসকে বুকে জড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।]

দুর্ল্লভ। খুড়োমশায়, ভগবানের নাম করুন, আপনার প্রাচীন কাল, ছেলে দুটিকে রেখে যাচ্ছেন, এতো আপনার আনন্দের যাওয়া; এ সময়ে আপনি অধীর হ'য়ে পরকালের কাজ ক'রতে ভুলবেন না, মা'র নাম করুন।

ভবানী। দুর্ল্লভ, সব জানি, সময়ও হ'য়েছে। কিন্তু এ দেহ থাকতে বুঝি মায়া ত্যাগ করা যায় না। চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি, কৈ, তোদের মুখখানি দেখি, দেখি। চণ্ডীদাস, বাবা, যা ব'লেছিলেম,

ভুলে যাও। আমি বুঝতে পারিনি, তোমার প্রতি অন্যায় ব্যাভার করেছিলেম। বীরপুত্র আমার! সত্যকে আশ্রয় ক'রে থেকো, সত্যই ভগবান্। আমার আশীর্ব্বাদ—তুমি দেশপূজ্য হবে, লোকে তোমার পূজো ক'রবে। কালী কৈবল্যদায়িনী।

কবি। দেখছেন কি? গঙ্গাজল মুখে দিন, হ'য়ে এল যে!

(ভবানীপ্রসাদের মৃত্যু)

নকুল। রায়মশায়, রায়মশায়—আজ আমরা পিতৃহীন হলেম!

বেচারাম। আমরা এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে থাকতে ভটচায্যি মশায়কে ঘরেই মারলেম?

কবি। মৃত্যুর আর স্থান কাল নেই। এই যে এতটুকু কথা কইলেন সে কেবল ঔষধের গুণে; মনোভঙ্গে মৃত্যু এইরূপ হঠাৎ-ই হ'য়ে থাকে।

(এই সময় দীনু ঘরে প্রবেশ করিল)

দীনু। কর্ত্তামশায়?

দুর্ল্লভ। কেরে দীনু? ঐখানে দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

কবি। আপনারা তাহ'লে সৎকারাদির ব্যবস্থা করুন, আমি আসি।

[প্রস্থান।

সনাতন। চণ্ডীদাস, বাপু, এখন অধীর হ'লে চ'লবে না, নকুল, ঠাণ্ডা হ', এখন বুক বাঁধতে হবে, কাঁদবার ঢের দিন পাবি। রায়মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ কর্। প্রাচীন বয়েস, আমার বোধ হয় গঙ্গায় নিয়ে যেয়ে সৎকার করাই বিধি, দশ বারো ক্রোশ পথ, যদি যেতে হয় এখন থেকেই তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

নকুল। আপনারা পাঁচজনে আর রায় মশায়, যা ব্যবস্থা ক'রবেন তাই হবে।

(দুর্ল্লভের পুনঃপ্রবেশ)

দুর্ল্লভ। সনাতন দা, কি ব'লছিলেন ?

সনা। এদিকে যা হবার তাতো হ'ল ; আমি ব'লছিলেম গঙ্গায় নিয়ে গেলে হয় না ?

দুর্ল্লভ। নিয়ে যাওয়াইতো উচিত, ভবানী খুড়ো তো যে-সে লোক ছিলেন না। অবস্থাই না হয় তেমন নয়, কিন্তু একজন বড় সাধক, ঋষিকল্প ব্যক্তি ; বিশালাক্ষীর সেবায় জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। আমরা থা'কতে তাঁর পারলৌকিক কার্য্যের কোন বিঘ্নই হবেনা। ব্যয়-ভূষণ সমস্ত আমরাই বহন ক'রবো।

সনা। হাঁ, হাঁ, এতো তোমার উপযুক্ত কথাই ভায়া। সাধে কি আর গাঁয়ের মাথা হ'য়ে আছ ! গ্রামের সকল ভারই যে তোমার ! তবে আমরা উদ্যোগ করি ? তোমার উৎসাহ পেলে আমরা না পারি কি ? কি বল তারিণী খুড়ো, রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যা'ক, কি বল ?

তারিণী। নিশ্চয় ! এর আর কথা কি ?

দুর্ল্লভ। তবে এখন কথা হ'চ্ছে, খুড়ো মশায়ের শেষ-কার্য্য ক'রবে কে ? মুখাগ্নি, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ ?

নকুল। কেন, দাদা ?

দুর্ল্লভ। তুমি থাম, অপোগণ্ড বালক কোথাকার ! কথার মানে বোঝনা, কথা ক'ইতে এস ! সনাতন দা, তারিণী খুড়ো, নফর মামা, ব্যাপারটা কি বুঝ্ছো ?

সনা। হাঁ, বুঝ্‌ছিও বটে, বুঝ্‌ছিনাও বটে; তবে আমাদের বোঝা বুঝিতে কি যাবে আসবে ভায়া? গাঁয়ের মাথা তুমি, সমাজের শিরোমণি—ও বোঝা পড়ার ভার সব মাথার। আমরা, কেও হাতটা, কেও পা'খানা! তুমি যেমন চালাবে তেমনি চ'লব।

দুর্ল্লভ। ব্যাপারটা দীনুর কাছে সব শুনলাম; তোমরাও তো দেখ্‌লে ও বেলা চণ্ডীদাসের ব্যাভার? সত্যকথা ব'লতে কি, একপ্রকার চণ্ডীদাসই হ'ল খুড়ো মশায়ের মৃত্যুর কারণ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে ধোপা-বাগ্‌দী-তেওর নিয়ে যে ঘর করে, তাকেতো আর হিঁদুর শৌচ-আচারসম্পন্ন ব'লতে পারি না। আর চণ্ডীদাসকেতো প্রকাশ্য সভায় ভবাণীখুড়ো একরকম ত্যাজ্যপুত্রই ক'রে গেছেন; এ অবস্থায়, এই সংস্পর্শ-দোষ নিয়ে চণ্ডীদাসের দ্বারায় তো আর খুড়ো-ম'শায়ের পারলৌকিক কার্য্য হ'তে পারেনা; সুতরাং এর একটা মীমাংসা না হ'লে এ শব তো আমরা কেও স্পর্শ ক'রতেই পারব না।

নফর। উঃ—গুণাকর! রায় গুণাকর! স্মৃতি একেবারে কণ্ঠে! সার্ব্বভৌম ঠাকুরও এমন বিপদ্‌কালে এরূপ ব্যবস্থা দিতে পারেন কি না সন্দেহ! ভ্যালারে মোর বাবা! গ্রামে তুমি আছ তাই এখনো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আছে।

নকুল। (দুর্ল্লভের পা ধরিয়া) রায়মশায়, রক্ষা করুন, এ সময়ে আর ওসব কথা তুলবেন না; আমরা বড় গরীব, নিঃসহায়। দে'খছেনতো, দাদা শোকে প্রায় জ্ঞানরহিত, তাঁর মুখে একটীও কথা নেই; দাদা আমার নিষ্পাপ, এ সময়ে আপনি আমাদের পায়ে না রাখলে আমরা কোথায় দাঁড়াই? আমাদের বিপদ তো বুঝ্‌ছেন।

দুর্ল্লভ। নকুল, বিপদটা যে কতখানি তা কি আমি বুঝ্‌ছি না ভাই!

তোমরা ছেলে মানুষ, তোমরা আর কতটুকু বুঝবে? ভবানী খুড়ো গেলেন, গ্রামের ইন্দ্রপাত হ'ল; কিন্তু ভাই, তার চেয়ে যে বড় কথা—ধর্ম্ম—হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম! সনাতন-দা, তারিণী খুড়ো, নফর মামা তোমরা বিজ্ঞ, তোমরা শোন, দীনু এইমাত্র দেখে এসেছে চণ্ডীদাসকে সেই ধোপানীর (রাগীর) বাড়ীতে। দুজনে গলাধরাধরি ক'রে গান গাচ্ছিল! প্রকাশ্যে এই সব কেলেঙ্কারী! এ অবস্থায় ধর্ম্মের মুখ চেয়ে যে আমায় কঠোর হ'তে হ'চ্ছে। গ্রামের আরও পাঁচজন তো র'য়েছেন—এঁদেরই আমি শালিস মানছি, আমি এঁদের ব্যবস্থা ঘাড় পেতে নেব। এঁরা কি উচিৎ বলুন। চণ্ডীদাসকে নিয়ে সমাজে চ'লতে কারো আপত্তি না থাকে, আমারও নেই। আর সমাজ যদি বলেন 'না,' আমার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ ব'ল্লেও আমি 'হাঁ' ক'রতে পারব' না। সনাতন-দা', নফর মামা, তারিণী খুড়ো, এঁরা বলুন এঁদের কি মত? আমি সমাজের পদানত, আমার নিজের বিচারবুদ্ধি এখানে কিছুই নেই।

নফর। ও কি কথা ব'লছ বাবাজী, তোমাকে নিয়েইতো এই নানুরের সমাজ; এঁরা আর তুমি কি ভিন্ন? আমাদের সকলেরই ঐ একই রায়। এর একটা কিছু মীমাংসা নাহ'লে আমরা তো ও শব স্পর্শই ক'রতে পারব না। বিশেষতঃ কেশবের সন্তান—আমি তো আর এ বয়সে অধর্ম্মের কাজ ক'রতে পারি না।

চণ্ডী। তাহ'লে কি আমার পিতার সৎকার হবে না?

দুর্ল্লভ। হবে না কেন? তোমাকে বাদ দিয়ে সবই হ'তে পারবে। তুমি যদি অগ্নিদান কর, তাহ'লে তো পাতিত্য দোষ ঘ'টবে, কেননা তুমি এখন সমাজে পতিত।

চণ্ডী। আমি মনে-প্রাণে জানি, আমি কোন দোষে দোষী নই, কোন

পাপচিন্তাও কখনো আমার মনে উদয় হয়নি, তবু আপনারা আমাকে পতিত্ ব'লে আমার পিতার শব কেও স্পর্শ ক'রবেন না? (আমি যদি অগ্নিদান করি, আমার বাড়ী কেও জলগ্রহণ ক'রবেন না? আপনারা আমায় কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছেন, কেও খুড়ো, কেও জ্যাঠা, কেও মামা, কেও ভাই।—যদি আমি সত্যই কোন অপরাধ ক'রতেম, সে অপরাধ কি আপনারা আত্মীয় ব'লে, আশ্রিত ব'লে, বিপন্ন ব'লে এ সময়ে মার্জ্জনা ক'রতেন না? আমি আপনাদের কি ব'লব, আমি নরাধম; আপনারা যে দোষে আমাকে পতিত্ ব'লছেন, সে দোষে দোষী না হ'লেও মহাপাতকী আমি, পিতার অবাধ্য সন্তান।—আমারি জন্য পিতা প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন। পিতৃ-হত্যাকারী নরাধম আমি! এই মহা অপরাধের জন্য আমায় যে শাস্তি দিতে হয় দিন্, সে শাস্তি আমি অবনতমস্তকে গ্রহণ ক'রব। বলুন, আমার এ পিতৃহত্যা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? কিন্তু) এই মিথ্যা কলঙ্কের অপবাদ দিয়ে আমায় আপনারা ত্যাগ ক'রবেন না।

সনা। ত্যাগ কি রায়মশায় ইচ্ছে ক'রে ক'রতে চাচ্ছেন তুমি এইটে বুঝ্ছ? তোমাকে ত্যাগ করা আর একখানা হাত কেটে ফেলা—রায়মশায়ের উভয়ই তুল্য; কিন্তু কি ক'রবেন বল? সমাজে বাস ক'রতে হ'লে এসব সামাজিক শাসনের যে ঐকান্ত প্রয়োজন। অস্পৃশ্য-সংসর্গ—এতো তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের কথা নয়?

বচারাম। আপনারা তো একশ' বার'ই এক কথাই ব'লছেন, 'অস্পৃশ্য সংসর্গ'; কিন্তু আমিতো ওর মানেই বুঝ্তে পাচ্ছিনে। লোকে শত্রুতা ক'রে কত রকম কুৎসা রটায়, অপবাদ দেয়, কিন্তু তার ওপর নির্ভর ক'রে এই বিপদের সময় একজনকে পতিত্ করা!

সামাজিক শাসন ক'রতে হয়, না হয় পরেই ক'রবেন, আগে ভট্‌চায্যি মশায়ের সৎকার হ'ক ; এক মাঘে তো আর শীত যাচ্ছে না।

দুর্ল্লভ। বেচারাম, গরম হ'য়ো না, গরম হ'য়ো না, ঠাণ্ডা মাথায় বোঝ। এসব ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না ; ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব বিচার ক'রতে হয়। চণ্ডীদাস আর রামীর কার্য্য-কারণের গতি দেখলেই পাঁচ বছরের ছেলেরও বুঝতে বাকী থাকে না ভিতরের রহস্যটা কি। মহাপুরুষ—তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হবার আয়োজন ক'রেছিলেন, সে পুণ্য কার্য্যে বাধা দেয় ঐ হারামজাদী বেটী রামী আর এই চণ্ডীদাস। তখন আমরা অন্তরূপ ভেবেছিলেম, তারপর এই দু'জনার আচরণ থেকে সবই স্পষ্ট হ'য়ে গেছে ; আর ঝাপ্‌সা কিছু নেই। আচ্ছা, ও নিজের মুখেই ব'লুক ও রামীকে গান শেখায় কিনা ? কিহে চণ্ডীদাস, বল না ?

চণ্ডী। শেখাই।

দুর্ল্লভ। সে ছুতোয় নতায় সেই ঘটনার পর থেকে একশ' বার বাশুলীর মন্দিরে আসে কি না ?

চণ্ডী। আসে।

দুর্ল্লভ। তুমি তার বাড়ী যাও কিনা ?

চণ্ডী। যাই ; সাধন ভজনের——

দুর্ল্লভ। বাস্—বাস্! তারিণী খুড়ো, সনাতন দা', এর ওপরেও প্রমাণ চাও ?

সনা। না, আর প্রমাণ কি ? নিজমুখে স্বীকার। চল, আমরা কেও এ শব স্পর্শ ক'রব না।

নকুল। দাদা, তবে কি হবে ? এমন কুলাঙ্গার পুত্র জন্মেছিলুম

আমরা, আমরা থাকতে বাবার সৎকার হবে না? শ্রাদ্ধ হবে না?

সেনা। নকুল, কেঁদে কি ক'রবি বল—? সমাজের বিরুদ্ধে আমরাতো কিছু ক'রতে পারি না।—চল, আমরা যাই, ওরা যা ভাল বোঝে করুক।

চণ্ডী। যাবেন না, দাঁড়ান্। যে জন্যে আপনারা আমায় পতিত্ ক'রছেন, সে অপরাধের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই?

তারিনী। প্রায়শ্চিত্ত আছে বৈ কি। এমন কোন পাতকই নেই যার প্রায়শ্চিত্ত নেই। শাস্ত্র এমন একদর্শী নয়।

চণ্ডী। কি প্রায়শ্চিত্ত বলুন। যদি তুষানলেও এর প্রায়শ্চিত্ত হয় আমি তাও ক'রতে প্রস্তুত। অবাধ্য সন্তান—আমারি জন্য আমার পুণ্যাত্মা পিতার শবের এই লাঞ্ছনা! আমার জীবনে ধিক্, জন্মে ধিক্! বলুন আমায় কি প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে?

দুর্লভ। দেখ, তুমি সংসারে অনভিজ্ঞ; একটা কাজ ক'রে ফেলেছ, ছেলেমানুষ ব'লে আমরা তোমার সামান্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রছি। তোমাকে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হ'য়ে স্বীকার ক'রতে হবে, অবৈধসংসর্গ-জনিত মহাপাপে তুমি পাপী; প্রথমে এর জন্যে মার্জ্জনা চাইবে; তারপর প্রতিজ্ঞা ক'রতে হবে—রামীর সঙ্গে আর কখনো বাক্যালাপ ক'রবে' না, তার ছায়াও কখনো মাড়াবে না। আমাদের পঞ্চগ্রামী সমাজ; এই পঞ্চগ্রামের সকল ব্রাহ্মণকেই ঐ কথা ব'লে পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চেয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে। এতে যদি তুমি সম্মত হও, আমরা সকলেই তোমার পিতার পারলৌকিক কাজে সাহায্য ক'রব। কি বলেন আপনারা সকলে?

নফর। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা! মা লক্ষ্মীর কৃপা থাকলে পাঠশাল মুখো না হ'লেও মা সরস্বতী জিহ্বায় নৃত্য করেন! কি বল সনাতন, এতে সকলে সম্মত তো?

সকলে। এর উপরে আর কথা কি? উত্তম যুক্তি, উত্তম যুক্তি।

সনা। আর অতি সহজ—অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জ্জনা চাওয়া।

চণ্ডী। এ কি ভীষণ পরীক্ষা আমার সম্মুখে! আমি অপরাধী নই তবু আমায় ব'লতে হবে আমি অপরাধী? যা অসত্য, তাকে সত ব'লে স্বীকার ক'রতে হবে? সত্যই যদি ভগবান, এই হীন কুৎসি লোকাচারের অনুরোধে সেই সত্য ত্যাগ ক'রব? একজন নিরপরা ধর্ম্মপরায়ণা নারী—হোক্ তার নীচকুলে জন্ম—যার কৃপা উচ্ছৃঙ্খল আমি—মহাপাপী আমি, ধর্ম্মের পবিত্র আলোক দেখেছি শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনে যে আমার অবলম্বন, সহায়, গুরু, তা মাথায় কলঙ্কের পশরা তুলে দেব! রায় মশায়, সমাজের বিচা আমি চণ্ডাল, আমি অস্পৃশ্য; সমাজের হ'য়ে আপনারা আমাকে ত্যাগ ক'রেছেন, নকুলও আমায় ত্যাগ করুক; আমি এই মুহূর্তে এই গৃহ, এই দেশ, এই সমাজ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি। নকু নিষ্পাপ, আপনারা নকুলকে আশ্রয় দিন, তাকে দয়া করুন, পিতা সৎকার হ'ক্, সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ক্।

দুর্ল্লভ। স্পর্দ্ধা দেখেছ পাজীর? উক্তিটা তোমরা একবার শুনলে ওহে বেচারাম, তোমরা যা ঠাওরাচ্ছিলে তা নয়, ও সব বদমাই ভণ্ডামী; কিন্তু আমিও দুর্ল্লভ রায়, সাতপুরুষ প্রজা চরিয়ে খাই আমার কাছে ও সব চালাকী চ'লবে না! চণ্ডীদাস! তুমি সমাজের বুকে ব'সে, সমাজের মুখে লাথি মেরে দেশ ছেড়ে চ যাবে, তা কখনো হ'তে দেব না। নকুল তোমায় ত্যাগ কর

তুমি ধোপানীকে নিয়ে তেলক কেটে মজা লোটো আর আমরা তোমার বাপের সৎকার করি—বিষয়টা অত সোজা নয়। লাস ঘরে প'ড়ে পচুক, দেখি—এ গ্রামে কার কাঁধের উপর দশটা মাথা ও শব স্পর্শ করে! এস তারিণী খুড়ো, সনাতন-দা' নফর মামা, এখানে আর নয়, চ'লে এস, ও বাউণ্ডুলে ছোঁড়া দুটো যা জানে করুক। (স্বগত) আমি রামীকেও দেখে নিচ্ছি! আজ রাত্রেই তার ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তবে আমার আর কাজ! (প্রকাশ্যে) এস, চ'লে এস।

[চণ্ডীদাস ও নকুল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নকুল। দাদা, কি হবে?

চণ্ডী। তাই ত, কি হবে! পিতা, পিতা! অন্ধকারে যে পথ দেখতে পাচ্ছিনা! করুণাময়, মৃত্যুশয্যায় তুমি যে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমায় বুকে টেনে নিয়েছ! কি সে স্নেহ! কি সে স্নেহ! স্বর্গের সমস্ত পবিত্রতা, ঈশ্বরের অসীম করুণা, তোমার শেষ নিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে মুহূর্ত্তের জন্য যে এই পঙ্কিল ধরায় নেমে এসেছিল! তোমার সৎকার হবে না? আমিই তার অন্তরায়? নকুল—নকুল। ডাক্, ডাক্, পায়ে ধ'রে ডেকে নিয়ে আয়, সমাজের রক্ষক যারা—শাসনকর্ত্তা যারা—তাদের ডেকে নিয়ে আয়, তাদের বিধি আমি মাথা পেতে নেব; তার পর? তার পর আমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু—আমায় আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই!

——o——

উৎসর্গ

সাহিত্যাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই,

মহোদয়ের করকমলে

এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ উপহার দিয়া
ধন্য হইলাম।

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

সুচেৎসিংহ	...	...	রাজনগরের রাজা
দুর্ল্লভ রায়	...	...	নান্নুরের জমিদার
ভূতানন্দ ভৈরব	...	...	তান্ত্রিক সাধক
ভবানীপ্রসাদ	...	...	চণ্ডীদাসের পিতা
চণ্ডীদাস	...	...	বিশালাক্ষীর পূজারি
নকুল	...	...	ঐ ভ্রাতা
দীনুনাথ বাগচি	...	...	দুর্ল্লভের কর্ম্মচারী
হারাধন	...	...	গ্রাম্য রজক
নফর, সনাতন, তারিণী প্রভৃতি			গ্রাম্য ব্রাহ্মণগণ

মন্ত্রী, শিষ্য, বৈষ্ণবগণ, কন্যাপক্ষীয়গণ, ঘটক, কবিরাজ,
ভৃত্য, পাইক ইত্যাদি।

স্ত্রী

নিত্যা	...	...	সুচেৎসিংহের পালিতা কন্যা
রামী	...	...	হারাধনের আশ্রিত আত্মীয়া
চাঁপা	...	...	হারাধনের স্ত্রী

আয়ী, দেবদাসীগণ ইত্যাদি

প্রথম রজনীর কুশীলবগণ

[১০ই পৌষ, সন ১৩৩৩ সাল]

সুচেৎ সিংহ	...	কুমার শ্রীকনকনারায়ণ ভূপ
ভূতানন্দ	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত
দুর্ল্লভ রায়	...	শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
ভবানী প্রসাদ	...	শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
চণ্ডীদাস	...	শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
নকুল	...	শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
মন্ত্রী	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
নফর	...	শ্রীননীগোপাল মল্লিক
সনাতন ও শিষ্য	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
তারিণী	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্র
বেচারাম	...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কন্যাকর্ত্তা	...	শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ
দীননাথ	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘটক	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন
কবিরাজ	...	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য
হারাধন	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
ভৃত্য	...	শ্রীতারকনাথ ঘোষ
নিত্যা	...	শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী (ছোট)
রামমণি	...	শ্রীযুক্তা নীহারবালা
চাঁপা	...	শ্রীযুক্তা সরস্বতী
আয়ী	...	শ্রীযুক্তা নলিনী

সংগঠনকারীগণ

পরিচালক	...	দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড
নাট্যাচার্য্য	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	শ্রীজানকীনাথ বসু
ঐ সহকারী	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ	...	শ্রীনারায়ণচন্দ্র তা
বংশীবাদক	...	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম বাদক	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
সঙ্গতী	...	শ্রীহরিপদ দাস শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
স্মারক	...	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বেশকারী	...	শ্রীগয়ারাম দাস শ্রীমণিমোহন দাস
ঐ সহকারী	...	শ্রীমন্মথনাথ দাস ধর শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়
আলোক-সজ্জাকর	...	শ্রীইন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাস

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামীর বাড়ীর উঠান

[ঘর পুড়িয়া গিয়াছে—ভাঙ্গা পোড়া ঘরের দেওয়াল দেখা যাইতেছে; চারিদিকে পোড়া বাঁশ খড় প্রভৃতি ছড়ানো। উঠানে একটী শিউলি গাছ ছিল, তাহাও পুড়িয়া গিয়াছে; পোড়া গাছের ডাল দেখা যাইতেছে। চাঁপা বসিয়া কাঁদিতেছিল; হারাধন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। তাহার পরণে কালিমাথা কাপড়, চুল রুক্ষ, সমস্ত দিন তার খাওয়া হয় নাই।]

হারা। আর কাঁদিস নাই, তু যা বলছিস তাই শুনব, আর ইথানে থাকবনি। এ কম্মটী আর কারু লয়, ঐ দীনে বামনার কাজ। মিনি দোষে ঘর জ্বালাইয়ে দিলে! আগুনের ঝাঁজে হাত পা ঝলুসে গেল, তবু ওক্কে ক'রতে পারলাম নাই। সাতপুরুষের বাস, আর কি ঘর তুলতে পারব? হায়—হায়! ইমন সব্বনাশটী করে? ইয়েরা ভদ্দর, বেরাম্ভন, জমীদার!

চাঁপা। ওগো, কারো দোষ নয় গো, সব দোষ তোমার। তোমাকে অত ক'রে মানা ক রলুম শুনলে না, রামীদিদিকে আকথা-কুকথা ব'ল্লে, তারই নিঃশেষে আমাদের ঘর জ্ব'লে গেল। তোমার গাল খেয়ে

মনের খেদে আবাগী ঘর ছেড়ে কোথা চ'লে গেল, আর তারপর এই সব্বনাশ হ'ল !

হারা। কি ক'বব ? তেখন রাগ সামুলতে পারি নাই ; আমিই তো তারে খেদালাম ! ক্ষেপাটোর বাপ ম'ল, আম কেনে ম'লাম নাই !

চাঁপা। আর ওকথা ব'লোনা গো, আর ওকথা ব'লোনা ; এখন আমি যা ব'লছি তাই কর। রামীদিদিকে খুঁজে এনে তার পায়ে ধ'রে মাপ চাও। আমি সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে ঘর করি, নইলে এর পর আর কি সব্বনাশ হবে কে জানে !

হারা। তু কাল্ হোৎকে উকথাই বল'ছিস্, কোথাকে যাব, কোথাকে খুঁজব ? আমার বুদ্ধি নোপ পেঁয়েছে—চল্ ছেলাটোকে বুকে ক'রে রাস্তায় ভিখ্ মেঙে খাব, তবু ভদ্দরনোকের গাঁয়ে আর বাস ক'রব নাই।

চাঁপা। সে প্রায়-ই ব'লত ভাণ্ডীর বনে যাবে ; সে সেখানেই গেছে, আমার মন ব'লছে সে সেখানেই গেছে, আর কেথাও যায়নি। আয়ীবুড়ী খোকনকে নিয়ে পিতেমের বাড়ী আছে, চল, সেথান থেকে দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ি, আর এখানে আমি তিষ্ঠুতে পারছিনে গো। হায়—হায় ! আমার সব গেল ! আমার অমন ক্ষিত্তুরে কাঁশী, অমন বেতের প্যাঁট্‌রা ! গায়ে এই রূপোটুকুখানি ছিল তাই আছে, নইলে এও থাকত না।

হারা। আর থ্যাদ করিস্ নাই, চল্, রাজনগরের পথে তোর ভগিন-পোতের বাড়ী খোকনকে রেখে আমরা ভাণ্ডীর বনকেই যাই। পিতেম আছুয় দিলে, তার ওখানে এক সাঁজ কাট'ল, কিন্তন্ আর লয় ; সে আমা হোৎকেও গরীব, তার উখানে আর ক'দিন থাকব ? চল্, আজই বেরায়ে পড়ি। ([নেপথ্যে "বল হরি হরিবোল"]

হারা। ঐ ক্ষেপাটোর বাপকে পুঁড়ায়ে সব গাঁয়ে ঢুকছে, চল্, উওরা আসতে-না-আসতে আমরা চ'লে যাই। ই-গাঁয়ের ভদ্দরনোকদের আর মুখ দেখাব নাই।)

চাঁপা। মা বাশুলি, তোমায় গড় করি মা, তোমায় গড় করি—রামী দিদির যেন খবরটা পাই! আমার ঘর পোড়ালে, দেশ ছাড়ালে,—দেখো মা, যেন স্বোয়ামী পুত্তুরের আগে যেতে পারি।

হারা। আর মা বাশুলী! ওরে, গরীবের মুখ ভদ্দরেও চায় না, ঠাকুতাতেও চায় না, নইলে আম্মাদের এই সব্বনাশটা হয়? আজ ভিটে ছাড়া হ'লাম, ভিটে ছাড়া হ'লাম!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপরদিক হইতে সনাতন, নফর প্রভৃতি গ্রামবাসীগণের প্রবেশ)

সনা। তাইতো, সত্যিই তো! গাঁয়ে ঢুকে যা শুনলাম, তাই তো চাক্ষুষ দেখ্‌ছি। রামীরও বাড়ী পুড়েছে, হারাধন বেটারও বাড়ী পুড়েছে! নফর মামা, ব্যাপারটা কি?

নফর। (চারিদিক চাহিয়া) চ'ণ্ডে আর নকুলোটা এখানে নেই তো? দেখো বাবা!

সনা। না, তারা পিছিয়ে পড়েছে।

নফর। (হাঁ—হাঁ, সনাতন, তারিণী,) এরূপ যে একটা কাণ্ড হবে, আমি সেই রাত্রেই অনুমান ক'রেছিলেম। ব্রাহ্মণের কোপ, বাবা, ম'লেও রক্ষে নেই! যাবার সময় বেয়াই মশাই একখেলা খেলে গেলেন! ও রামী বেটীরতো খড়ের ঘর! বালাখানা হ'লেও দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে যেত! আমি তোমাদের কাছে ভাঙ্গিনি, কিন্তু মনে মনে জানতেম বেয়াই মশাই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হবেন।

তারিণী। প্রেতযোনি? ছি ছি ও কথা উচ্চারণ ক'রতে নেই।—বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠাবান, পরম কালীভক্ত, গঙ্গায় গিয়ে সৎকার ক'রে এলেম!

নফর। হ'লে কি হবে বাবা? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহিমাতো বোঝ না—আমি কেশবের সন্তান—ও যখনি চ'ণ্ডেটা শব স্পর্শ ক'রেছে, তখনি আমার মনে খট্‌কা লেগেছে। তারপর, তোমরাতো কেও লক্ষ্য করনি—চ'ণ্ডেটা যেই মুখে আগুন দিলে, আমি গাছতলায় ব'সে প্রথম দম্‌টী মেরেছি আর আমার তিনপুরুষে কল্কেটা ফেটে চৌচির! তখনি গায়ত্রী জপ ক'রে বুঝলেম, যে হ'য়ে গেল! পাছে তোমরা ভয় পাও তাই বলিনি। দেখছ কি? শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ হ'য়ে যাক্, এর পর গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিয়ে আসতে হবে, নইলে আমাদেরই গাঁয়ে বাস করা দুষ্কর হবে!

তারিণী। যাক্, এ নিয়ে আমাদের আর আলোচনা ক'রে কাজ নেই। সনাতন, এসব কথা আমাদের মুখ থেকে না বেরোনই ভাল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গ্রামের সকলেই ভক্তি ক'রত।

সনা। হাঁ। ঠিক কথা; তেমন-তেমন কিছু হ'য়ে থাকে, আপনিই প্রকাশ পাবে, আমরা কেন ব'লে দোষী হই? বিশেষতঃ চণ্ডী, নকুল শুনলে মনে আঘাত পাবে।

নফর। যে কাজ ক'রেছে, আঘাত তো পেতেই হবে বাবা। এ বেটা বেটাদের ঘরতো পুড়ল, তারা গেল কোথায়?

সনা। চুলোয় যাক্‌গে, চল, পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়া গেছে; চ'ণ্ডেটার বাড়ী না উঠে তো ঘুরে যেতে পারব না, চল। তারা কতদূর পিছিয়ে প'ড়ল, একবার দেখনা হে কেও?

বেচা। নফর মামা, বেহ্মদত্যির আগুন দিতে হ'লে বুঝি চক্‌মকি শোলার দরকার হয় না? ওঁদের ফুঁয়েতেই আগুন জ্বলে? না বেহ্মদত্যি বুঝি কারো ঘাড়ে চেপে আগুন দেওয়ায়?

নফর। ওহে বেচারাম, ঠাট্টা নয় হে, ঠাট্টা নয়; তোমাদের নব্য বয়েস, আগে রক্ত ঠাণ্ডা হ'ক্, ক্রমে বুঝবে। ব্রহ্মণ্যদেবের মহিমা ক্রমে বুঝবে। আমি কেশবের সন্তান। হ্যাঃ—তোমরা বোঝ কি?

(দুর্লভরায় ও দীনুর প্রবেশ)

দুর্লভ। আপনারা গ্রামে ঢুকছেন খবর পেয়ে, আমি পা-পা ক'রে আপনাদের এগিয়ে নিতে এলেম। চণ্ডী ভায়া, নকুল—এদের দেখছিনি যে? আপনারা পথ ছেড়ে এ ধোপা পাড়ায় এসে প'ড়েছেন যে?

সনা। হাঁ, গ্রামে ঢুকতেই শুনলেম পরশু শেষরাত্রে নাকি রামী হারা-ধনের বাড়ী আগুন লেগে পুড়ে গেছে, তাই দেখ্‌তে এলেম। ভাগ্যে ব্রাহ্মণ পাড়ায় আগুন লাগে নি।

দুর্লভ। হাঁ, আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমিতো আপনাদের সব পাঠিয়ে টাটিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রছি, এমন সময় চীৎকার উঠ্‌ল'। তারপর, এই দেখতেই তো পাচ্ছেন। লোকজন পাঠিয়ে ঢের চেষ্টা ক'রলেম, দীনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—তা কিছুতেই কিছু হ'ল না। কলিকাল হ'লেও ব্রহ্মতেজের মহিমা যাবে কোথায়? খুড়ো মহাশয়ের অভিশাপ!

নফর। আমিও এঁদের সেই কথাই ব'লছিলেম বাবাজী, এখন দেখ, এ আগুন কোথায় গিয়ে নেবে! ব্রহ্মশাপে লঙ্কা দগ্ধ হ'য়েছিল, এতো ক'খানা খড়ের চালা! এর উপরেও অনেক কথা আছে বাবাজী; বেই মশাই চারপো দোষ পেয়ে ম'রেছেন—সে ব্যবস্থাও তোমাকে ক'রতে হবে। কেশবের সন্তান—আমিই চ'ণ্ডেটাকে সঙ্গে নিয়ে গয়ায় যাব—প্রেতশিলায় পিণ্ড না দিলে ও তিল-কাঞ্চনই কর

আর বৃষোৎসর্গই কর, গাঁয়ে বাস করা যাবে না বাবা। সে খরচও তোমাকেই দিতে হবে। গাঁয়ের মাথা!

বেচারাম। নফর মামা, সেই সঙ্গে তোমারও একটা পিণ্ডি দিয়ে এস, মায় প্রেতশিলায় পর্য্যন্ত। ছেলে পুলেতো নেই!

দুর্লভ। অনেকে আবার সন্দেহ ক'চ্ছে, ঘর পোড়ার মধ্যে রামী বেটীর কোন কারসাজি আছে কিনা। কারণ ঘরে আগুন লাগার পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে মাগী ফেরার। হ'তেও পারে, নষ্ট দুষ্টু মাগীদের অসাধ্য কি বলুন? আমি হারাধনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেম; তখন রাগ হ'য়েছিল বটে তারপর তার এই অবস্থা দেখে মনটা নরমও হোল, দয়াও হ'ল—বেচারার এই সর্ব্বনাশ, মনে ক'রেছিলেম—তাকে কিছু দেব,—তা সে ভয়ে বোধ হয় দেখা করেনি। তা হবে; পরে হবে, এখন চলুন আপনারা, আহা বড় কষ্ট হ'য়েছে!

নফর। দেবে বৈকি বাবা, দেবে বৈকি, দেশের সকল ভারই যে তোমার! আহা—পরোপকারের জন্যই বাবাজী আছেন! দধীচির বংশে জন্ম—এমন ব্রাহ্মণকেও পাষণ্ডেরা মানতে চায় না? কলিকাল! চল বাবা, যা হয় পরে ক'রো; বড়ই তামাকের পিপাসা হ'য়েছে, চল।

বেচারাম। ছোট তামাক, না বড়?

নফর। তুই বেটা তাঁর মর্ম্ম বুঝবি কি!—কেশবের সন্তান। —হ্যাঁঃ!

দুর্লভ। দীনে, তুই আর একটু এগিয়ে দেখ্, চণ্ডীদাস নকুল আর যাঁরা সব পিছিয়ে আছেন, সব নিয়ে আয়। আসুন সকলে।

[দীনু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দীনু। আমিই হাতে ক'রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। চাকর, কি ক'রব বাবা, পেটের জ্বালায় সব ক'রতে হয়; কিন্তু মনীব দুর্ল্লভ রায় আমাকেও হার মানিয়েছে! এদিকে ভবানীখুড়োর লাস বেরোল, বাবু আমায় ডেকে নগদ পাঁচ টাকা বখ্‌শীস দিয়ে ব'ল্লেন রামী বেটীর ঘরে আগুন দিতে। আমিও পেছপাও নই; এমন তো কত ক'রেছি; কিন্তু মনীবের মতন এমন সাধ্ সাজতে আমি আজও শিখিনি। বাইরে এমন নিকোনো চুকোনা—ভেতরে কেউটে সাপের বিষ! ওঃ—ঝাঁ ক'রে আগুন দেওয়াটা রামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে! দুর্ল্লভ রায়, তোমায় নমস্কার! (ঐ যে চণ্ডী আর নকুল এই দিকেই আসছে; কাজ নেই, ওদের সামনে বেরোতে কেমন কেমন ঠেকছে; আমি একটু এড়িয়ে যাই।)

[প্রস্থান।

(চণ্ডীদাস ও নকুলের প্রবেশ)

চণ্ডী। নকুল, দেখ্‌ছিস, দেখ্‌ছিস, সত্যই সব পুড়েছে! সে নেই, পালিয়েছে! থাক্‌বে কেন? থাক্‌তে কি পারে? এ আগুন আর কেও জ্বালিনি, আমি জ্বেলেছি—আমি জ্বেলেছি'! সে আগুনের জ্বালায় ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছে—আর আমি জাতে উঠেছি!

নকুল। দাদা, ঘরে চল।

চণ্ডী। নকুল, আমায় একটু একা থাকতে দে। ভাবিসনি, তোরা যা বল'বি আমি তাই ক'রব৷ আমার জন্মে তোকে পতিত্ হ'তে হবে না। সত্য মিথ্যার পারে দাঁড়িয়েছি আমি,—আমার আর মান নেই, মর্য্যাদা নেই, ধর্ম্ম নেই, মনুষ্যত্বের অভিমান নেই; আমি হীন, চণ্ডালেরও অধম! মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পিতার

সৎকার করেছি—মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর শেষ কাজ সবই ক'রব—তুই ভয় ক'রিসনি। লক্ষ্মী ভাইটী আমার, আমায় একটু একলা থাকতে দে।

নকুল। তোমায় একলা রেখে আমি কখনও যাব না।

চণ্ডী। কি ভয় ক'রছিস? পাগল হব? আত্মহত্যা ক'রব? এখানে চেঁচিয়ে কেঁদে সমাজে তোর মুখ হেঁট ক'রব? ওরে না না—আমি এখানে দাঁড়িয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাসও ফেলব না; আমি একটু একা থাকব, একা থাকব। ঐ পোড়া দেওয়াল দেখছিস? আমার বুকের ভিতরের সবটা অম্‌নি পুড়ে ঝ'ল্‌সে থাক্ হ'য়ে আছে! আমি কিছু ক'রব না, কিছু ক'রব না!

নকুল। তুমি এই দিকে এসেছে, এই নিয়েই হয়তো লোকে ঘোঁট ক'রবে।

চণ্ডী। তাও তো বটে, তাওতো বটে, ঠিক বলেছিস্—ঠিক ব'লেছিস। কথা দিয়েছি তার ছায়াও মাড়াব না; সে এখানে না থাক্, এ দেশ থেকে পালাক্, তার ঘর পুড়ে ছাই হ'ক, তার চিহ্ন মুছে যাক, তবু তার ঘরতো বটে! আগুনে পুড়ে সব শুদ্ধ হয়, খাঁটী হয়, কিন্তু জাত্যাভিমান হয় না! ভগবান, সত্য হারিয়েছি, তোমাকে ডাকবারও অধিকার নেই! (নকুলের প্রতি) এখানে একটু ব'সতে দোষ আছে কি? ব'সতে? এই মাটীতে? দেখ্, এ মাটী পুড়ে আঙার হ'য়ে আছে—ছাই গাদায় ব'সতে দোষ কি!

নকুল। দাদা।

চণ্ডী। এখানে একটা ফুলের গাছ ছিল—তার পাতা পুড়েছে, ডাল পুড়েছে, ফুল পুড়েছে! আগুনের মমতা নেই—দয়া নেই—প্রাণ নেই, অথচ—অগ্নি দেবতা—অগ্নি বিশ্বপ্রাণ! সে পালিয়েছে—আমারি

জন্য পালিয়েছে—শুনেছে তো ; তার মাথায় কলঙ্কের ভার চাঁপিয়ে দিয়ে আমি জাতে উঠেছি ; সে ছোট জাত, আমি বড় জাত ! নকুল, আমরা ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, বর্ণশ্রেষ্ঠ—না ? চল্ ভাই, তোর ভয় পাছে আমি বাড়ী না ফিরি ! চল্—এ সমাজের কাছে হীন স্থান, এখানে এলে জাত যায়,—কিন্তু এ আমার কি জানিস ? এ আমার তীর্থ ! আমার স্বর্গ ! আমার সর্ব্বস্ব !

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নব বৃন্দাবন—মন্দির প্রাঙ্গণ

রামী ও জনৈক দেবদাসী।

দেব। তুমি ভাই বেশ, তোমায় দেখলেই ভাল বাসতে ইচ্ছে করে। তুমি অত কাঁদ কেন?

রামী। কৈ, আর তো কাঁদিনা।

দেব। তোমার সঙ্গে সই পাতাব, একসঙ্গে ঠাকুরের সেবা ক'রব, ঠাকুরকে গান শোনাব। তোমার গান শুনলুম। এমন গান কখনো শুনিনি। এ গান কে বেঁধেছে ভাই? তাকে তুমি চেন', না লোকের মুখে শুনে শিখেছ?

রামী। চিনতুম।

দেব। তুমিই ধন্য! ~~আহা~~! শুনতে শুনতে মনে হয় যেন এ গান স্বপ্নের দেশ থেকে ভেসে এসেছে! সত্যই তো, তার নামে এই মাধুরী—অঙ্গের পরশে কি হয় কে জানে! শ্যাম—শ্যাম—কে তার নাম দিয়েছিল "শ্যাম"

[গীত]

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম, অবশ হইল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

এই দেখ, গাইতে গাইতে আমারি চোখে জল আসছে, তোমারও চোখে জল—তুমি কাঁদ' কেন এখন বুঝতে পাচ্ছি। তুমি গাও, তোমার মত কাঁদতে শেখাও, চোখের জলে এত সুখ তাতো জানতুম না ভাই !

রামী। (স্বগত) এরা বেশ আছে ; আমার মত তো দাগা পেয়ে ঘর থেকে বেরোয়নি, তাই ব'লছে চোখের জলে সুখ ! আমার চোরের মা'র কান্না—বুক ফেটে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে তো ব'লতে পারি না। এরা শ্যামকে ডাকে, কিন্তু আমার শ্যাম কোথায় মনে ক'রেছিলুম এখানে এসে শান্তি পাব, কিন্তু দিন রাত সেই কথা, সেই চিন্তা, তার গান ! এখান থেকেও কি পালাব ?

দেব। কি ভাই, আর গাইবে না ?

রামী। গাইব—তার গানের বিষে আমার প্রাণ জ'রে আছে—গাইব।

শুনিছি কি এক পাখী আছে, সে গান গেয়ে গেয়ে বুক ফেটে ম'রে যায়, আমারও যদি সেই দশা হ'ত!

[গীত]

কি দারুণ বুকে ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি
পাপ পীরিতি কথা॥
সই কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হয়ে কুলে দাঁড়াইয়ে
যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥

(নিত্যার প্রবেশ ও গীত)

ওরে—কেরে পাগলিনী অনলে জ্বলে!
(তার) নিশাসে গরল, আঁখি ছলছল,
সেকি ত্রিভঙ্গে দেখেছে কদম্ব তলে?
(সেকি) শুনেছে শ্যামের বাঁশী,
দেখেছে মোহন হাসি,
বামে হেলা শিখী চূড়া মালাটী গলে—
কেরে বিসরি' লাজ কিশোরী চলে।
কুলে দিতে ডালি যমুনা জলে॥

নিত্যা। আমি দেখিছি, বৃন্দাবনে আমার রাধাও এম্‌নি কাঁদত' চোখের জলে তার বুক ভেসে যেত, বাঁশীর ডাকে সে ঘর ছেড়ে বনে ছুটত! সে কিছু দেখেনি, কাওকে দেখেনি—আমার শ্যামকে দেখেছিল, শ্যামকে পেয়েছিল! তুমি এখানে থাক, আর কোথাও যেওনা; আমার দুষ্টু ছেলে তোমার গান শুনলে ব্রজ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না—আমি তারে দেখব—দিনরাত দেখব! আজ থেকে গোপালের সেবার ভার তোমার।

রামী। কিন্তু মা, তুমি তো আমার পরিচয় শোননি; আমি যে ধোপার মেয়ে, তোমার গোপাল আমার সেবা নেবেন কেন?

নিত্যা। তোমার পরিচয় পেয়েছি—তোমার গানে, তোমার প্রাণে। পাগলি মেয়ে, তার কাছে কি জাত-অজাত আছে? সে বাইরের এ খোল্‌টা দেখে না,—দেখে প্রাণ, দেখে টান; যার ভাবের ঘরে চুরী নেই, যে সব ছেড়ে তাকে চায়, তার কাছে সেই-ই বড় জাত। তোকে দেখে আমার রাধাকে মনে প'ড়ছে; কেন, কে জানে! সেও স'য়েছিল, পুড়েছিল, কেঁদেছিল; যশোদা মাগীও কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়েছিল! একশ' বছর তাকে দেখেনি, তাকে কোলে করেনি, তাকে ননী খাওয়ায়নি। সে মথুরায় চ'লে গেল, কিন্তু থাকতে কি পারলে? আবার আস্‌তে হ'ল! আমার এ বৃন্দাবনে গোপাল এসেছে, কিন্তু শ্যামের বাঁশী এতদিন বাজেনি; আজ তোকে দেখে মনে হ'চ্ছে তার বাঁশী বাজবে—তার বাঁশী বাজবে। আমি যেন দূরে—দূরে সে সুর শুনতে পাচ্ছি। তুই এখানে থাক্, তোকে আমি ছেড়ে দেব না।

(দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত)

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চুড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল।
তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এ তো নহে নন্দসুত কানু॥
বনমালে গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন্ দেশে॥

নিত্যা। সে দিনের কত বাকী? সে দিনের কত বাকী? আর যে স'ইতে পারি না। গোপাল, তোর বাঁশীর ডাকে কবে এ শ্মশানে ফুল ফুটবে? গৌরবরণ কালো আমার, কবে তোর প্রেমের বানে দেশ ডুবে যাবে? তুই যাসনে, তুই এখানে থাক্, তুই পেয়েছিস, তাকে বাঁধবার মন্ত্র পেয়েছিস; তোর বুকের ভিতর প্রেমের আগুন; এই তো মহামন্ত্র! ভজন, যাজন, সাধন, ধরম করম, সবই তার প্রেম, কৃষ্ণের প্রেম! এই মন্ত্র জপ ক'রত আমার রাধা, একশ' বছর সে খায়নি, ওঠেনি, তার জ্ঞান ছিল কেবল প্রেমমন্ত্র জপ ক'রেছে! গঞ্জনার ভয় করেনি, কলঙ্কের ভয় করেনি, তবে তো মথুরা থেকে গোপাল আমার ফিরে এল! যশোদা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, আবার তার চোখ হ'ল; আমি দেখতে পাচ্ছি,

বিরহে তোর প্রাণ আঙার হ'য়ে আছে। তুই তাকে ডাক্, ওরে আমার শ্যামচাঁদকে এনে দে!

রামী। (স্বগত) এ কি আপন-ভোলা ভালবাসা! দিনরাত গোপালের ভাবে ডুবে আছে! (প্রকাশ্যে) হাঁ মা, আমি ডাকলে কি তোমার গোপাল আসবে? আমি কি ভাল বাসতে জানি?

নিত্যা। আমার কাছে লুকোসনি; তুই ভালবেসে ঘর ছেড়েছিস; মলা নেই, স্বার্থ নেই, নিজের ব'লে কিছু নেই, কেবল সে আছে, আর তার উপর টান আছে। এই যে ভালবাসা, এই ভালবাসায় আমার গোকুলচাঁদ বাঁধা! রাধা বেঁধেছিল, বাঁশী তার দূতী; তোর মুখে গান শুনে আমার মনে হ'চ্ছে, সেই বাঁশীর রেশ যেন বাতাসে ভেসে আসছে! তবে তুই ডাকলে সে আসবে না কেন?

রামী। (স্বগত) সে আমায় এমনি ভালবাসতো; জাত দেখেনি, কুল দেখেনি, কেবল আমায় দেখতো। কলঙ্কের জ্বালায় তাকে ছেড়ে পালিয়ে এলেম। (প্রকাশ্যে) মা, আমার এ ভালবাসা নয়, ভালবাসার ভান! যদি সত্যি ভালবাসতেম, এখনও মরিনি কেন? মহাপাপী আমি, আমার ডাকে সে কি আসবে?

নিত্যা। আসবে কি? এসেছে; ঐ যে দোরে দাঁড়িয়ে! অভিমানে চোখ ছল্ ছল্ করছে! তুই পাষাণী; এখনও তোর মান? এখনও তোর বিচার? সব ভাসিয়ে দিয়ে তার পায়ে ধ'রে সাধছিস্ নি? ওরে আমার যে মা'র প্রাণ, আমি কি থির থাক্‌তে পারি? গোপাল গোপাল! যাদু আমার! যাদু আমার! [প্রস্থান

দেব। দেখি, আবার বুঝি আছাড় খেয়ে পড়ে! তুমি এস; দেরি ক'রনা। তোমার গান শুনলে আবার জ্ঞান হবে।

প্রস্থান

রামী। এ মানুষ নয়,—মা যশোদা ব্রজ ছেড়ে এসেছে। দিনরাত গোপালকে নিয়ে আছে। এই যথার্থ টান! আমায় ব'লে পাষাণী। সত্যই পাষাণী! তাকে ছেড়ে এখনও আছি, মরিনি! আমার শ্যাম আমার কুঞ্জ আলো ক'রে ছিল, আমিই তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছি। আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়! গোটা গাঁয়ের লোকের মার খেয়ে সেখানে মরিনি কেন!

(দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত)

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরিবেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাঝা তাপিনী
বৈরী মদনশরধারা॥
অরুণ নয়ন লোরে তিতিল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরীগণতহি শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তরে
ঘন ঘন উতপত শাস।
ভনয়ে বিদ্যাপতি সোহি কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ॥

তৃতীয় দৃশ্য

ভাণ্ডীরবনের একাংশ।

(হারাধন ও চাঁপার প্রবেশ।

হারা। এ বনও বটে, লগরও বটে! এর চারভিতে মেয়েন'ক; আরে কি সব্বনাশটি ক'রলাম ব'টে; এরা সব কীর্ত্তন গাইয়ে; রাজার ন'ক ধ'রে আনছে! এ ঝাঁকের মধ্যে ঢুকেও যদি পূ'রে রাখে, আমার উপায়টা কি হবে?

চাঁপা। বেশতো, ধরে রাখে, এখানে থাকব; সেই জন্যেই তো এখানে এসেছি। তুমি আমায় মার, গাল দাও, আমায়তো ভালবাসনা, তবে আমি এখানে থাকলে তোমার 'সব্বনাশটা' কেন হবে? এইবার তুমি তোমার পথ দেখ, আমি মন্দিরে গিয়ে দেখি রামীদিদি এখানে আছে কিনা। সে যদি এখানে থাকে, তাহ'লেতো থাকবই, আর যদি না-ও থাকে, তাহ'লেও এখান থেকে যাব না।

হারা। হেই, আমার মাথাটো এক্কেবারে চিবায়ে খাঁইছে! তোর বুদ্দি শুনে ইখানকে এসে কি ঝকমারি ক'রলেম রে বাপ! রাগের মাথায় পরিবারের গায়ে হাতটা দিছি, তা ব'লে ভালবাসা যেঁছে কোথায়? হেই, তোরে যদি ভালই না বাসব, তোর গায়ে হাতটা কি উঠে? মাইরি, আর জ্বালাতন্, করিস নাই, আর রামীর খপরে কাজ নাই, ইখান থিকে ফিরে যাই। খোকনকে পথের মাঝে ফেলে আইছিস, আবার বলে ইখানকে থাকব!

চাঁপা। এলেমই বা, সে তো আর জলে পড়েনি; আর আমার তো একলার ছেলে নয়, তুমি তার বাপ, তাকে মানুষ করগে, আমি এই চল্লুম মন্দিরে।

হারা। হেই, এ বলে কি! আমারে একেবারে ধপার ঘরের গাধাটী বানাইছে! তুওর মনে মনে এইসব ছিল? রামীর সঙ্গে সড় ক'রে তাকে আগে হোৎকে পাঠাইঁয়ে, নিজে আইছিস লাচ্তে। আমি জানি—নষ্ট মাগীদের—

চাঁপা। ফের? আবার সেই কথা?

হারা। কি বালাই, মুখ সামুলতে পারি নাই! নাঃ, আর উ কথা নয়, ঘাট হইছে, এই লাক ম'লছি, কান ম'লছি। কেউ কুথায় লাইতো? (চারিদিক দেখিয়া) এই তোর গোড় ধ'রছি, আমার উপর রাগিস্ নাই, আমার মাথাটি খাস্।

চাঁপা। ওঠ ওঠ, কোথাকার মুখ্যু!

হারা। আরে, মুখ্যু,—সে কি আজ জান্লি? নইলে কি তুওর কথাটি হেলন ক'রে রামীকে গাল পাড়ি? যা, তোর মনে যা আছে কর্গা যা, ধম্ম আছেন আর তু আছিস!

চাঁপা। তবে আর বাড়াবাড়ি ক'রোনা, এই গাছতলায় চুপটি ক'রে ব'সে থাক, আমি মন্দিরের ভেতরটায় একবার দেখে আসছি সে এখানে আছে কিনা। (হারাধনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) ভয় নেই, আমি এখ্খুনি ফিরে আসব, তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারি।

হারা। (সোল্লাসে) এই দেখ্ দেখি, বুকটা দশহাত ক'রতেও যাতক্ষণ, আর পায়ে থেঁতুলতেও ত্যাতক্ষণ। আমি তো ছেলামানুষ, দশ কুড়ি বচ্ছর বয়েস, আম্মার চোদ্দপুরুষও তোদের জাতকে চিনতে লারে।

(সুরে) তারে চিন্‌তে না যুয়া —
চিন্তামণি চিন্‌তে লারে
শ্মশানে মশানে ভোলা ডম্বুরা বাজায়।

চঁপা। চুপ চুপ, এ তোমার ধোপার পাটা নয় যে কাপড় হিস্‌হিস্‌ কর'তে ক'রতে গান ধ'রবে, এ ভাণ্ডীর বন! বোসো আমি আসছি।

[প্রস্থান।

হারা। চ'লে গেল? বুকটোর ভিতর ছনাৎ ক'রে উঠছে! এমন ইস্ত্রী, এও নাকি আবার পর হয়, ঘর ছেড়ে পালায়! দুর! আম্মার ভাবনা মিছে, উ চাঁপা ইমন্ লয়। যেদিন হোৎকে উওর গায়ে হাত তুলেছি, সেইদিন হোৎকে উওর গোলাম হ'য়ে রঁছি, যা বলছে তাই শুনছি। ইখন রামীর খোঁজটি পেলে হয়। ঐ যে আসছে, ইয়ের মদ্দ্যেই ফিরল? সঙ্গে রামীই তো বটে! উওর সামনে বেরাতে নজ্জা ক'রছে। আহা পাগলের পারা হইছে! কাজ নাই; মুখটো ঘুরোয়ে বসি। (অন্তরালে অবস্থান)

(চাঁপা ও রামীর প্রবেশ)

রামী। কি লো চাঁপা, তুই এখানে এলি?

চাঁপা। আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। তোমার নিঃশেসে আমাদের ঘর জ্বলে গেছে!

রামী। সে কি?

চাঁপা। তুমি যে রাত্রে চলে আস, সেই রাত্রে জমীদারের লোক তোমার ঘরে আগুন দেয়: তোমার ঘর পোড়ে, আমাদেরও ঘর পোড়ে। আয়ীবুড়ীর কান্না শুনে আমরা উঠি, দেখি তুমি ঘরে নেই। চোখের সামনে সব পুড়ল, তবে প্রাণ ক'টী ধম্মে-ধম্মে রক্ষে হ'য়েছে।

রামী। তোর ছেলে?

চাঁপা। তাকে আমার বোনের বাড়ী রেখে তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছি।

রামী। আয়ীবুড়ী কোথায়?

চাঁপা। সে পাগলের মত হ'য়েছে, অবোল—কেবল কাঁদছে, তাকেও সঙ্গে ক'রে এনে আমার বোনের বাড়ী রেখে এসেছি। ব'লে এসেছি, যেমন ক'রে পারি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

রামী। হারাধন দাদা কোথায়?

চাঁপা। তার কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না, সে সেই থেকে মুখে জল দেয়নি। গোঁয়ার মানুষ, রাগের মাথায় তোমায় কুকথা ব'লেছে, ফলও পেয়েছে হাতে হাতে। দিদি, আমাদের উপর আর রাগ রেখো না, আমাদের সঙ্গে ফিরে চল। ঐ দেখ মিন্সে ঐ গাছতলায় ব'সে আছে।

রামী। (হারাধনের নিকটে গিয়া) হারাধনদা'।

হারা। (ফিরিয়া) কি ব'লব, তু বয়েসে ছোট, নইলে তোকে পেন্নাম ক'রতাম তু আমার ভগিন্‌ই বটে, এই চাষা ভাইটোর পুরে রাগ রাখিস্ নাই বুন্; কি ব'লতে কি ব'লেছি, ঘাট হইছে, আর জ্বালাস্তন করিস নাই, আমার মুখের মতন হইছে। এই তোর হাতটী ধ'রছি, তু বল্ আমার পর তোর রাগ নাই, নইলে এ হাততো ছাড়ব নাই।

রামী। তুমিই তো ব'লেছ আমি তোমার সত্যিকারের বোন নই।

হারা। তু আমার সত্যিকারের বুনের ওপর।

রামী। তাই যদি হয়, তাহ'লে তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি, আমায় মারো, কাটো, আমার চুলের মুঠি ধ'রে ঘরে নিয়ে যাও।

হারা। আরে, এত দুঃখেও আমায় হাসালি! তু ক্ষেপা বটে, সত্যিকারের ক্ষেপা। তোর গায়ে কি আমি হাত দিতে পারি? চল্, ইখান্ থিকে চল্, কিন্তুন্ আর গ্যাশকে লয়; গ্যাশের পায়ে গড় ক'রে বেরাইছি। গ্যাশের সমাই সমানরে, সমাই সমান। তু

ক্ষেপাটোকে ভাল ব'লতিস—সে হোৎকেই আমাদের এই সব্বনাশ! মুনিব রায়মুশায় ঘর জ্বালায়ে দিলেক, ইথন সে রায় মুশায়ের দলে ভিড়েছে, পঞ্চাইৎ ক'রে জাতে উঠেছে। ও গরীব—গরীব—আর ভদ্দর—ভদ্দর; সে নায়ে ধুয়ে জাতে উঠল আর ম'রতে ম'লাম আমরা!

রামী। কি চাঁপা?

চাঁপা। সে অনেক কথা দিদি। তুই যে রাত্রে ঘর ছাড়িস সেই রাত্রেই চণ্ডীঠাকুরের বাপ মরে। চণ্ডীঠাকুরের বাপের শ্রাদ্ধ, সে জাতে উঠেছে, ব'লেছে—ব'লতেও লজ্জা করে—ঘেন্নার কথা—সে কখনো তোর মুখ দেখবে না, যদি কখনও দেখা হয় তোর সঙ্গে কথা কইবে না। আমরাও ঠিক করেছি, সে গাঁয়ে আর যাব না। তুই চল্, আমার ছেলেকে তোর কোলে তুলে দিয়ে, আয়ীবুড়ীকে নিয়ে ভিন্ গাঁয়ে বাস ক'রব। আমরা ছোট জাত, ধোপা, ভদ্দর-গাঁয়ে আর আমরা বাস ক'রব না।

রামী। হারধন দা' আর গাঁয়ে ফিরবে না?

হারা। না, আবার সেমুখা হই? নায়ুরকে গড় ক'রে বেরাইছি, আর সেমুখা হব নাই।

রামী। তবে তোমরা ফিরে যাও।

হারা। কেনে? তু কি ইখানেই থাকবি?

চাঁপা। দিদি, এখনো তোমার রাগ পড়েনি?

রামী। হারাধন দা', কিছু মনে কোরোনা; চাঁপা, দুঃখু করিসনি; রাগ নয় বোন, আমি এখানেও থাকব না, আর কোথাও যাব না—নান্নুর আমায় ডাকছে! তোদের ঘর পুড়েছে, আবার হবে—আমার সর্ব্বস্ব পুড়েছে—আমার আর ঠাঁই কৈ? আমার আর ঠাঁই কৈ?

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

হারা। এক্কেবারে ক্ষেপেছে দেখছি। উ'তো ইমন্ ছিল নাই, কেনে ইমন্‌টা হ'ল ?

চাঁপা। পোড়াকপালী চিরদিনই একগুঁয়ে, কি জানি ওর মনে কি আছে। চল, ছেলেটাকে ফেলে ওকে খুঁজতে এসেছিলুম, তা খুব মুখ রাখলে। —উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন দেবদাসীর প্রবেশ)

প্রথমা। নতুন মেয়েটী এই ভাণ্ডীরবনের দিকে এল, কাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিল ; কোথায় গেল ? মন্দিরের পথের দিকে তো দেখলুম না।

দ্বিতীয়া। কি যে টান্! এখানে যে আসে, সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই আমাদেরই দেখনা ? মনে হয় না যেন এ পৃথিবীতে আছি। স্বর্গ আর কোথায় ভাই, এই-ই স্বর্গ! মেয়েটী ভারি ভক্তিমতী। আহা কি গানই গায়! রাজা, রাজার মেয়ে তার গান শুনতে পাগল। তাঁরা বলেন, এ শ্রীমতীর ভাব নিয়ে জন্মেছে ; হবেও বা, আমরা কি বুঝি বল্ ? এ স্বর্গ ছেড়ে কোথায় যাবে ? এখানেই কোথাও আছে।

(নিত্যা ও দেবদাসীদ্বয়ের প্রবেশ)

নিত্যা। আমার গোপালকে পাগল ক'রে সে কোথায় গেল ? কোন্ বনে ? কোন্ নিকুঞ্জে ? তাকে না নিয়ে তো আমি ঘরে ফিরব না। সে জল আনবে, আমার পাগল ছেলে আবার ভাল হবে, রাইয়ের আমার কলঙ্ক ভঞ্জন হবে, আমার এক কোলে শ্যামচাঁদ আর এক কোলে রাই—তবে তো গোকুলে আনন্দের বান ডাকবে, যমুনা উজান বইবে, ময়ুর নাচবে, শ্যামের বাঁশী বাজবে!

ত্যা। [গীত]

কলঙ্ক গাছের ফুলে মালা গেথে হ
সাধে গলে পরেছে।
হরি হরি স্মরণে, বারি ঝরে নয়নে,
তাহারি বিরহ-জ্বালা বুকে নিয়েছে—
কত গুরু-গঞ্জনা, কত পর-লাঞ্ছনা,
কিশোরী কিশোর প্রাণে যেচে সয়েছে,
সে যে ভালবেসেছে ॥

[প্রস্থান।

[দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত]

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং
ব্যালনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং
সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ বিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥
অবিরল নিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালং ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপং
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং
হরিবিরহাকুল বল্লভ যুবতী সখীবচনং পঠনীয়ং ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নান্নুর—গ্রামপ্রান্ত

[কাল—মধ্যাহ্ন]

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। যাই, এই দখিন পাড়াটা ঘুরে গেলেই হয়, সব ঘরকেই ডাকা হ'য়েছে। রায় মশাই প্রথম যে রকম ব্যাভার ক'রেছিলেন, তাতে তাঁর উপর ঘৃণাই হয়েছিল; কিন্তু ক্রমশ তাঁর আচরণে বুঝছি আমাদেরই ভুল। সমাজে বাস ক'রতে গেলে একটু কঠোর না হ'লে চলবেই বা কেন? (বাবার সৎকার থেকে আরম্ভ ক'রে এই শ্রাদ্ধশান্তির সমস্ত ব্যবস্থা, টাকাকড়ি দেওয়া, উদ্যোগ আয়োজন, সবই তো ক'রলেন। যেন একা দশটা! নাঃ তাঁকে দোষ দেবার কিছু নেই। দাদা কিন্তু এখনও রামীকে ভোলেনি, কালে ভুলবে। শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেছে, আজ জ্ঞাতকুটুম ভোজন—ও জাতে ওঠাই হ'য়ে গেছে; তবু আজকের দিনটা কেটে গেলেই একেবারে নিশ্চিন্ত।

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে রামীর প্রবেশ)

[ছিন্ন বেশ, মা'র্ খাইয়া ধুঁকিতেছে]

রামী। এই যে নকুল ঠাকুর! ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি তুমি দয়া কর, আমায় রক্ষা কর!

নকুল। কিরে রামী? তুই এখানে কোথা থেকে?

রামী। তুমি মহাজন, তুমি লোককে জাতে ওঠাও, তোমার দয়া আছে মায়া আছে; তুমি আমার প্রতি নিদয় হ'য়োনা, আমায় পায়ে রাখ।

নকুল। আরে ছাড়্ ছাড়্, পা ছাড়্,—এ কি বিপদ ঘটালে! তুই ম'রতে এলি কোথা থেকে?

রামী। আমি রাজনগরে ছিলুম, বেশ ছিলুম; চাঁপা হারাধন কাল ক'রলে! আমি এদিকে আর আসতুম না। তারা ব'ল্লে চণ্ডীঠাকুর আমায় ত্যাগ ক'রেছে। কত কি ব'ল্লে,—বিশ্বাস হ'ল না—সেখানে থাকতেও পারলুম না, তাদের সঙ্গেও গেলুম না—এই সেখান থেকে ছুটে ছুটে আসছি—বিশ ক্রোশ পথ—একটুও দাঁড়াইনি, বসিনি, ছুটে ছুটে আসছি। গাঁয়ে ঢুকলুম, ঐ হাটতলায় সব দেখা হ'ল—রায়মশাই, দীনু, আরও সব কত লোক। এই দেখ, আমায় মারলে—আমায় মারলে—গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে দিলে না! এই দেখ আমার গায়ে দাগ।

নকুল। কি সর্ব্বনাশ! তোর এমন মতি হ'ল কেন? তুই কেন এখানে এলি?

রামী। কি জানি কেন এলুম? কে যেন টেনে নিয়ে এল! আর কিছু ব'লতে পারিনি। গোটা হাটের লোক ব'ল্লে এটা পাগল হ'য়েছে, একে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে দিস্ না; মেরে কুটে দিলে! আর আমি দাঁড়াতে পারছিনি, আমি আর বাঁচব না! ঠাকুর, আমাকে একবার নিয়ে চল, আমি তোমার দাদাকে দেখব—দূর থেকে—তার কাছে যাব না, তার সঙ্গে কথা ক'ব না—কেবল একবার তাকে দেখব—শুধু চোখের দেখা দেখব—আমায় কোন রকম ক'রে লুকিয়ে নিয়ে চল। তুমি পারবে, তুমি তার ভাই, তোমার দয়ামায়া আছে!

নকুল। (স্বগত) কি বিপদে ফেল্লে! আহা গরীব—মারই বা কেন—এমনি তাড়িয়ে দিলেই তো হ'ত। এর দশা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে, এর উপর আর রাগ হচ্ছে না; কিন্তু একে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব কি ক'রে? (প্রকাশ্যে) রামী,—শোন্, বোঝ্, আজ আমাদের জাতে ওঠার খাওয়া, আজকের দিন কেটে যাক্, তারপর তোর যা খুসী করিস; আজকের দিনটা র'ক্ষে কর্। আমি তোকে নিয়ে যেতে পারব না; এ গাঁয়ের কারো কাঁধের উপর মাথা নেই যে, তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে! রায়মশাইকে তো জানিস্?

রামী। আমায় একেবারে মেরে ফেল্লে না কেন? আমায় একেবারে মেরে ফেল্লে না কেন? ওরে সে যে আমার ঠাকুর—তার কি জাত-অজাত আছে? আমি তাকে দেখব—একবার দেখব। নকুল—ভাই—না না তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা দেবতা, একটু দয়া কর, একটু আমার মুখ চাও!

নকুল। ঐ দেখ্, ঐ কাছারীর পা'ক নিয়ে দীনু নায়েব আসছে। ওরে আমি তোর সঙ্গে কথা কচ্ছি, এই দেখেই না একটা কাণ্ড বাধায়! আমি চ'ল্লেম, কিন্তু দোহাই রামী, আমার বাপের কাজটা পণ্ড করিসনি! এখনও বোঝ্—ফের্।

[প্রস্থান।

রামী। ওরে সবাই পাষাণ রে, সবাই পাষাণ! আসুক দীনু, আমায় একেবারে মেরে ফেলুক, একেবারে মেরে ফেলুক!

(দীনু ও পাইকদ্বয়ের প্রবেশ)

দীনু। হাঁরে, এখনো যাস্‌নি? নাঃ—তোর আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই দেখছি।

১ম পাইক। নায়েব মশাই, তুমি সরে থাক, আমরা দু'জনায় কাঁধে ক'রে ছুঁড়ীটাকে মাঠ পেরিয়ে রেখে আসি। চল্ মাগী চল্।

(প্রহার)

রামী। ওরে মার্, মার্, একেবারে মেরে ফেল্; একখানা দা নিয়ে আয়, কুড়ুল নিয়ে আয়, আমায় চুপিয়ে চুপিয়ে কাট্, আমি আর বাঁচতে চাইনি—আমি আর বাঁচতে চাইনি!

দীনু। এই বিশে, ছেড়ে দে, মাগীকে ছেড়ে দে, যা জখম হয়েছে ও আর গাঁয়ে ঢুকবে না। অনেক মেহনত করিছিস্, যা, হাটতলায় ফকিরের দোকান থেকে আমার নাম ক'রে জলপান কিনে খেগে যা।

১ম পাইক। (জনান্তিকে) নায়েব মশাইয়ের ছুঁড়ীটার উপর একটু টান আছে দেখছি। চল্, বাঁচা গেল!

[পাইকদ্বয়ের প্রস্থান।

রামী। ওরা যে চলে গেল! ঠাকুর, তোমায় অনেক গাল দিয়েছি, আমার উপর তোমার রাগ আছে, ওদের ফিরিয়ে আন, বল, আমায় এখানে কেটে রেখে যাক্।

দীনু। (স্বগত) আচ্ছা জেদ বটে মাগীর! এতখানি বয়েস হ'ল, অনেক মেয়েমানুষ নিয়ে তো নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু এমন তো কখনো দেখি নি! চোরের মারটা খেলে, একটুও দমেনি, এখনো তাকে দেখবার জন্যে পাগল! না, আমায় শুদ্ধ ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়ে দিলে! (প্রকাশ্যে) রামী, সেতো তোকে ত্যাগ ক'রেছে, গাঁয়ের বামুনদের বাড়া বাড়া গিয়ে বলে এসেছে, তোর সঙ্গে যা ছিল, ছিল, আর তোর ছায়াও মাড়াবে না, তোর মুখও দেখবে না; তবু তাকে দেখে কি করবি বল্?

রামী। কিছু ক'রব না; সে যে মুখে ব'লেছে আমায় ত্যাগ ক'রেছে,

তার সেই মুখখানি দেখব, দূর থেকে তার পায়ে গড় ক'রে চ'লে আসব।

দীনু। (স্বগতঃ) দেখে কষ্টও হয়—যে রায়মশাই, যদি টের পায় যে আমিই গাঁয়ে ঢুকতে দিয়েছি! যাক্, অনেক কীর্ত্তিই তো করা গেছে—জাল, জুচ্চুরি, ঘর-জ্বালানো—কখনো তো ঠেকিনি, যা হয় দেখা যাবে। (কষ্টও হয়—দেখাই যাক্ না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ঐ মাঠ বেড়ে আয় আমার পাছু পাছু, সদর দিয়ে হবে না;) দেখি কি ক'রতে পারি।

রামী। চল ঠাকুর, চল, ~~খতর ভেঙ্গে দিয়েছে~~! হে হরি! হে ভগবান্! তার মুখ দেখে যেন মরি—আমায় এইটুকু বাঁচিয়ে রাখ, এইটুকু জোর দাও!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

চণ্ডীদাসের বাটীর একাংশ

নফর, তারিণী প্রভৃতি গ্রাম্যব্রাহ্মণগণ

নফর। আসর একাই মাৎ ক'রে দিয়ে এলাম ; বাবা,—কেশবের সন্তান ! আমার ভাগ্নের তৈলবট তো বাঁধা, প্রতিপন্ন হ'য়ে গেল তার পরেই মাল্যচন্দন আমার ; বাবা—কেশবের সন্তান ! আমাদের বংশে তিন-তিন্‌টে আঙ্গিরস হয়ে গিয়েছে ! আমি যেখানে উপস্থিত, কি বলহে তারিণী ?

তারিণী। সুরুই-মেলের গোকুলো এসেছিল চালাকী ক'রতে ; 'মাছের মধ্যে ভুরুই আর কুলের মধ্যে সুরুই !' বাবা ! খালি কাঁটা ! ফুলিয়ার সঙ্গে চালাকী ?

নফর। ভেটুরের ছোট্ট ঠাকুররা—বেটাদের রণ্ডা দোষ আছে, ধ'রে দিলাম। বাবা, কেশবের সন্তান—কুলুজী সব মুখস্থ—পালাবার যো আছে কি তারিণী ? বেটার পাকড়াশী আসে আবার মাথা গলাতে—অ্যাঃ ! ভারি গাঁ, তার আবার মাঝের পাড়া !

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা। ভিয়েনঘর, উনুনশালটা সব ঘুরে এলেম ; নাঃ আয়োজন যা হ'য়েছে, দেখবার মতন ! মালপো, কচোরী, নাফোরা, সুক্ত, ঘণ্ট, পায়েস, মায় পিরীত-ওষুধ, কিছু বাকী রাখেনি। আর হবেই না বা কেন ? স্বয়ং দুর্ল্লভ ভাঁয়া যখন কর্ম্মকর্ত্তা !

নফর। আরে বুঝেছ সনাতন, ফর্দে তো আমিই সব ধ'রে দিয়েছি বাবা, কেশবের সন্তান! এ বয়েস পর্য্যন্ত তিরাশীটা শ্রাদ্ধের বৃষোৎসর্গ ক'রেছি আমি। আমার পিতামহের হ'য়েছিল দানসাগর! তিলকাঞ্চনতো মাসে তিনটে ক'রে সারতে হয়। পিতামহী মাতামহী জ্ঞাতগোত্র—ফর্দ্দ তো দেখনি বাবা—রাবণের বংশ!

তারিণী। ভিন্নগ্রামের ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা তো দুর্ল্লভের চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে, এক ডাকেই কাজ শেষ হবে; নকুল গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদের ডাকতে গেছে, সে এলেই হয়, বেলাও হ'য়েছে।

নফর। চণ্ডী বাবাজী কোথায়?

তারিণী। সে চারদিকেই ঘুরছে; দেখা-শুনো সব করতে হচ্ছে তো—সকলকে আদর আপ্যায়িত। কি বল, এ কাজটী তো শুধু ভবানীদা'র শ্রাদ্ধ নয়, সঙ্গে সঙ্গে যে জাতে ওঠা!

(দুর্ল্লভ রায়ের প্রবেশ)

দুর্ল্লভ। নফর মামা, মহারাজও নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন নি, একজন ব্রাহ্মণ পাঠিয়েছেন। যাক, এইবার বাইরের উঠানেই সব পাতা করার ব্যবস্থা ক'রে দিই; মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়, আর বিলম্ব ক'রতে পারিনা। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি!" রামীবেটী কোথা থেকে এসে পড়েছিল দেখেছ তো? বেটীকে মেরে না তাড়ালে কি গোল বাধাত কে জানে! দীনেকে ভার দিয়ে এসেছি, তাকে মেরে গাঁয়ের বা'র ক'রে দিতে।

নফর। তুমি যখন আছ বাবা, কিছু ভাবতে হবে না। আর বিলম্ব কেন? নোকুলোটা এলেই হয়। ওহে বেচারাম, আগুনটা যে নিবে গেল, এই নাও একটু আগুন নিয়ে এস; ম'লেতো আর খোঁজ নেবেনা, জ্যান্তেই একটু আগুন দাও।

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। গ্রামের সব বাড়ীই ব'লে এলেম, সব বেরিয়ে পড়েছেন।

দুর্লভ। নকুল, চল, চল, দেখ পরিবেশনের যেন কোল গোল হয় না। সকলের বসা হ'লে চণ্ডী সব পাতে পাতে একহাতা ক'রে অন্ন দিয়ে যাবে; ওকেই আগে পাতে দিতে হয় কিনা। তার পর সব ঠিক আছে। নফর মামা, চল চণ্ডীমণ্ডপের ব্রাহ্মণদের সব ডেকে নিয়ে আসি। তারিণী খুড়ো, আর দেরী ক'রোনা, এস।

তারিণী। না দেরী কেন, চল—চল।

নফর। ওরে বেচা! কল্কেটা নিয়ে স'রে পড়ল নাকি?

তারিণী। সে ধরিয়ে আনছে, চল।

নফর। মৌজ নষ্ট হয় যে বাবা!

[সকলের প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল]

"এদিকে জল পড়েনি," "ওরে পাতা নিয়ে আয়," "নুণ দিচ্ছে কেহে," "এই সব মাটী ক'রলে ছুঁচো কোথাকার," "এ পাতা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে বদলে দাও" ইত্যাদি।

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। আজকের দিনটা কাটুক, প্রায়শ্চিত্ত আমাকে ক'রতেই হবে। মনের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে সংসারে বাস ক'রতে পারব না। সংসারে বাস কি? এ বিড়ম্বিত জীবন কোন্ কাজে লাগবে? এ দেহেতো সাধন ভজন হবে না! বাবা, তোমার আদেশ পালন ক'রতে পারিনি, সত্যরক্ষা ক'রতে পারিনি—তুমি স্বর্গ থেকে আমায় ক্ষমা ক'রো!

[প্রস্থান।

(নকুলের পুনঃপ্রবেশ)

নকুল। যাক্, এইবার নিশ্চিন্ত। ব্রাহ্মণেরা সব ব'সে গেছেন, এখন নির্ব্বিঘ্নে কাজটা সমাধা হ'লেই হয়। কেবল বাবাকেই মনে পড়ছে, মনে হ'চ্ছে লুকিয়ে কোথাও গিয়ে কেঁদে আসি। পুণ্যাত্মা—তাঁর কাজে বিঘ্ন হবে না। রামীকে দেখে একটু ভয় হ'য়েছিল ; তাকে তাড়াবার সময় কি কঠোরই হ'য়েছিলেম ! সে এলে একটা বিভ্রাট বাধ্‌তো নিশ্চয়।

(দানুর প্রবেশ)

দীনু। যাও যাও, তোমার দাদাকে ভাতের থালা নিয়ে বেরোতে বল—যাও। আমি ব'সে পড়িগে। [দুইজনের দুইদিকে প্রস্থান]

নেপথ্যে দুর্ল্লভ। ভাত নিয়ে এস, ভাত নিয়ে এস, চণ্ডীদাস !

(ভাতের থালা লইয়া চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। যাচ্ছি রায় মশাই !

(রামীর প্রবেশ)

রামী। ঠাকুর, ঠাকুর, একটু দাঁড়াও, আমি তোমায় এই দূর থেকে একবার দেখব, তোমার মুখের একটী কথা শুনব ! তুমি নাকি আমায় ত্যাগ ক'রে জাতে উঠেছ ?

চণ্ডী। একি ! তুমি ! তুমি ! আমায় ফাঁকি দিয়ে এদেশ ছেড়ে কোথায় ছিলে এতদিন ? মিথ্যা ব'লেছি, সত্যভঙ্গ ক'রেছি, জাতিভ্রষ্ট হ'য়েছি—রামমনি, রামমনি,—তুমি আমায় জাতে তুলে নাও ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমার ধর্ম্ম আমায় ফিরিয়ে দাও !

[চণ্ডীদাস ভাতের থালা ফেলিয়া দিয়া রামীকে আলিঙ্গন করিলেন]

রামী। ঠাকুর, ঠাকুর ! (চণ্ডীদাসের বাহুর উপর মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল)

(দুর্লভের পুনঃ প্রবেশ)

দুর্লভ। হাঁ হাঁ, একি! কি সর্ব্বনাশ!—দীনে, দীনে!

(দীনুর প্রবেশ)

এ মাগীকে আটকাতে পারিস নি? এ এল কি ক'রে?

দীনু। তাইতো, এ এল কি ক'রে?

(সনাতন, নফর, তারিণী, নকুল ও বেচারাম প্রভৃতির প্রবেশ)

নফর। এ—হে হে হে! সব পণ্ড ক'রলে! ব্রাহ্মণ ভোজন সব পণ্ড ক'রলে! আমি জানি ভবানী বামুনের সদ্গতি হয়নি, তার শ্রাদ্ধে একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হবেই।

দুর্লভ। এ বাড়ীতে তো কেও জলগ্রহণ ক'রবে না। উঃ এতগুলি ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস! চণ্ডীদাস, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে' তুই এ কি ক'রলি? নচ্ছার, পাজী, ছুঁচো! এমনি ক'রে অপমান ক'রবি ব'লেই কি তখন মিথ্যা ব'লে আমাদের কথায় সম্মত হ'য়েছিলি? এমনি ক'রেই সমাজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রলি? দুশ্চরিত্র—কুলাঙ্গার, নরকেও যে তোর স্থান হবে না!

চণ্ডী। নরকে স্থান হ'ত না, যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যই আমি জাতে উঠতেম। আমি তখন বুঝতে পারিনি; শোকে, মোহে জ্ঞান হারিয়েছিলেম, তাই এই নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র রজক-ঝিয়ারীর মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলে দিয়ে, সমাজের দ্বারে দ্বারে ব'লে বেড়িয়েছি যে আমরা ব্যভিচারী। যে মহাপাপ তখন করেছিলেম, আজ এই দেবীর কৃপায় তা সংশোধন করবার অবসর পেয়ে আমি ধন্য হ'লেম। সমাজের সকলে এখানে উপস্থিত;

সকলে শুনুন—এই রজকিনী আমার রমণী, আমার পিতৃমাতৃ, আমার গায়ত্রী, আমার সাধন, আমার ইষ্ট!

দুর্ল্লভ। (সকলের প্রতি) আর দাঁড়িয়ে শুনছেন কি? এ পাগল হ'য়েছে, নচেৎ এমন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে?

চণ্ডী। অসম্বদ্ধ নয়, প্রলাপ নয়—সত্য—অতি সত্য—মহাসত্য আমার এই বাণী! কাঠ-খড়-মাটী দিয়ে মানুষের হাতে গড়া প্রতিমায় কল্পনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে যদি জগজ্জননীর পূজা হয়, আর সে পূজা শাস্ত্র-সম্মত হয়, ধর্ম্ম-সম্মত হয়, স্মৃতি-সম্মত হয়—তবে রূপ-রস-গন্ধে-ভরা ভগবানের হাতে গড়া এই জীবন্ত প্রতিমায় ইষ্টের আরোপ ক'রে কি দেবীপূজা হয় না? যে এ কথা বিশ্বাস না করে করুক—আমি সমাজের ভয় করি না, মানুষের ভয় করি না, লোকাচারের ভয় করিনা—আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি—এই রজকিনী রামী আমার ইষ্ট—আমার আরাধ্য—আমার ইহকাল পরকাল।

দুর্ল্লভ। চলুন সকলে আমার বাড়ী; এখানকার অন্ন চণ্ডালের অন্ন, আমরা কেও তা স্পর্শ ক'রব না।

(নিত্যার প্রবেশ)

নিত্যা। এ বাড়ীর অন্ন যে মহাপ্রসাদ! কেও না খায়, আমি খাব। কি আনন্দ! কি আনন্দ! আজ চোখের সামনে এই যুগল-মিলন দেখছি—আর সেই যুগল-মিলন মনে প'ড়ছে! আমার রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন! বাবা, বাবা, তোমাকেই তো এতদিন খুঁজছিলেম। তুই বেটী আমায় ফাঁকি দিবি? তোকে দেখেই চিনেছিলেম—তোরা এখানকার ন'স—ব্রজের!

রামী। মা, মা, তুমি এসেছ?

দুর্ল্লভ। আরে এ আবার কোত্থেকে এল? এ হারামজাদী মেয়ে আবার কে?

(রাজা সুচেৎসিং, মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীগণের প্রবেশ)

রাজা। দুর্ল্লভ, ও বেটী হারামজাদী নয়, ও রাজনগরের রাজার মেয়ে, রাজার মেয়ে!

দুর্ল্লভ, নফর প্রভৃতি। একি! মহারাজ? মহারাজ? মহারাজ, আপনি স্বয়ং?

রাজা। ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রতে পারলেম না, তাই মা'র হাত ধ'রে এসেছি মহাপ্রসাদের লোভে! দুর্ল্লভ রায়, তুমি নান্নুরের সমাজপতি, তোমরা এ অন্ন অগ্রাহ্য ক'রলেও,—তোমাদের রাজা আমি—আমি এ অন্নের অসম্মান ক'রতে পারব না। তোমরা চণ্ডীদাসকে ত্যাগ কর, আজ থেকে চণ্ডীদাসের স্থান আমার নব-বৃন্দাবনে। চণ্ডীদাস, তোমার গান এই রজক-কন্যার মুখে শুনে তোমাকে দেখবার জন্য পাগল হ'য়েছিলেম, আজ আমার এই মা'র আগ্রহে সে সাধ মিটল।

নফর। মহারাজ যখন স্বয়ং উপস্থিত—আমি কেশবের সন্তান—এ নিমন্ত্রণতো আমরা কেও অগ্রাহ্য ক'রতে পারি না। কি বল হে তোমরা সকলে?

তারিণী প্রভৃতি। এ অন্ন মহাপ্রসাদ! মহারাজের জয় হ'ক! মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। না—বল, 'চণ্ডীদাসের জয়!' 'ভক্তের জয়!' 'বৈষ্ণবের জয়!' 'শ্রীভগবানের জয়'!

দুর্ল্লভ। (স্বগত) না, গতিক ভাল নয়; দেশটা খোল-করতালে উচ্ছন্ন দেবে। রাজাটাও ক্ষেপেছে! হিঁদুরাজা থাকতে দেখছি হিঁদুর

ধর্ম্মকর্ম্ম এ দেশে আর বজায় থাকবে না—বিশেষত আমাদের শাক্তের। বিধর্ম্মী রাজার কাছে শাক্ত বৈষ্ণব ভেদ হবে না। কবে দিল্লীর সম্রাট্ বাঙ্গলা অধিকার ক'রবেন? আমরা নিশ্চিন্ত হব!)

(হারাধন ও চাঁপার প্রবেশ)

হারা। তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। (রামীর প্রতি) তখন তোকে গড় করি নাই, এখন গড়টা ক'রছি। ~~আগা~~ আমার ঘরে থাকতে দিলে নাই, নিয়ে এল টেনে হিংকে।

চাঁপা। দিদি, দিদি! যেখানে থাক, আমায় পায়ে ঠেল না।

চণ্ডী। মহারাজ, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমার যে এ সৌভাগ্য হবে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি—আজ আমার জাতে ওঠা সার্থক হ'ল।

রাজা। কিছু না, সব শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা! মা আমা-ক্ষেপিয়েছে, দেশকে ক্ষেপ্যাবে।

[দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত]

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনা মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কভু না দেখিয়ে॥
(এমন পীরিতি কোথা দেখেছ?)
(এমন পীরিতির রীতি কি দেখেছ?)
(এমন পীরিতির মুরতি কি দেখেছ?)

—যবনিকা—

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ....
পরিগ্রহণ সংখ্যা ....
পরিগ্রহণের তারিখ